উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোয়াব

দোল চলে গেলে তার চিহ্ন থেকে যায় সর্বত্র। রং হয়ে ওঠে কোনও রাজনৈতিক পার্টি বা খেলার দলের প্রতীক। সবুজ মানে এক দলের, গেরুয়া মানে এক দলের, লাল মানে অন্য দলের। রংই হয়ে ওঠে বিভাজনের উৎস। প্রচ্ছদে সেই নিয়ে চর্চা।

» ১৫ থেকে ১৮-র পাতায় রং বেরং

আত্মসমর্পণ চান পুতিন

যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবে রাজি হলেও শর্ত চাপালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনীয় সেনাকে আত্মসমর্পণের শর্ত দিয়েছেন তিনি। » ১০

ফুরফুরা সফরে মমতা

সোমবার বিকেলে ফুরফুরা শরিফে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরিফের পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন

অবসর নিয়ে বড় ইঙ্গিত বিরাটের » ১৯

শিলিগুড়ি ২ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার ৭.০০ টাকা 16 March 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 295

কলঙ্কিত উৎসব

খেলব হোলি রং দেব না...

রং মেখে হোলি উদ্‌যাপন খুদেদের। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে। ছবি : তপন দাস ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

ডেপুটি মেয়রকে হুমকি, তাণ্ডব মদ্যপদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : হোলির দিন রাস্তায় বেরিয়ে মদ্যপদের তাণ্ডবের হাত থেকে রেহাই পেলেন না খোদ শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র। শনিবার হিলকার্ট রোডে তাঁর গাড়ি আটকে হামলা চালায় কয়েকজন যুবক। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় আমি ভাইকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। এয়ারভিউ মোড়ের কিছু আগে কয়েকজন গাড়ি আটকে দাঁড়িয়ে যায়। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গাড়িতে দেদার কিল-চাপড় মারা হয়। আমি বেরিয়ে প্রতিবাদ করলে একজন বলে, মেরে দেব নাকি? আমি ছেলেটির ছবি তুলে পুলিশকে দিলেও এখনও তাকে ধরেনি। এটা মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপার।' শুধু ডেপুটি মেয়র নন, গোটা শহর রংয়ের উৎসবে উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষী রইল শুক্র ও শনিবার।

আবির মাখা প্রতিপক্ষ বলে ভুল করে অন্য একজনকে মারধরের ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় তুলকালাম কাণ্ড বাধল পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনিতে। পরিস্থিতি এমনই হল যে, শেষপর্যন্ত পুলিশকে লাঠি উঁচিয়ে মারমুখী দুই পক্ষকে সরাতে হল। এদিকে, নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল দুই সাধু। আবার ১০ টাকার রং বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় বেধড়ক মারধরের শিকার হলেন এক দোকানদার। ওই দোকানদারকে বাঁচাতে গিয়ে আরও দুই তরুণ আহত হন।

একদিকে যখন মারধরের ঘটনা, তখন ছোটখাটো পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিড় বাড়ল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। এরমধ্যেই মডিফায়েড সাইলেন্সারের বাইকের দাপটে কান ঝালাপালা হল সাধারণ মানুষের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব দর্শক হিসেবেই তা দেখল ট্রাফিক পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'মদ খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অতিরিক্ত গতিতে বাইক চালানো, অবৈধভাবে মদ বিক্রি সবমিলিয়ে ৮০ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ প্রশাসন রাস্তায় ছিল। বড় ধরনের কোনও পথ দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে বিদ্যাচক্র কলোনিতে ঝামেলার সূত্রপাত হয় স্থানীয় দুই তরুণের মধ্যে। আবির খেলাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় কথা কাটাকাটি। তা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, এই সময় ওই তরুণদের মধ্যে একজন আরেকজনকে মারধর করে পালিয়ে যায়। মার খাওয়া তরুণ সহ বন্ধুরা ওই পালিয়ে যাওয়া তরুণের পেছনে দৌড় দিতে শুরু করেন। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। মার দিয়ে দৌড় দেওয়া তরুণ স্থানীয় শীতলা মন্দিরের কাছে নিজের বাড়িতে ঢুকে যায়। ওই বাড়ির কাছে একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক তরুণকে ভুল করে মারধর করে পালানো ওই তরুণ ভেবে বসেন পেছনে ধাওয়া করা অপর তরুণ ও তাঁর বন্ধুরা। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই তরুণকে মারধর করে বসেন তাঁরা। এরপর পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে যায়। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হতচকিতভাবে মার খাওয়া তরুণের বন্ধুরা এগিয়ে আসেন। শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিট।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। লাঠি উঁচিয়ে দু'পক্ষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার যাতে নতুন করে আর ঝামেলা না লাগে তারজন্য সকাল থেকে পুলিশের পিকেটিংও বসানো হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
ব্যয়বহুল নয় স্বল্প খরচে...
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
Isar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

রং দিতে হুড়োহুড়ি। শিলিগুড়িতে।

কান ঘেঁষে পাশ অরুণ, ফেল কল্যাণ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : কান ঘেঁষে পাশ করল শিলিগুড়ি। কিন্তু ডাহা ফেল দার্জিলিং। তাই পুনরায় অরুণ মণ্ডলের হাতে সমতল শিলিগুড়ির দায়িত্ব থাকলেও, পাহাড়ের কল্যাণ দেওয়ান পদ ধরে রাখতে পারলেন না। সামগ্রিকভাবে বিজেপির দার্জিলিং জেলার এমন হতাশাজনক পারফরমেন্সে দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকট হয়ে উঠছে। যদিও তা অস্বীকার করছেন জেলা নেতৃত্ব এবং সাংসদ রাজু বিস্ট।

'২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বসন্তোৎসবের দিন শুক্রবার বিজেপির তরফে রাজ্যের ২৫টি জেলায় সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ আর মনোনয়নপত্র দাখিল না করায় প্রত্যাশিতভাবেই পুনরায় শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হয়ে যান অরুণ। ২০২৩-এর ৫ অগাস্ট আনন্দময় বর্মনের পরিবর্তে প্রথম তাঁকে জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেসময় রাজ্য কমিটির ওপর জেলা সভাপতি বাছাইয়ের দায়িত্ব থাকলেও, এবার পারফরমেন্স এবং কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে। সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন বেঞ্চ মার্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই ৫০ শতাংশ মণ্ডল কমিটি গঠনের শর্ত ছিল জেলা সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় ২৮টি মণ্ডল রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ১৪টি মণ্ডল এখন পর্যন্ত গঠন করা হয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
আলু ও অন্যান্য বীজ শোধনে
আধুনিক জৈব প্রযুক্তির একমাত্র অপকারী ছত্রাকনাশক
ট্রাইকোস্টার
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

রাম-গেরো

- ২৫ জেলায় সভাপতির নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি
- আর কেউ মনোনয়নপত্র না দেওয়ায় পুনরায় শিলিগুড়ির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল
- এখানে তাঁর নেতৃত্বে ১৪টি মণ্ডল কমিটি এখনও গঠন করা যায়নি
- দার্জিলিংয়ে ৪৫টির মধ্যে মাত্র ৭টি মণ্ডল কমিটি গঠন হয়েছে
- দলের খাতায় 'ফেল' করেছে দার্জিলিং

২১৪ বন্দি হত্যা, দাবি বালুচদের

ইসলামাবাদ, ১৫ মার্চ : পাক দাবি নস্যাৎ বালুচ বিদ্রোহীদের। ট্রেন উদ্ধারের পাশাপাশি ৩৩ বিদ্রোহীকে মেরে ফেলা হয়েছিল বলে দাবি ছিল পাকিস্তানের। বালুচ লিবারেশন আর্মি উলটে শনিবার দাবি করল, ট্রেনে পণবন্দি ২১৪ জনকে খুন করা হয়েছে। পাকিস্তানকে দেওয়া ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এই পদক্ষেপ বলে বালুচ সংগঠনটি বিবৃতিতে জানিয়েছে।

শনিবার প্রচারিত ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নিহতদের অধিকাংশ পাক সেনাবাহিনীর জওয়ান। ট্রেন ছিনতাইয়ের সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগে ফের আক্রান্ত হল পাক সেনা। শনিবার বালুচিস্তানের তুরবতে এক সেনা কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। যাতে বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ান হতাহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে।

ওই ঘটনাতেও বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মির হাত রয়েছে বলে বালুচিস্তান পুলিশ জানিয়েছে। শুক্রবারও খাইবার পাখতুনখোয়ার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে এক মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বালুচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিল পাক প্রশাসন। তবে ছিনতাই করা ট্রেনটি কী অবস্থায় আছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে। বুধবার রাতে পাক সরকার দাবি করেছিল, ৩৩ বিদ্রোহীকে খতম করে যাত্রীদের ও ট্রেনটি উদ্ধার করা হয়েছে। বালুচ লিবারেশন আর্মি কিন্তু ভিন্ন কথা বলল।

সংগঠনটি বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে, 'গোঁয়ার্তুমি করেছে পাকিস্তান সরকার।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সময় বেঁধে টাস্ক

আইপ্যাক নিয়ে নেতা-কর্মীদের সতর্কবার্তা অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ মার্চ : ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করার জন্য জেলা স্তরে কোর কমিটি গঠন স্থগিত করে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সেই কমিটির সিদ্ধান্ত ফেরালেন। নির্দেশ দিলেন ৫ দিনের মধ্যে ওই কমিটি গঠন ও তার কাজ শুরু করে দিতে। এমনকি ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে ব্লক স্তরেও কমিটি গঠনের কর্মসূচি জানিয়ে দিলেন সময় নির্দিষ্ট করে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠককে ঘিরে দলে ও দলের বাইরে জল্পনাতেও যেন জল ঢেলে দেওয়া হল। বৈঠকটি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ডাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার বিকল্প বলে চর্চা শুরু হয়েছিল। বাস্তবে দলনেত্রীর নির্দেশিত পথে ভুয়ো ভোটার ধরতে আগামী কয়েক মাস গোটা দলকে কর্মসূচির পথে বেঁধে ফেললেন অভিষেক।

বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র এক বছর আগে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার হচ্ছিল তৃণমূল। নির্বাচনি সাফল্যে সেটা অন্যতম কাঁটা হত নিঃসন্দেহে। ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দলের সেই নেতা-কর্মীদের নামিয়ে দিয়ে যেন সেই সমস্যাটিকে আটকে দিলেন অভিষেক। শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠকটি ছিল কার্যত মেগা ইভেন্ট।

এই বৈঠকে রাজ্য কোর কমিটির সমস্ত সদস্যের পাশাপাশি জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যান, দলের বিধায়ক, সাংসদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন। ভূতুড়ে ভোটার ধরতে জেলা ও ব্লক স্তরে কমিটি ছাড়াও নতুন পদ তৈরি করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

একটি পদের নাম ব্লক ইলেক্টোরাল রুরাল সুপারভাইজার। এছাড়া থাকবে টাউন ইলেক্টোরাল রুরাল সুপারভাইজার পদ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

কেন্দ্রের ভাবনায় উপজাতির মর্যাদা » সাতের পাতায়
বালি খাদানের দখল নিয়ে বচসা » আটের পাতায়
কামতাপুর চেয়ে আজ সভা » চোদ্দোর পাতায়
চিন সীমান্তে শৃঙ্গ অভিযানে অনুমতি » চোদ্দোর পাতায়

অনটনের বাগানে স্বপ্ন ফেরি পাঁচকন্যার

দিল্লির পথে পাঁচ বাগান-কন্যা। শনিবার।

জাদুকাঠি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ মার্চ : তখন কেউ দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। কেউ আবার পা দিয়েছে কলেজের চৌকাঠে। নিজেদের আজন্মের ভিটে চা বাগানে মজুরি-বেতন শুধু অনিয়মিতই নয়। তালা ঝুলিয়ে মালিকপক্ষের পগারপার হওয়ার দৃশ্যও যেন গা সওয়া। এদিকে, বকেয়া পাওনাগন্ডার দাবিতে মায়েদের করুণ আর্তি। সাড়া না মিললে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া আন্দোলন।

এমন পরিস্থিতি শিক্ষিত প্রজন্মের চা বাগানের কয়েকজন মেয়ে বেঁচে থাকার অন্য লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু নিজেরা কিছু করবেন নয়, সেই লড়াই দিশা দেখাবে চা বাগানের আর পাঁচটা মেয়েকেও। একাজে তাঁরা হাতিয়ার করেন সমবায়কে। দুটি পাতা-একটি কুঁড়ির রাজ্যে কাঁচা পাতা তোলার কাজ না করেও যে স্বনির্ভর হওয়া যেতে পারে, সেই কল্পনাই এখন ডানা মেলছে তাঁদের হাত ধরে।

পাঁচ বাগান কন্যা এবার শিল্প গড়ার প্রশিক্ষণ নিতে ডাক পেয়েছেন দিল্লি থেকে। ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার (এনসিইউআই) তরফে তাঁদের ১০ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে উদ্যোগপতি হওয়ার জন্য। যার পোশাকি নাম আন্ত্রাপ্রেনরশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর উইমেন কোঅপারেটিভ। কালচিনি চা বাগানের আস্থা ওরাওঁ, ডিমডিমা চা বাগানের সঞ্জনা লামা, মধু চা বাগানের কণিকা ধানোয়ার এবং হান্টাপাড়ার বুনু জোজো ও অনীতা মুন্ডা শনিবার নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসে দিল্লি রওনা দিলেন চা বাগানের মেয়েদের শুধু স্বনির্ভরতা নয়, আরও পাঁচজনকে কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখাতে।

তাঁদের স্টার্ট আপ-এর কাহিনীর শুরু বছর তিনেক আগে। অনিয়মিত হয়ে পড়া মজুরি-বেতন ও সেইসঙ্গে যখন তখন বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃসহ যন্ত্রণার সাক্ষী কণিকা, সঞ্জনা বা আস্থার মতো তরুণীরা প্রথমে নিজেদের এক

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সিকিমে নিশিযাপনে গুনতে হবে ৫০ টাকা

বছরভর পা রাখেন লাখ লাখ পর্যটক। তাই স্বচ্ছতার দিকে বরাবরই কড়া নজর থাকে সিকিমের। এবার পর্যটনের স্বার্থেই পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে চাইছে পাহাড়ি রাজ্যটি। সে কারণে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবার থেকে রাত কাটালে মাথা পিছু ৫০ টাকা দিতে হবে পর্যটকদের। সেই টাকায় থাকা যাবে সর্বোচ্চ এক মাস।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ভুটানের দেখানো পথেই এবার হাঁটছে সিকিম। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির মতো পাহাড়ি রাজ্যটিও পর্যটকদের প্রবেশে এবার ধার্য করছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি বা এসডিএফ। অর্থাৎ, এখন থেকে সিকিমে রাত্রিযাপন করলেই প্রত্যেক পর্যটককে গুনতে হবে ৫০ টাকা। এই টাকায় থাকা যাবে সর্বোচ্চ এক মাস।

করোনা পরিস্থিতি থেকেই পর্যটনের মানোন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিল ভুটান। সেইজন্যই কার্যকর করা হয়েছিল এসডিএফ। রাতপ্রতি পর্যটকপিছু ১২০০ টাকা করে আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছিল পাহাড়ি দেশটি। সিকিম অবশ্য সরাসরি 'কোয়ালিটি ট্যুরিজম'-এর কথা বলে। তবে এসডিএফ থেকে পাওয়া অর্থ পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করার কথা জানিয়েছেন সেখানকার প্রশাসনিক কর্তারা।

ভুটানের সিদ্ধান্তে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিলেও, সিকিমের সিদ্ধান্তকে অবশ্য একবাক্যে স্বাগত জানাচ্ছেন তাঁরা।

সিকিমের পর্যটন দপ্তরের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে এসডিএফ সংগ্রহ করবে হোটেলগুলি। অর্থাৎ পর্যটকরা হোটেলে পা রাখলে সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষ সেখানকার যাবতীয় খরচ সহ পর্যটকপিছু বাড়তি ৫০ টাকা আদায় করবে। এই টাকায় একটানা এক মাস থাকা যাবে সিকিমে। পরবর্তী সময়ে মাসিক ৫০ টাকা করে গুনতে হবে। তবে এক মাসে কোনও পর্যটক যদি সিকিমের বাইরে অন্যত্র যান এবং সিকিমে ফিরে আসেন, তবে পুরোনো এসডিএফ কার্যকর হবে না। তাঁকে আবার নতুন করে এসডিএফ বাবদ ৫০ টাকা দিতে হবে।

তবে, পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের এসডিএফ লাগবে না। সরকারি কাজে যাঁরা সিকিমে যান, তাঁরাও ছাড় পাবেন। অনেকেই আছেন, যাঁরা সিকিমে গিয়ে সেদিনই ফিরে আসেন। তাঁরা যদি হোটেলে রাত না কাটান, তবে তাঁদেরও এসডিএফ গুনতে হবে না।

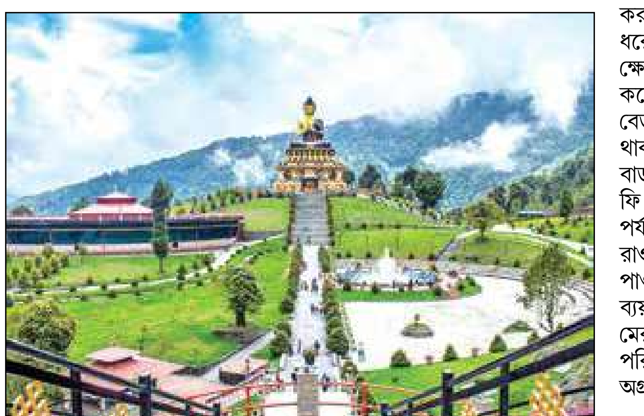

পর্যটকদের থেকে নেওয়া ফি কাজে লাগবে পরিকাঠামো উন্নয়নে।

হোটেলে কেউ গিয়ে রাত্রিযাপন করলেই, তাঁদের পর্যটক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এসডিএফ নেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যটকের কথাই উল্লেখ করেছে সিকিম পর্যটন দপ্তর। অর্থাৎ বেড়াতে যান বা কাজে, হোটেলে থাকলেই এবার থেকে দিতে হবে বাড়তি ৫০ টাকা। ইতিমধ্যে এই ফি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সিএস রাও জানিয়েছেন, এসডিএফ থেকে পাওয়া অর্থ পর্যটনকেন্দ্রের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। সেতু তৈরি, রাস্তা মেরামতি এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

পর্যটকদের ওপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপলেও সিকিমের এমন সিদ্ধান্তকে কার্যত স্বাগত জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশ। হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে যদি এসডিএফ নেওয়া হয়, তবে অবশ্যই তা সাধুবাদযোগ্য। পরিকাঠামোর উন্নয়ন যত ঘটবে, ততই পর্যটক এখানে বেড়াতে আসবেন।'

তবে বিষয়টি নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'নির্দেশিকার বাইরে কিছু জানা নেই। ফলে প্রথমদিকে পর্যটকদের বোঝাতে একটু সমস্যায় পড়তে হবে। সিকিম যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বৈঠক ডাকত, তবে এমন সমস্যা দেখা দিত না।'

সিএবি'র অনূর্ধ্ব ১৫-য় সেরা একুশে সংগীতা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৫ মার্চ : মাত্র আট-নয় মাস ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ নিয়েই অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য ক্রিকেট দলের সেরা ২১ জনের মধ্যে সুযোগ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে আলিপুরদুয়ারের সংগীতা বাসফোর। 'ভিশন-২০২৮' ক্যাম্পের জন্য অনূর্ধ্ব-১৫ উইমেন্স ক্রিকেট দলের ২১ জনের নামের তালিকা ঘোষণা করেছে সিএবি (ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল)। সেই তালিকায় নাম রয়েছে সংগীতার। স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ খুশি তার পরিবার, ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও স্কুলের সকলে। শনিবার থেকে তার কলকাতায় ক্যাম্প রয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে গত বৃহস্পতিবার রওনা হয়েছে সংগীতা।

আলিপুরদুয়ার জংশনের আরপিএফ কলোনির বাসিন্দা সংগীতা জিতপুর গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে বর্তমানে কোচিং নেয় সে। মাত্র আট মাস হয়েছে অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কীভাবে খেলায় আরও ভালো করা যায়, সেনিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা তার।

সংগীতা বাসফোর

পাশাপাশি পড়াশোনাও করে। ডানহাতি মিডিয়াম পেসার সংগীতা। জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে খেলে। সেই দলের হয়েই ট্রায়ালে অংশ নিয়ে ২১ জনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। গত কয়েক মাসে আলিপুরদুয়ার সহ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে খেলে এসেছে। পেয়েছে পুরস্কারও।

সংগীতা বলে, 'ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট ভালোবাসতাম। রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় মাঠে বা গলিতে ক্রিকেট হলেই দাঁড়িয়ে দেখতাম। একসময় পাড়ার গলিতে এলাকার দাদাদের সঙ্গে খেলতে শুরু করি। জাতীয় দলের হারমানপ্রীত কউর এবং রোহিত শর্মার খেলা খুব ভালো লাগে।' প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অনুশীলন করে সংগীতা। সংগীতার বাবা জয়কিষান বাসফোর স্থানীয় নার্সিংহোমে কর্মরত। মা রেখাদেবী গৃহবধূ। জয়কিষানবাবুর মন্তব্য, খুব কম সময়ে ও নিজেকে তৈরি করেছে। আমরা ওর পাশে আছি।' জিতপুর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রত্না ধর সরকার বলেন, 'আমরা খুবই খুশি। সংগীতা আমাদের স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে।' প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সচিব প্রবীর দত্ত এবং অ্যাকাডেমির কোচ কাকন ঘোষ সংগীতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

হ্যান্ডবলে বাছাই এনবিইউয়ের ৬

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৫ মার্চ : কলেজের বসন্ত উৎসবে আবির নিয়ে খেলেছেন শুভদীপ বর্মন, উজ্জ্বল বিশ্বাসরা। কিন্তু দোলের সময় এবার তাঁদের কারও রং খেলা হল না। ফালাকাটা কলেজের ছয়জন পড়ুয়া এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ১৬ মার্চ থেকে ওড়িশায় সেই খেলা শুরু হতে চলেছে। এজন্য শুক্রবারই ওই পড়ুয়ারা ওড়িশার উদ্দেশে ট্রেনে রওনা হন। কলেজ সূত্রে খবর, শুভদীপ বর্মন, রাজু বর্মন, পুষ্কর বর্মন, উজ্জ্বল বিশ্বাস, সজ্জিত মণ্ডল ও আবিজুল ইসলাম এই ছয়জন কলেজের তরফে খেলতে গিয়েছেন। চারজনের বাড়ি ফালাকাটা সংলগ্ন কুশিয়ারবাড়ি গ্রামে। সজ্জিত যাদবপল্লির বাসিন্দা, আটপুকুরিয়া গ্রামে বাড়ি আজিজুলের। স্কুলজীবন থেকেই এই পড়ুয়ারা খেলাধুলোয় বেশ পারদর্শী।

রঙের উৎসবের সময় সন্তানরা বাড়ির বাইরে যাওয়ায় অভিভাবকদের কিছুটা মন খারাপ। তবু সকলেই জানেন, এত বড় খেলায় সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। তাই প্রত্যেক ছাত্রেরই বাবা-মায়েরা খুব খুশি। তার সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষও গর্বিত। ফালাকাটা কলেজের শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক অরিন্দম ঘোষের কথায়, 'এর আগে কলেজ থেকে কখনও একজন বা দুজন এরকম হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় খেলেছে। তবে এবার এই প্রথম ছয়জন একসঙ্গে সুযোগ পেয়েছে। আমরা চাই সবাই ভালোভাবে খেলে আসুক।' কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বললেন, 'খেলাধুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কলেজের সুনাম আছে। এর আগে একাধিক খেলায় কলেজের দল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য স্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রেও ছয় পড়ুয়া কলেজের সুনাম ধরে রাখবে বলেই আমরা আশাবাদী।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে হ্যান্ডবল খেলতে মনোনীত ফালাকাটা কলেজের ছয় পড়ুয়া।

ওড়িশার বেরহামপুর ইউনিভার্সিটিতে ১৬ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি (ইস্ট জোন) হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ চলবে। সেখানে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করবে। ফালাকাটার ওই ছয় পড়ুয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলবেন। এই খেলায় মোট ১২ জন খেলোয়াড়ের দল থাকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজ থেকে বাকি ছয়জন খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ফালাকাটা কলেজের শুভদীপের কথায়, 'এবার বাড়িতে আর রং খেলা হল না। তবে খেলার মাঠে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' সজ্জিতের বক্তব্য, 'হোলির সময় বাড়ির বাইরে তাই কিছুটা খারাপ তো লাগছেই। তবে কলেজে প্রাক বসন্ত উৎসবে আবির খেলেছি। এখন হ্যান্ডবল খেলাটাই মূল লক্ষ্য।' এবিষয়ে শুভদীপের মা কল্পনা বর্মন বলেন, 'ছেলে প্রতিবার হোলির সময় বাড়িতেই থাকে। এবার বাইরে বলে একটু খারাপ লাগছে। তবে এত বড় খেলায় সুযোগ পাওয়াটা বড় ব্যাপার। সেটা ভেবে আমরা খুশি।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সমাজের কোনও গুণী মানুষের সঙ্গে সপ্তাহের বেশ কিছু সময় কাটিয়ে জীবনের নতুন এক আনন্দলাভ। মা ও বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহসংস্কারে পড়শিদের বাধা। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। পাওনা আদায় হবে। বৈষয়িক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। জাতিকাদের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি শুভ ফলদায়ক। বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা থাকছে।

বৃষ : ব্যবসার কাজ নিয়ে ব্যস্ততা বাড়বে। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। সন্তানের শিক্ষা নিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সপ্তাহের শেষ ভাগটি কাটিয়ে মানসিক শান্তি। ক্রীড়াবিদগণ তাঁদের কাজের জন্যে সম্মানিত হবেন।

মিথুন : এ সপ্তাহে পারিবারিক দিক থেকে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মক্ষেত্রে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজে সফল হয়ে কর্তাব্যক্তির প্রশংসা পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসানে স্বস্তি। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দুর্ভাবনা। পুরোনো দিনের কোনও বন্ধুকে দীর্ঘদিন পরে খুঁজে পেয়ে খুশি হবেন। দাঁতের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে।

কর্কট : সন্তানের লেখাপড়ার কৃতিত্বে শান্তি ও স্বস্তি লাভ। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সপ্তাহের প্রথম ভাগে চলা মন্দাভাব কেটে যাবে। আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। হঠাৎ কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া চরম ভুল হবে।

সিংহ : এ সপ্তাহে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সংযত থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এর ফলে পরবর্তীতে কিন্তু চরম মানসিক অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা। পেটের রোগে সমস্যা বাড়বে।

কন্যা : বিনা কারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হবেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। প্রেমে চলবে মান-অভিমান।

তুলা : পরিবারের ছোটখাটো মতানৈক্য নিয়ে মাথা গলাতে যাবেন না। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে আপনার সদর্থক ভূমিকা প্রশংসিত হবে। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ তেমন সুবিধা করতে পারবে না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ কমবে।

বৃশ্চিক : সপ্তাহের প্রথম দিকটি আর্থিক সচ্ছলতায় চললেও শেষ দিকটিতে সমস্যা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। দীর্ঘদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন।

মেয়ের বিবাহ স্থির হতে পারে। রাস্তায় বিতর্কে জড়ালেও শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।

ধনু : সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে মনের তৃপ্তি। মা ও বাবার সঙ্গে বিবাদের জন্যে তীব্র মনঃকষ্ট। হারিয়ে যেতে পারে মূল্যবান কাগজপত্র। অযথা বাড়তি বিনিয়োগ করে সমস্যা ডেকে আনবেন না। চাকুরিক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে।

মকর : সহকর্মীরা সামান্য কারণেই আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। বিদেশে চাকরিরত সন্তানের ঘরে ফিরে আসার সংবাদে আনন্দ। স্পষ্টবাদিতার জন্যে কারও অপ্রিয় হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে কিছুটা কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আপস-আলোচনা ফলপ্রসূ হবে।

কুম্ভ : ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই। অংশীদারি ব্যবসায় উন্নতি হবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধের আশঙ্কা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের যোগ। আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে এ সপ্তাহে কিন্তু সহকর্মীদের সমর্থন হারাতে পারেন। উগ্র ব্যবহারে সমস্যা। মেয়ের বিয়ে স্থির হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন।

মীন : কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো হবে। সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি মিলবে। সপ্তাহ ধরে পরিশ্রমে থাকলেও দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা তৈরি হবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে আলোচনায় সমস্যা মিটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ চৈত্র, ১৪৩১, ভাঃ ২৫ ফাল্গুন, ১৬ মার্চ, ২০২৫, ২চ'ত, সংবৎ ২ চৈত্র বদি, ১৫ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫১, অঃ ৫।৪৩। রবিবার, দ্বিতীয়া দিবা ৩।৬। হস্তানক্ষত্র দিবা ১০।২২। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।৪৩। গরকরণ দিবা ৩।৬ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যগণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১০।২২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৪০ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৩।৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৩।৬ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।১৭ গতে ১।১৫। কালরাত্রি ১।১৭ গতে ২।৪৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৩।৬ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৯ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ৩।৬ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-গর্ভাধান, দিবা ৩।৬ গতে বিপণ্যারম্ভ বীজবপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ৩।৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৫ গতে ৯।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। কাস্ট নো বার। (M) 7076784540. (C/115505)

■ পাত্রী নমশূদ্র, ফর্সা, বয়স 37, মাধ্যমিক ব্যাক পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9679993840, 8972023901. (B/B)

■ সাহা পাত্রী, ২৮ বছর/৫'-৫", B.A. পাশ, কোচবিহার শহর। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9641291463. (C/114652)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", B.Sc., B.Ed., ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9475104668. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 53+, বিধবা, জব করে, এক মেয়েও জব করে। বিপত্নীক/ডিভোর্সি, ভালো মানুষ, ব্যবসা/চাকরি, ভদ্র, শিক্ষিত, 55+ পাত্র চাই। উঃ বঙ্গের মধ্যে। মোঃ 9563633029. (C/115624)

■ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, কায়স্থ, 35/5'-9", M.A., B.Ed., উপযুক্ত 38 মধ্যে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 8250470063. (B/S)

■ কায়স্থ, 30/4'-10", M.A., B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কোচবিহার নিবাসী। উচ্চশিক্ষিত, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই।(M) 9475420292, 6294385034. (C/114654)

■ দমদম নিবাসী, পূঃ বঃ কায়স্থ, 28, ফর্সা, সুশ্রী, 4'-11", M.A. (Eng.), D.El.Ed., সংস্কৃতিমনস্কা, চাকরিমনস্কা (শিক্ষিকা) পাত্রীর নেশাহীন, দাবিহীন, সঃ চাকুরে সৎ পাত্র চাই। 9831752128. (C/115629)

■ পাত্রী কায়স্থ, নরগণ, B.A. Pass, 43+/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, পাত্রীর নিজের নামে বাড়ি আছে। পিতা Ex. Group-A Officer, উচ্চ সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9832331528. (C/114655)

■ ব্রাহ্মণ, কোচবিহার, 34+/5'-2", সুন্দরী, M.A., B.Ed., সংগীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9474629159, 8016671401. (C/115631)

■ তিলি কুণ্ডু, 26+/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকার জন্য ভদ্র পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী (স্থায়ী) পাত্র চাই। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। Mob : 8597635530. (C/114769)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 30/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., Central Bank-এ কর্মরতা (শিলিগুড়ি), (Faculty of R.S. ETI), এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ/বেঃ পাত্র চাই, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 7319141867. (C/115634)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ডিভোর্সি, 26/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, ইস্যুহীন যোগ্য, ভদ্র পাত্র কাম্য। 7407777995. (C/115243)

■ Gener., 26/5'-3", M.Sc., সঃ চাকরিজীবী, ভদ্র, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 7003763286. (C/115243)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের ঘরের কাজ জানা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9432076030. (C/115243)

■ মাথাভাঙ্গা নিবাসী, নমশূদ্র, ২৮/৫'-২", M.A., D.El.Ed., BLIS, পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী, নমশূদ্র পাত্র চাই। (M) 7479165780. (C/115243)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স ২৮, সরকারি স্কুল শিক্ষিকা কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/115243)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৭, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/115243)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৪, রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরতা, পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/115243)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩১, প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/115243)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, MBBS, MD, পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/115243)

■ পাত্রী 27/5'-2", M.A., B.Ed., কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9609770669. (C/115630)

■ পাল, ৩১/৫'-২", BCA/MBA, দেবগণ, রক্ত O+, ফর্সা, গঙ্গারামপুর নিবাসী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9775941756. (C/115642)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, বয়স ২৮, লম্বা ৫ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, M.Sc. মাইক্রোবায়োলজি, পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি, আলিপুর, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, নিকটবর্তী জেলার সুযোগ্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র আবশ্যক কাম্য। যোগাযোগ-9932372540, 8116981668. (K)

■ পাত্রী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, 32+/5'-7", M.A., B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। ফোন-9907568652. (C/115245)

■ দাসগুপ্ত, বৈদ্য, 33+, শ্যামবর্ণা, বিএ (অনার্স), D.El.Ed. (পাশ), উপযুক্ত পাত্র কাম্য, রায়গঞ্জ। Ph : 8972155326. (C/115640)

■ পাত্রী কায়স্থ, 35/5'5", ইনফোসিসে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ব্যাঙ্গালোর)। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। M - 8050786252 (M - 112691)

পাত্র চাই

■ SC, Namasudra, 27/5' MA (Edu) Honours. সুশ্রী, পিতা- Retd. Bank Manager, নেশাহীন, MNC/সঃচাঃ/কেঃসঃচা অনূর্ধ্ব 33 পাত্র চাই। 8250217687 (M - MM)

■ কায়স্থ, 24/5'2", B.Sc (Hons) DLED প্রশিক্ষণরত ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। মোঃ নং - 9474196632 (M - 115309)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech., সরকারি চাকরিজীবী (PWD), গান জানে। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/115243)

■ মালদা গাজোল নিবাসী (অরুনাচল প্রদেশে কর্মরত সাঃচা) 33/5'10" পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, M - 6289078487 (M - 114050)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'3", M.A, B.Ed রানিং ঘরোয়া পাত্রীর উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 7908945758, 8942074881 (M - 115309)

■ মালদা, মাহিষ্য দাস বয়স-২৮+, ৫'৫" ফর্সা B.Sc, D.L.Ed পাত্রীর ৩৩ অনূর্ধ্ব চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। 9434371642 (M - 115307)

■ মালদা শহরের ব্রাহ্মণ সুশ্রী ৫'২" MA Eng B.Ed ২৭ বছর সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ সরকারি চাকুরে রুচিশীল নেশাহীন পাত্র চাই। M - 9933375120 সন্ধ্যা 7-9 (M - 114048)

■ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিরতা মালদা নিবাসী পাত্রী। শিক্ষা-বি ফার্ম। বয়স ২৮+/৪'১১"। রং মাঝারি। হিন্দু বাঙালি। তপশিলি উপজাতি, সাঁওতাল, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ - দাদা- ৮২৯৫০৮৭৭৩৩ (বিকেল পাঁচটার পরে)/ মা- ৭৭৯৭০৮১৩৩৭ (M - 115308)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 30/5'-5", নরগণ, সৌকালীন গোত্র, B.Tech. (Civil), MBA (CPM), শিলিগুড়ি নিবাসী, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য (অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন)। 9434012555. (C/115625)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩৮, ডিভোর্সি, বেঃ সঃ ব্যাংকে কর্মরত। মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7098381711. (C/115623)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 43/5'-7", M.A., সুদর্শন, কনট্রাক্টর, Retired বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র, দাবিহীন। শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9434687540, 9330520720. (U/D)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাল, 29 বছর বয়সি, 5'-6", B.Tech. (E), B.Pharm., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Ph : 9064544616. (C/115620)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/114448)

■ তিলি কুণ্ডু, শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-8", H.S., ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9933537686. (C/115622)

■ কায়স্থ, ৩৪+/৫'-৬", এমএ, একমাত্র সন্তান, স্থায়ী সরকারি কর্মী, ফর্সা, M.A./M.Sc., কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9332669115. (C/113438)

■ বারুজীবী, 38+, M.A., B.Ed., 5'-7", Private Job পাত্রের 30-এর মধ্যে সুশ্রী (জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য) পাত্রী কাম্য। (M) 9832336756. (C/114768)

■ সরকারি কর্মী (38), পাত্রী চাই। মা পেনশনার, Caste no bar, ঘরোয়া পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 7029258952. (S/C)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৬, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/115243)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, MBA, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/115243)

■ পাত্রী চাই। Age 35, B.Tech., TCS Kolkata. Home-Siliguri, প্রকৃত সুন্দরী বিবেচ্য, দেবারি নয়, হাইট 5'-3"/5'-4". Mob : 9093083563. (K)

■ কুম্ভকার পাল, 33/5'-6", নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ডিভোর্সি (ইস্যুলেস)/অবিবাহিতা পাত্রী চাই। পাত্র IIT-তে Ph.D. (Civil Engg.) গবেষণারত। (M) 9734928345. (C/115638)

পাত্রী চাই

■ Kundu, 5'-11"/30, B.Tech., Hardware ব্যবসা, 5'-3" উপরে ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9046851312. (K)

■ মোদক, ৩৩+, গ্রামে বাড়ি, র‍্যাশন দোকানে কাজ করে। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9434188148. (C/115246)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, রাক্ষসগণ, কাশ্যপ গোত্র, H.S., 31/5'-6", জাহাজে কর্মরত। কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, আলিপুর অগ্রগণ্য। মোঃ 9832529292. (D/S)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 36 yrs, (DOB : 02.09.1988), 5'-5", কায়স্থ, LLM, Business (Corp.) Law, পড়াশোনা ইংরেজিমাধ্যম, বর্তমানে বাড়ি হইতে বিখ্যাত বহুজাতিক সংস্থায় (MNC) কর্মরত পাত্রের জন্য ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা স্নাতক (H) সহ স্নাতকোত্তর পাত্রী চাই। রাশি, গণ, কুষ্ঠীর প্রয়োজন নাই। (M) 9614582750, W/A : 9434490270. (C/114767)

■ কায়স্থ, 41/5', High, School শিক্ষক, বাবা-মা (Late প্রাঃ শিক্ষক), স্বগোত্রীয় পাত্রী কাম্য। 9832601755. (C/114771)

■ কায়স্থ, 31/5'10" ইঞ্জিনীয়ার, MNCতে কর্মরত। ফর্সা, লম্বা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Mob - 9002026302 (M - 115309)

■ বৈশ্য সাহা মালদা 31/5'7" B.E, M.S. (USA) Soft Engr. MNC(USA) কর্মরত। শীঘ্রই দেশে ফিরবে। একমাত্র সন্তান। সঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M/WA- 9614935794 (M - E.D)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩২, M.Tech., কলকাতা MNC-তে কর্মরত। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115243)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, MD, গভঃ মেডিকেল অফিসার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/115243)

■ SC, 30/5'-8", B.Tech., Central Govt.-এ Group-A পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9593965652. (C/115243)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 35/5'-8", ডিভোর্সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8637033190. (C/115243)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩১, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা, মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115243)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/115243)

জীবিত মেয়ের শ্রাদ্ধ

চোপড়া, ১৫ মার্চ : কথায় বলে বাস্তব আর রুপোলি পর্দার কাহিনী এক হয় না। কিন্তু চোপড়ায় শনিবার যে ঘটনা ঘটল, তা যেন সিনেমাকেও হার মানায়। সনম তেরি কসম সিনেমাটার কথা মনে আছে? সেখানে বাড়ির অমতে এক তরুণের প্রেমে পড়েছিল শান্তশিষ্ট লাইব্রেরিয়ান সরস্বতী। তাকে বিয়েও করেছিল সে। মেয়ের এই কাজ মেনে নিতে না পেরে সরস্বতীর বাবা জয়রাম নিজের হাতে জীবন্ত মেয়ের শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। কারণ পছন্দের পুরুষকে বিয়ে করার পর নিজের মেয়ে তাঁর কাছে এমনিতেই যেন মৃত।

ঠিক সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিবারের অমতে বিয়ে করেছিলেন এক তরুণী। সেই বিয়ে মেনে নিতে না পেরে রীতিমতো আয়োজন করে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন বাড়ির লোকজন।

পছন্দের পুরুষের হাত ধরে সংসার পাততে চেয়েছিলেন সেই তরুণী। সেজন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে সেখানেই শেষ নয়। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, মেয়ে পরিবারের অমতে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করায় তাঁরা গভীরভাবে মর্মাহিত হয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন মেয়ে পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। সেই তরুণীর আত্মীয়-পরিজনও নাকি এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারছেন না। তাই মেয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতেই এই শ্রাদ্ধের আয়োজন।

অমতে বিয়ের জের

তরুণী কলেজের পড়ুয়া। তাঁর বাবা কৃষিজীবী। আর তাঁর প্রেমিক স্থানীয় এক ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। কলেজের পড়াশোনার পাঠ সাঙ্গ করেছেন তিনি। খুব বেশিদিন হয়নি। চলতি মাসের ৮ তারিখের কথা। প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছাড়েন সেই তরুণী। তারপর ৯ মার্চ চোপড়া থানায় একটি অপহরণের মামলা দায়ের করে মেয়েটির পরিবার। পুলিশ দুজনকে আটক করে নিয়ে আসে রায়গঞ্জ থেকে। মামলা আদালতে ওঠে। কিন্তু ধোপে টেকেনি। কারণ আদালতে মেয়েটি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তিনি সাবালিকা। আর স্বেচ্ছায় সেই তরুণের সঙ্গে গিয়েছেন। এদিকে, ছেলেটির বাড়ি থেকে কিন্তু প্রাথমিক আপত্তির পর সম্পর্ক মেনে নিয়েছে।

তরুণীর বাড়িতে ঠিক উলটো চিত্র। মেয়ের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে এদিন রীতিমতো পুরোহিত ডেকে নিয়ম মেনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীর পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনদের আমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এদিন প্রায় ১০০ জন লোক দিব্যি পাত পেড়ে খেয়েছেন সেই জীবন্ত তরুণীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে।

প্রতিবেশীরা, যাঁরা নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁরাও মেয়েটির সম্পর্ক মানছেন না। বলছেন, এটা নাকি একটা শিক্ষণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে গ্রামের উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদের কাছে। চোপড়ার ঘটনায় সেই সিনেমার মতো হ্যাপি এন্ডিং হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর এখানেই বোধহয় বাস্তব জীবন আর রূপোলি পর্দা আলাদা হয়ে যায়।

অধ্যাপকের উপর ক্ষুব্ধ ওয়েবকুপা

রায়গঞ্জ, ১৫ মার্চ : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের জেরে প্রায় তিনমাস ধরে ক্যাম্পাসে আসছিলেন না উপাচার্য দীপককুমার রায়। গত ১৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হতেই উপাচার্য দুই দফায় ক্যাম্পাসে আসেন। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ওয়েবকুপার রাজ্য নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির পাশেই দাঁড়ালেন।

ওয়েবকুপার রাজ্য সহ সভাপতি সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের ইউনিট সভাপতি নির্ঝর সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য পিনাকী রায় এবং আরও দুইজন ছাড়া কেউ বিবৃতি দিতে পারবেন না। ওখানে বেশ কিছু লোক আছেন যাঁরা পক্ষান্তরে উপাচার্যের হাতকে শক্ত করছেন। আমরা এ ব্যাপারে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেব।' তিনি আরও জানান, 'উপাচার্যকে নিয়ে যে অধ্যাপক তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সদস্যদের বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন তিনি সংগঠনের সদস্য কি না জানা নেই। যতদূর জানি তিনি গত ১ মার্চ যাদবপুরে এজিএমে আসেননি। বহিষ্কারের ব্যাপারে পরবর্তী মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে। ওই অধ্যাপক তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সদস্যদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে কেউ সহমত নন।'

কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক অশোক দাস ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার জন্য তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির কয়েকজন নেতৃত্বকে দায়ী করেছিলেন। তিনি ওয়েবকুপার সদস্য। ওই অধ্যাপক আরও অভিযোগ করেন, 'কিছু কর্মী আছেন যারা আমাদের সংগঠনকে সামনে রেখে এই আন্দোলন করছে।' অধ্যাপকের এই বিবৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের কানে পৌঁছোতেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। ওয়েবকুপার ইউনিট সভাপতি নির্ঝর সরকার বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ পেলেই আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানাব।'

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাসের দাবি, 'কে কোন সংগঠন করেন সেটা বড় বিষয় নয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক সেটাই আমরা চাইছি।'

বালুরঘাটে রং মেখে খুদেদের সঙ্গে সেলফি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। শনিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

জমিতে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি

বৌদ্ধ ইতিহাসের সাক্ষী বলে দাবি

হরষিত সিংহ

হবিবপুর, ১৫ মার্চ : যন্ত্রের সাহায্যে চাষের জমির মাটি সমান করতে গিয়ে উঠে আসল প্রাচীন মূর্তি। কালো পাথরের মূর্তিটি উদ্ধারের পর থেকেই এলাকায় ধর্মপ্রাণ মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে। স্থানীয়রা মূর্তিটি পুজো শুরু করে দেন। ইতিহাসবিদরা মূর্তিটি দেখে পরীক্ষানিরীক্ষা করে জানান, উদ্ধার হওয়া মূর্তিটি প্রাচীন বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর দেবতার মূর্তি। এটি সম্ভবত পাল যুগের শেষের দিকে তৈরি হয়েছিল। হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের শ্রীকেষ্টপুর গ্রামে উদ্ধার হয় মূর্তিটি। স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা মূর্তিটিকে ঘিরে রাখলেও পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসন সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনের হেপাজতে রয়েছে উদ্ধার হওয়া প্রাচীন মূর্তিটি।

গ্রামের বাসিন্দা সরেস কিস্কুর দাবি, 'যন্ত্র দিয়ে চাষের জমির মাটি সমান করা হচ্ছিল। সেইসময় প্রাচীন মূর্তি ও কিছু পাথর উদ্ধার হয়। ওই গাড়ির চালক মূর্তি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। আমরা বাধা দিই। তারপর গ্রামে রাখা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ সেটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।'

বৌদ্ধদের দেবতাদের মধ্যে অন্যতম অবলোকিতেশ্বর। বর্তমানে যে স্থানে মূর্তিটি উদ্ধার হয়েছে, তার কয়েক কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে তা হবিবপুর ব্লকের জগজীবনপুর গ্রামে অবস্থিত। চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে এই সময়ের জনবসতির ধ্বংসাবশেষ। মূর্তি উদ্ধার থেকে তারই প্রমাণ মেলে। শুধুমাত্র মূর্তিটি নয়, আশেপাশে ইটের টুকরো, পাথর উদ্ধার হয়েছে। এই থেকে ইতিহাসবিদের ধারণা, এখানে জনবসতির পাশাপাশি মন্দির ছিল। অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধদের করুণার দেবতা হিসাবে পরিচিত।

পুরাতত্ত্ব গবেষক সুরজিৎ দাসের মতে, 'এই মূর্তিটি দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। যার সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল তিনি একমুখ ও দ্বিভুজ বিশিষ্ট। তাঁর জটা মুকুটে অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তি। তিনি একটি পদ্মাসনের ওপর দণ্ডায়মান। অবলোকিতেশ্বর কালো পাথরের খোদাই করা মূর্তিটি সামান্য নমনীয়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁর ডান দিকে সুদানকুমার এবং বাঁ দিকে হায়গ্রীব এই দুই সহকারী মূর্তির সঙ্গে উপস্থিত আছেন। ডান হাতটি ভাঙা। মনে হয় তাঁর ডান হাত বরদ মুদ্রার ভঙ্গিতে রয়েছে। তাঁর বাম হাতটি ভাঙা তাই বোঝা যাচ্ছে না।'

এদিন তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'তবে অনুমান করা হয় যে বাঁ হাতে একটি পদ্মের ডাঁটা ধারণ করেছেন। তাঁর মাথায় জটা মুকুটে ধ্যানী বুদ্ধ রয়েছেন। যা এই মূর্তির বৈশিষ্ট্যকে আরও সুস্পষ্ট করেছে।'

এদিন জমি থেকে এমন মূর্তি উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সনমুনি হাঁসদা বলেন, 'গ্রামে গত দুইদিন আগে একটি প্রাচীন পাথরের মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। প্রথমে যে ব্যক্তির জমি থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাঁর বাড়িতে সেটিকে রাখা হয়েছিল। শুনলাম পরবর্তীতে প্রশাসন সেই মূর্তিটি নিয়ে গিয়েছে।'

ইতিহাসের সমৃদ্ধ জেলা হিসাবে পরিচিত মালদা। এই জেলার গৌড় সহ বিস্তীর্ণ এলাকা সহ জেলার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা ধ্বংসাবশেষ। মাঝেমধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পুকুর বা মাটি খনন করার সময় বহু প্রাচীন মুদ্রা থেকে মূর্তি উদ্ধার হয়।

এই বিষয়ে স্থানীয় স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তপন সিংহ বলেন, 'প্রশাসনের উচিত এই সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষণ করে রাখা। এতে করে প্রাচীন ইতিহাস সংরক্ষিত হয়ে থাকবে।'

Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology(CIPET-CSTS), Haldia
(Dept.of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt.of India)
City Centre, P.O. Debhog, Haldia, Dist. Purba Medinipur, West Bengal-721 657
Email: haldia@cipet.gov.in / ltc-haldia@cipet.gov.in

AICTE APPROVED

CIPET ADMISSION TEST (CAT)-2025

EXCELLENT PLACEMENT RECORD

Apply Online: https://cipet25.onlineregistrationform.org/CIPET/

Sl. No.	Name of Course	Course Duration	Entry Qualification
1	Diploma in Plastics Mould Technology (DPMT)	3 Years	10th Std. (Passed/Appeared)
2	Diploma in Plastics Technology (DPT)	3 Years	10th Std. (Passed/Appeared)
3	Post Graduate Diploma in Plastics Processing & Testing (PGD-PPT)	2 Years	3 Years Degree in Science (Passed/Appeared)
4	Post Diploma in Plastics Mould Design with CAD/CAM (PD-PMD with CAD/CAM)	1.5 years	Diploma in Mechanical/ Plastics/ Polymer/ Tool/ Tool & Die Making/ Production/ Mechatronics/ Automobile/ Petrochemicals/ Industrial/ Instrumentation Engg./ Technology or DPMT/ DPT or Equivalent.

Important Dates	
Last date of Online Application	29.05.2025
Date of CIPET Admission Test all over India	08.06.2025
Commencement of courses	14.07.2025

-:CALL FOR ADMISSION:-
9002132328, 9749042189, 8777857096, 9836628455, 8917243435
ltc-haldia@cipet.gov.in
www.cipet.gov.in

For Admission →

Direct Admission in Second Year (Lateral Entry) **contact over phone (Limited Seat)

Sl. No.	Name of Course	Course Duration	Entry Qualification
1	Diploma in Plastics Mould Technology (DPMT)	2 Years	10+2 passed (Physics, Mathematics, Chemistry). OR 10+2 ITI passed (in any discipline). OR 10+2 Vocational passed (Physics, Mathematics, Chemistry).
2	Diploma in Plastics Technology (DPT)		

অবশেষে ফিরলেন শ্যামল

বিনা দোষে সাজাপ্রাপ্তের মুক্তি

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১৫ মার্চ : সময়টা ২০১৯ সাল। হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন দিনহাটা মহকুমার নিগমনগরের বাসিন্দা মানসিক ভারসাম্যহীন শ্যামলচন্দ্র পাল। অনেক খোঁজাখুঁজি পর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলে তাঁর সন্ধান দিতে পারেনি পুলিশও। অবশেষে ২০২২ সালে বহরমপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে যখন তাঁর খোঁজ মিলল, আশ্চর্যজনকভাবে তখন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তকমায় সাজা খাটছেন তিনি। নিগমনগরের শ্যামলচন্দ্র পাল পুলিশের খাতায় হয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার বাসিন্দা হরিলালচন্দ্র পাল। উর্দিধারীদের ভুলে ও পুলিশের সাজানো কেসের ভিত্তিতে বিনা দোষেই জেল খেটেছেন তিনি।

দীর্ঘ আইনি লড়াই ও জটিলতা কাটিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশে বিনা শর্তে মুক্তি পেয়ে শুক্রবার শ্যামল বাড়ি ফিরেছেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের পাঁচ বছরেরও বেশি সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে গারদের অন্ধকারে। এদিন বেলা ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরতেই এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। আত্মীয়-প্রতিবেশীরা ভিড় করেন তাঁর বাড়িতে। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতেও দেখা যায় অনেককে। যদিও তাঁর স্ত্রী চায়না কুণ্ডু পালের মন্তব্য, 'আইনি মারপ্যাঁচে পড়তে চাই না। স্বামী ফিরেছেন এতেই শান্তি।'

দীর্ঘদিন বহরমপুরের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মানসিক হাসপাতালে থাকলেও শ্যামলের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। পরিবারের কয়েকজনকে চিনতে পারলেও কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না তিনি। এমনকি বারবার বাংলাদেশ ও হরিলালচন্দ্র পাল আওড়াতেও শোনা যায় তাঁকে। স্ত্রীর মন্তব্য, 'ওঁকে বাড়িতে ফেরাতে পেরে ভালো লাগছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। বহরমপুর জেলে সেরকম চিকিৎসা তো হয়ইনি, বরং বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে শুনলাম। চিকিৎসায় সাহায্য পেলে দ্রুত সুস্থ করতে পারব।'

মানসিকভাবে সামান্য ভারসাম্যহীন শ্যামলের পৈতৃক ভিটা মাথাভাঙ্গায়। তবে তিনি নিগমনগর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতেই স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে থাকতেন। কিন্তু মাথাভাঙ্গাতেও তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ২০১৯ সাল নাগাদ হঠাৎই মাথাভাঙ্গা থেকে উধাও

হয়ে যান তিনি। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও খোঁজ না পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় ডায়েরি করেন শ্যামলের মা মায়ারানি পাল। লাভ হয়নি। এরপর ২০২২ সালে হঠাৎই বহরমপুর সংশোধনাগারে কর্মরত নিগমনগরের এক কর্মীর নজরে পড়েন শ্যামল। খবর আসে পরিবারের কাছে। দ্রুত বহরমপুর পৌঁছে যায় পরিবার। খোঁজখবর নিতেই জানা যায়, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানা এলাকায় গ্রেপ্তার হয়ে শ্যামল ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে জেলে আছেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। এরপরই আইনি সহায়তা নেয় পরিবার। দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও লড়াইয়ের পর অবশেষে সম্প্রতি শ্যামলকে নিঃশর্ত মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এরপরই বহরমপুরে রওনা হন শ্যামলের স্ত্রী, পুত্র ও জামাই। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে ফেরেন তাঁরা। বাড়িতে সবটা চিনতে না পারলেও অনেককেই চিনেছেন তিনি। তাঁর চোখেমুখেও ছিল প্রশান্তি। যা দেখে পরিজন ও পড়শিদের অনেকের চোখেও দেখা যায় আনন্দের অশ্রু।

গোরু-গন্ডারে ভাব গোঠের মাঠে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : এ অনেকটা বাঘে-হরিণে এক ঘাটে জল খাওয়ার মতোই ব্যাপার। এখানে বাঘ হল গন্ডার। আর হরিণ হল গোরু-মোষ। সাধারণত এই দুই পক্ষের মধ্যে বৈরিতা দেখা যায়। গোরু-মোষ দেখলে অনেকসময়ই আক্রমণ করে বসে গন্ডার। যে কারণে গোরু-মোষ গন্ডারের ধারেকাছে ঘেঁষে না। কিন্তু, ঠিক এর উলটো চিত্র দেখা যায় নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের হাতি লাইনের গোঠের মাঠে। এই মাঠে গোরু-মোষ-গন্ডার একসঙ্গে খুনশুটি করে, ঘুমিয়ে থাকে।

সম্প্রতি বামনডাঙ্গার গোঠের মাঠে ঢুকে পড়ে গন্ডার। পাশেই চরছে গোরু।

তাজ্জব হওয়ার মতোই ব্যাপার। তবে স্থানীয় গোপালক তথা দুধের কারবারিরা এই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। তাঁরা নিজেদের পোষ্যদের নিয়ে চিন্তায় থাকেন না। কারণ, তাঁরা জানেন গন্ডার ওদের ক্ষতি করবে না।

গোঠ এলাকায় মানুষের বসতি নেই। ফাঁকা জায়গা বলে বামনডাঙ্গা চা বাগানের অনেক বাসিন্দাই গোঠে দীর্ঘ বছর ধরে গোরু, মোষ প্রতিপালন করছেন। চা বাগানের কাজে যুক্ত স্থানীয় অনেকেই গোরু-মোষ পালন করেন এই এলাকায়। তাঁদেরই একজন বীরেন ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের এই গোঠের মাঠে কয়েক হাজার গোরু-মোষ চরে বেড়ায়। সবুজ ঘাস খায়। এই ঘাস খেতেই গরুমারা ও নাথুয়ার দিক থেকে মাঝেমধ্যে গন্ডার চলে আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত গোরু-মোষের কোনও ক্ষতি করেনি গন্ডার। এমনকি রাতেও গন্ডার এই মাঠে গোরু-মোষের সঙ্গেই ঘুমায়।' তবে, একটি সমস্যাও আছে। কীরকম? গোপালক মিরেন বরার কথায়, 'ভোরের দিকে আমরা দুধ দুইয়ে থাকি। কিন্তু মোষের দলের মধ্যে গন্ডার শুয়ে থাকলে দূর থেকে বোঝা যায় না। বেশিরভাগ সময়ই ভোরের দিকে গন্ডার জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু না গেলে দুধ দোয়ানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন ওদের পটকা ফাটিয়ে তাড়াতে হয়।'

দুধ ব্যবসায়ী সূর্য ওরাওঁ জানালেন, গোঠে প্রতি মাসে একাধিকবার গন্ডার আসে। কারও কোনও ক্ষতি করে না।

> আমাদের এই গোঠের মাঠে কয়েক হাজার গোরু-মোষ চরে বেড়ায়। সবুজ ঘাস খায়। এই ঘাস খেতেই গরুমারা ও নাথুয়ার দিক থেকে মাঝেমধ্যে গন্ডার চলে আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত গোরু-মোষের কোনও ক্ষতি করেনি গন্ডার। এমনকি রাতেও গন্ডার এই মাঠে গোরু-মোষের সঙ্গেই ঘুমায়।
>
> **বীরেন ওরাওঁ** *মোষ পালক*

সম্প্রতি দু'দিনের গন্ডার শুমারি হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের বক্তব্য, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বাইরে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডায়না ও নাথুয়া এলাকায় গন্ডার ঘোরাফেরা করে। তাই গরুমারার পাশাপাশি এই সমস্ত এলাকাতেও শুমারি হয়েছে। তবে গোঠ এলাকায় গন্ডারের চলে আসা বিপজ্জনক নয় বলে তিনি শুনেছেন। বনকর্মীরা যাবতীয় বিষয়ে নজরদারি রাখছেন বলে জানালেন তিনি।

১ কোটির সোনা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : প্রায় ১ কোটির সোনার বিস্কুট সহ এনজেপি স্টেশনে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম দিলবর মিয়াঁ। সে কোচবিহারের গিতালদহের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। অভিযুক্তের থেকে ৯টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার ওজন ১ কেজি ৬৬ গ্রাম, বাজারমূল্য ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার ২৮৮ টাকা। ওই সোনা কোচবিহার থেকে মালদায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলে অভিযুক্ত জেরায় জানিয়েছে। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক দিলবরকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।

অভিযোগ, কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সোনার বিস্কুটগুলি এদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর ট্রেনে সেগুলি মালদায় পাচারের জন্য দিলবরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে গোয়েন্দাদের একটি দল এনজেপি স্টেশনে ওঁত পাতে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতেই ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে গোয়েন্দারা দিলবরকে ধরে ফেলেন।

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 93 nos work as per NIT No-03/OF/HRP/DD/1st Call, Dt- 13.03.2025 Last date of submission- 20.03.2025 upto 14.00 PM Date of opening tender- 20.03.2025 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

পর্যটকদের ঢল নেমেছে। দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় শনিবার।

ছুটিতে ভিড়ে ছয়লাপ পাহাড়

তমালিকা দে

দার্জিলিং, ১৫ মার্চ : গাড়িটা রোহিণী ঢুকতেই আবহওয়া বদলাতে শুরু করেছিল। গায়ে চড়াতে হল হালকা গরম পোশাক। এরপর যত ওপরে উঠল চাকা, কুয়াশা তত ঘিরে ধরতে শুরু করল চারদিক থেকে। হোলির ছুটিতে অনেকেই সপরিবারে সকাল সকাল রওনা দিয়েছিলেন শৈলশহরের উদ্দেশ্যে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন ছাড়া দার্জিলিং যাত্রা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। শনিবার পর্যটকদের নিরাশ হতে হল আবহাওয়ার কারণে। ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ি দিয়ে বুদ্ধ ঘুমোলেন দিনভর।

ছুটি কাটানোর অভিজ্ঞতা অবশ্য সুখকর ছিল না সকলের কাছে। সৌজন্যে, ট্রাফিক জ্যাম। ঘুম পর্যন্ত পরিস্থিতি ঠিকঠাক ছিল। তারপর থেকে গাড়ির চাকা থমকাতে শুরু করল কিছুক্ষণ বাদে বাদে। ঘুম থেকে দার্জিলিং শহরে পৌঁছাতে লেগে গেল একঘণ্টারও বেশি সময়।

মাধ্যমিক শেষে একদল পাহাড়ে ছুটি কাটাচ্ছে, উচ্চমাধ্যমিক শেষে যাবে আরেকদল। দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তের পর্যটক তো রয়েছেনই। তাছাড়া হোলিতে প্রতিবার 'ফ্লাইং টুরিস্ট'-দের ভিড় হয় শৈলশহরে। তবে, এদিনের ছবিটা কল্পনা করতে পারেননি খোদ স্থানীয়রা। দুপুর তিনটে নাগাদ কথা হল সোনাম তামাংয়ের সঙ্গে। ম্যালে চা বিক্রি করেন। ক্রেতাদের সামলাতে সামলাতে বললেন, 'এত লোক হবে ভাবিনি। নয়তো আরও বেশি পরিমাণে চা বানিয়ে আনতাম। এখনও পর্যন্ত দুশো কাপ বিক্রি করেছি। রবিবার ভিড় আরও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।'

ম্যালে তখন রীতিমতো মেলা বসেছে। মঞ্চে নেপালি গান ধরেছে স্থানীয় একটি ব্যান্ড। স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি অস্থায়ীভাবে কয়েকজন চা, কেক, খেলনা, বেলুন ইত্যাদি বিক্রি করছেন। তাঁদেরই একজন বললেন, 'সাধারণত ক্রিসমাসের সময় এমন ভিড় দেখা যায়। বিক্রিবাটা ভালোই হচ্ছে।'

এদিন শিলিগুড়ি সহ সমতলের বিভিন্ন জায়গা এবং দার্জিলিংয়ের আশপাশ থেকে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। অধিকাংশই সকালে এসে ঘোরা-খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধ্যায় বাড়ির পথ ধরেন। বাকিরা রবি কাটিয়ে ফিরবেন সোমবার সকালে। ভাড়া করে আনা বা ব্যক্তিগত গাড়ি রাখার জায়গা হিসেবে বহু পর্যটক বেছে নিয়েছেন সড়কের ধার। তাতেই ট্রাফিক জ্যাম আর ভোগান্তি। একটি পার্কিং জোনে গাড়ি রাখতে গেলে ঘণ্টাপ্রতি খরচ ২০ টাকা। সময় সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। অভিযোগ, তারপর কেউ গাড়ি রাখতে চাইলে 'সারারাত জেগে পাহারা'র অজুহাতে ঘণ্টাপ্রতি ৫০০ টাকা পর্যন্ত চাওয়া হয়েছে।

ভিড়ে কড়া নজর রাখছে পুলিশ-প্রশাসন। ম্যালের আশপাশে প্রায় সবক'টি হোটেল বুকড। কয়েকটিতে 'হাউসফুল' বোর্ড পর্যন্ত টাঙানো হয়েছে। পরিস্থিতি দেখে দর বাড়াচ্ছে দূরের হোটেলগুলো। হোটেল মালিকরা খোলাখুলি তা স্বীকার করেছেন। বলছেন, 'হাতেগোনা কিছু ঘর ফাঁকা। তাই দাম বাড়ছে।' পাহাড়মুখী পর্যটকদের ঢলে চওড়া হাসি ব্যবসায়ীদের মুখে।

আলিপুরদুয়ার থেকে পরিবার নিয়ে এদিন দার্জিলিংয়ে আসেন অমিত মজুমদার। পেশায় স্কুল শিক্ষক অমিতের অভিজ্ঞতা, 'বারোটার সময় এখানে পৌঁছে হোটেল খুঁজতে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় চলে গেল।' একই অবস্থা কলকাতার গড়িয়াহাটের বাসিন্দা অঙ্কিতা সরকারের। বাড়তি টাকা খরচ করেও মনমতো হোটেল পাননি তিনি।

কোথাও কোনও অভিযোগ উঠলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছে পুলিশ। জিটিএ জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মাও জানালেন, পর্যটকদের যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

হোলি স্পেশাল ট্রেন

নিউজ ব্যুরো

১৫ মার্চ : নাহরলগুন ও চার্লাপল্লির মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)। ট্রেনটি তিনটি ট্রিপে ১৫ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

চার্লাপল্লি-নাহরলগুন স্পেশাল ট্রেন প্রত্যেক শনিবার অর্থাৎ ১৫, ২২ ও ২৯ মার্চ সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে চার্লাপল্লি (হায়দরাবাদ) থেকে রওনা হয়ে সোমবার বিকেল ৪টায় নাহরলগুন (ইটানগর) পৌঁছাবে। একইভাবে, প্রত্যেক মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৮, ২৫ মার্চ ও ১ এপ্রিল দুপুর ১টায় নাহরলগুন থেকে রওনা হয়ে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় চার্লাপল্লি পৌঁছাবে। ট্রেনগুলি হারমতি জংশন, রঙ্গিয়া জংশন, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, খড়্গপুর জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।

মাতৃহারা সংবাদকর্মী

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : মাতৃহারা হলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী মনোজিৎ রায়। মনোজিতের মা তুলসীবালা রায় (৭৫) শুক্রবার বিকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বেশ কিছুদিন ধরে তুলসীদেবী অসুস্থ ছিলেন। মনোজিৎ ফর্কলিফট অপারেটর হিসাবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ছাপাখানায় কর্মরত। মৃত্যুকালে তুলসীদেবী পাঁচ ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে গিয়েছেন।

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No-Din-I P.S./13/24-25, dated-07.03.2025 of the Executive officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme under 15th CFC. Details are shown in www.wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 15.03.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
EK AUR KHAL NAYAK
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

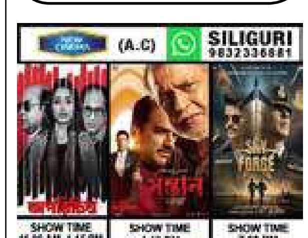

আজ টিভিতে

স্টার জলসা পরিবার আওয়ার্ড ২০২৫ সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ হীরক জয়ন্তী, ১০.০০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ কর্তব্য, সন্ধে ৭.৩০ প্রতিবাদ, রাত ১০.৩০ লে হালুয়া লে, ১.০০ শত্রু ধ্বংস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ ধর্মযুদ্ধ, বিকেল ৩.২৫ জামাই ৪২০, সন্ধে ৬.২০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.৩০ ফাটাফাটি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ গেম, বিকেল ৩.০০ অভিমান, সন্ধে ৬.০০ জীবন যুদ্ধ, রাত ১০.০০ একান্ত আপন, ১২.৩০ বৌদি ক্যান্টিন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসারের ইতিকথা, সন্ধে ৭.৩০ স্বামীর দেওয়া সিঁদুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাটের গুরু, রাত ৯.০০ ইন্দ্রজিৎ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমানিশা

জি সিনেমা : সকাল ৯.২৩ খট্টা মিঠা, দুপুর ১২.২৭ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.২৭ জওয়ান, রাত ৮.০০ গদর-টু

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.২৮ সাথী, বিকেল ৪.৩০ দ্য ডন, সন্ধে ৭.৩০ আদমি, রাত ১০.৩২ শের কা শিকার

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩২ মণিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, দুপুর ১.৫৯ পিপা, সন্ধে ৬.৩৪ রানওয়ে ৩৪, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ রশমি রকেট

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ২.১৫ অফলাতুন, বিকেল ৪.২৫ ঢিসুম, সন্ধে ৬.৪৫ শবানা, রাত ৯.০০ হম দো হমারে দো, ১১.১৫ রাত গয়ি বাত গয়ি

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.২২ সিক্স ডেজ সেভেন নাইটস, বিকেল ৩.৫১ হোয়াটস ইওর নম্বর?, সন্ধে ৭.১৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, রাত ৯.০০ দ্য ভাও

ধর্মযুদ্ধ দুপুর ১.০০ জলসা মুভিজ

পিপা দুপুর ১.৫৯ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

হম দো হমারে দো রাত ৯.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

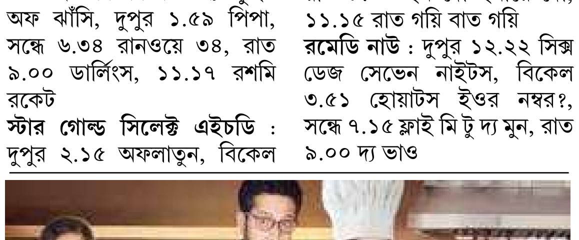

বৌদি ক্যান্টিন রাত ১২.৩০ জি বাংলা সিনেমা

মুড়ির বস্তার আড়ালে গোরু পাচার

ট্রাকের ভেতরে বাঙ্কার বানিয়ে হচ্ছিল গোরু পাচার। খড়িবাড়িতে।

খড়িবাড়ি, ১৫ মার্চ : মুড়ির বস্তার আড়ালে ট্রাকে বাংকার বানিয়ে গোরু পাচারের ছক খড়িবাড়ি পুলিশ বানচাল করল। বাংলাদেশে পাচারের আগে পুলিশ ২৪টি গোরু উদ্ধার করেছে। ট্রাকচালক আবদুল আলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সে অসমের বাসিন্দা। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'গোরুগুলি গোপন চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোনও কাগজপত্র ছিল না। শুক্রবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছেন। চক্রের পান্ডাদের খোঁজ চলছে।'

শুক্রবার ভোরে বাংলা-বিহার সীমানার চক্করমারিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিশ একটি সন্দেহজনক ট্রাক আটক করে। তল্লাশি চালাতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। ট্রাকটি বাইরে থেকে দেখতে সাধারণ মনে হলেও, ভেতরে অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল। মুড়ির বস্তার আড়ালে লোহার বাংকার বানিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ চেম্বার। সেখানে ২৪টি গোরু লুকোনো ছিল। দক্ষিণী সিনেমা 'পুষ্পা'র চোরাচালানের ধাঁচে তৈরি বাংকার দেখে পুলিশকর্মীরা হতবাক হয়ে যান। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, গোরুগুলি বিহার থেকে লুকিয়ে অসম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল। পুলিশ চক্রের মূল পান্ডাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। শুক্রবার বিকেলে ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদলতে তোলা হয়েছে।

শিক্ষা

■ ছাত্রছাত্রীদের নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখাতে ফ্রি কোটিং। একটি বই ১৫০/- কিনতে হবে। (M) 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/115243)

আইন/আদালত

■ ব্যাংকের কেসে বাড়ি/দোকান দখলনিলাম হলে সঠিক আইনি পথে সমাধান নিন। এছাড়া সিভিল/ক্রিমিন্যাল/অন্যান্য কেসেও সমাধান করা হয়। (M) 9641927520. (C/115641)

ভাড়া

■ সুভাষপল্লিতে বড় রাস্তার ধারে গ্যারাজ সমেত 2 BHK ফ্ল্যাট (G.F.) শীঘ্রই ভাড়া দেওয়া হবে। (M) 8167694813. (C/114656)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা হিসেবে বাড়ি থেকে পার্টটাইম আয়ের সুযোগ। হোয়াটসঅ্যাপ-9433766101. (K)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/115246)

বিক্রয়

■ 2nd Hand Flat for sale, 925 sq.ft., 1st Floor, South Face, main road side, Dabgram, W.No.-23, Siliguri. Contact No. 9531558336, 9531558334. No. broker. (C/115612)

■ 850 sq.ft. 2BHK 2nd Fl. & covered garage for sale near Siliguri Hati More. 9749308062, 8918793788. (C/115609)

BOLERO ON SALE
BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. CON: 9678072087

■ জলপাইগুড়ি আনন্দপাড়ায় সোয়া তিন কাঠা জমি, অর্ধসমাপ্ত বাড়ি সহ বিক্রয় হইবে। Ph. 8348955515. (C/114764)

■ সেবাগ্রামে জলঃ-শিলিঃ, রাস্তার ধারে 5 কাঠার উপরে একতলা বাড়ি বিক্রয়। 9733331252. (C/114772)

■ মালবাজারে কৃষি অফিসের পিছনে ৫ কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ করুন-৯৫৯৩৬৬৭৭২৯. (C/115617)

■ কোচবিহার শহরে বিশ্বসিংহ রোডে নতুন বাজারে 50 ফুট গলির ভিতরে ৩টা ঘর, পায়খানা, বাথরুম সমেত এককাঠা জমি বিক্রি হবে। (M) 8967863459. (C/114653)

বিক্রয়

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/115242)

কর্মখালি

■ খুচরা ওষুধের দোকানে ছেলে চাই (শিলিগুড়ির মধ্যে)। (M) 8509075579. (C/115618)

■ স্ক্র্যাবার প্যাডের সেলসম্যান চাই, না টার্গেট, না ফুলটাইম। কিনুন-বেচুন, নিজেই করুন। মোঃ ৮০১৬৩২১২০৬, শিলিগুড়ি। (C/115632)

■ চানাচুর ফ্যাক্টরিতে মটর প্যাকিংয়ের জন্য (কনট্রাক্টচুয়াল) মহিলাদের প্রয়োজন। স্থান-পশ্চিম ভক্তিনগর, নিয়ার বিবাদি সংঘ ক্লাব, শিলিগুড়ি। (M) 9733303451. (C/115234)

■ মুদিখানা দোকানের কাজ জানা একজন সৎ ও কর্মঠ স্টাফ এবং Sales-এ কাজ জানা একজন কর্মী চাই। সাক্ষাতে বেতন ঠিক হবে। ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি। (M) 9641186268. (C/115633)

■ জলপাইগুড়ি শহরে একজন মহিলার ২৪ ঘণ্টা গৃহস্থালি কাজের জন্য পিছুটানহীন মধ্যবয়সি মহিলা চাই। বেতন-6500/-. M.No. 9832078318. (C/114770)

■ Factory Incharge wanted in Siliguri and Godown Staff also wanted. Call : 9800882603. (C/115244)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির কাজের মহিলা ও বাড়ির গাড়ির চালক (স্বামী ও স্ত্রী) চাই। বেতন সাক্ষাতে। (M) 7797712353. (C/115245)

■ Need Accountant for C K Sah & Co., B.Com., 3-5 years experience, salary-8000/- to 20000/-. New hasimara, near Gramin Bank. Contact : 9681883727. (C/115245)

■ শিলিগুড়িতে ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা লোক চাই। সত্বর যোগাযোগ। Ph : 7908307159. (C/115247)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/115247)

■ বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক OTC Co.-তে 2 বৎসর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ASM/SO সত্বর প্রয়োজন। (M) 9147399930. (K)

REQUIRE

Applications are invited for the post of Assistant Professor from eligible candidates in Political Science, English, Education, Sanskrit and Hindi. Qualification as per NCTE norms. Apply with all testimonial within seven days from the date of publication to the Secretary.

Vidyasagar College of Education, Vill - Rupandighi, P.O. - Phansidewa, Darjeeling 734434
Email-vidyasagarcollegeofedn@rediffmail.com
Phone - 7384857305 / 7001107688

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্লীলতাহানি

নিউটাউন থানায় ঢুকে কর্তব্যরত এক মহিলা সাব-ইনস্পেক্টর সহ তিন মহিলা পুলিশকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে দুই মদ্যপকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

শনিবার সকালে কসবার একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হল বিহারের এক তরুণের দেহ। নাম রাজু প্যাটেল (২৯)। হোলি উপলক্ষ্যে কাকার বাড়িতে এসেছিলেন তিনি।

আত্মঘাতী বধূ

হোলিতে পছন্দের মেহেন্দি হাতে না লাগাতে পেরে অভিমানে আত্মঘাতী হলেন বধূ। নাম পিংকি কুমারী (২৬)। টালা থানা এলাকার ঘটনা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

জখম তিন

শনিবার কলকাতার ইএম বাইপাসে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অ্যাপ ক্যাবে ধাক্কা মারল অপর একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় জখম হন অ্যাপ ক্যাবের তিন যাত্রী।

ফের রদবদলের বার্তা অভিষেকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ মার্চ : এতদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলে সাংগঠনিক রদবদলের সুপারিশ করলেও লাভ কিছু হয়নি। শনিবার দলের প্রায় সাড়ে চার হাজার পদাধিকারী ও নেতাদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলি দেখিয়ে দিলেন। কেন তিনি রদবদল চাইছেন, পরোক্ষে সেটাই যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝাতে চাইলেন। জেলায় জেলায় বিভিন্ন নির্বাচনি কেন্দ্রে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে কীভাবে ভোটে দলের ক্ষতি করছে, বুথ ধরে ধরে অভিষেক তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। এই যুক্তিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নির্মূল করার কথা বললেন।

তবে তিনি চাইলেই যে সাংগঠনিক রদবদল হবে না, সেটা বুঝে রদবদলের সিদ্ধান্ত দলনেত্রীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। নেত্রীর আস্থাভাজন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির হাত ধরেই যে সাংগঠনিক পরিবর্তন হবে, তাও প্রকাশ্যে বললেন অভিষেক। গত ২১ জুলাই দলের শহিদ সমাবেশের মতো সাংগঠনিক রদবদল প্রসঙ্গে চ্যালেঞ্জের পথে এগোলেন না তিনি। শুধু বদলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন।

দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর ও বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির কাছে ডাবগ্রাম ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, মালদা সহ কয়েকটি জেলার দুর্বলতা তুলে ধরলেন। কেন্দ্রবিরোধী প্রচার ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অঙ্গীকারও করলেন অভিষেক।

আবিরে রাঙা...

রং খেলায় মাতোয়ারা হাওড়ার ঘুসুড়ি এবং নদিয়া। ছবি : আবির চৌধুরী এবং পিটিআই

কাল ফুরফুরা সফরে মমতা

ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যে 'ধর্ম-যুদ্ধ' হতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। উন্নয়ন, মূল্যবৃদ্ধির মতো জ্বলন্ত ইস্যুকে পিছনে ফেলে এবারের বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ধর্ম প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েকদিন আগেই ফুরফুরা শরিফের মেলার খরচ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি অভিযোগ তুলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখেও তাঁর দাবি ছিল, স্নেহাশিসকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী করা হলে ফুরফুরার মানুষ ভালো চোখে নেবে না। এই আবহেই সোমবার বিকালে ফুরফুরা যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন তিনি সেখানে ইফতার পার্টিতে যোগ দেবেন। এরপর ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর একান্তে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

চলতি সপ্তাহেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন আইএসএফ বিধায়ক তথা ফুরফুরার অন্যতম পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকী। তখনই নৌশাদকে তিনি ফুরফুরা যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীর ফুরফুরা সফরে নৌশাদের সঙ্গে সেখানে কোনও বৈঠক হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই সংখ্যালঘু ভোটের একটি বড় অংশ তৃণমূলের পক্ষে যাচ্ছে।

> মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুটি কারণে সমর্থন করি। তিনি রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন ও সম্প্রীতির কথা বলেন। তাই স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছি মানেই মমতার প্রতি আস্থাশীল নই, এমনটা নয়।
>
> **ত্বহা সিদ্দিকী**

রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট নিয়ন্ত্রণে যে কয়েকজন পীরজাদার বড় ভূমিকা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ত্বহা সিদ্দিকী অন্যতম। প্রতিবারই নির্বাচনের আগে সব দলই ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে 'সৌজন্যমূলক' সাক্ষাৎ করে। কারণ, রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষের ওপর ফুরফুরা শরিফের বিরাট প্রভাব রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস।

গত বিধানসভা নির্বাচনে ফুরফুরার অপর পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী বা নৌশাদ সিদ্দিকী তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হলেও বা আলাদা দল করলেও তাঁর কাকা ত্বহা কিন্তু তৃণমূলকেই সমর্থনের কথা বলে এসেছিলেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যেভাবে ধর্মীয় তাস খেলছে, তাতে মোকাবিলা করতে গেলে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক যেমন তৃণমূলকে অটুট রাখতে হবে, একইভাবে হিন্দু ভোটও পেতে হবে। তাই দিঘার জগন্নাথ মন্দির, কালীঘাটের স্কাইওয়াক নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রচার চালাচ্ছেন। আবার শুভেন্দুর মন্তব্যের বিরোধিতা করে বিধানসভায় তিনি বলেছেন, 'এই রাজ্যের সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি থাকতে কারও কোনও সমস্যা হতে দেব না।'

ধর্ম নিয়ে যখন যুযুধান দুই রাজনৈতিক দলই চরম সক্রিয়, সেই মুহূর্তেই মুখ্যমন্ত্রীর ফুরফুরা শরিফ সফর ও ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠক যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। স্থানীয় বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও মমতার সম্পর্কে এখনও আস্থাশীল ত্বহা। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুটি কারণে সমর্থন করি। তিনি রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন ও সম্প্রীতির কথা বলেন। তাই স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছি মানেই মমতার প্রতি আস্থাশীল নই, এমনটা নয়।' তবে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'গত ১৪ বছরে বিধায়ক থাকাকালীন আমি ফুরফুরা শরিফেরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। তাই ত্বহা সিদ্দিকীর অভিযোগ ঠিক নয়। আমি ওঁর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব।'

নিয়োগ

কলকাতা, ১৫ মার্চ : 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র নম্বরে আসা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে আইএএস অফিসার দীপঙ্কর মণ্ডলকে দায়িত্ব দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবারই এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

পদ্মে জেলায় ব্যাপক বদল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ মার্চ : বঙ্গ বিজেপিতে বদলের ঝড়। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণকে হাতিয়ার করে রাজ্যে বদলের লক্ষ্যে আবার ঝাঁপাতে চলেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখেই দলীয় সংগঠনে এবার আরএসএস-এর ঝাঁঝ বাড়িয়ে বার্তা দিল বিজেপি। দল বদলের জেরে জলপাইগুড়ি, বসিরহাটের মতো দু-একটি জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এলেও, বিগত দিনের চেয়ে তা খুবই নগণ্য। তবে শুধু পুরোনো মুখ, আদি বিজেপি রসায়নে কি '২৬-শে ভোট বৈতরণি পেরোনো যাবে? গেরুয়া শিবিরের মুখ বদল নিয়ে উঠছে সেই প্রশ্নও।

২১ মার্চ ঘোষণা হতে পারে রাজ্য সভাপতি

প্রথম দফার তালিকায় ১৭ জেলায় সভাপতি বদল করা হয়েছে। বাকি ১৮টি জেলায় ভোটাভুটি এড়িয়ে সভাপতি নির্বাচন এখনই না হলে, নতুন রাজ্য সভাপতি আসার পর, সেখানে সভাপতি নির্বাচন হতে পারে। ৫০ শতাংশের বেশি জেলার সভাপতি নির্বাচন হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে আর বাধা থাকছে না। তার ভিত্তিতেই ২১ মার্চ রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হতে পারে।

দলের জেলা সংগঠনে বদলের অভিমুখ থেকে স্পষ্ট জেলাস্তরে দলের সংগঠনের রাশ যাচ্ছে আদি বিজেপি ও আরএসএস ঘনিষ্ঠদের হাতে। পুরুলিয়ার শংকর মাহাতোর আরএসএস যোগ স্পষ্ট। আসানসোলের দেবতনু ভট্টাচার্য কট্টরপন্থী হিন্দু সংহতির নেতা হিসাবেই গত লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হন। আবার অবিভক্ত তাম্রলিপ্ত জেলা ভাগের পর কাঁথির সোমনাথ রায় ও তমলুকের মলয় সিংহ দুই জেলার প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে। এত বছর পরে তাঁদের আবার জেলা সভাপতির দায়িত্বে ফেরানো হল। কাঁথির জেলা সভাপতি প্রথমে বিজেপি এবং সেই সূত্রে সংঘ ঘনিষ্ঠ। ঠিক তেমনি কোচবিহারের জেলা সভাপতিও। অর্থাৎ এদের নির্বাচনে আদি বিজেপি ফ্যাক্টর কাজ করেছে বলেই দাবি দলের একাংশের। ফলে দু-একজন রথী-মহারথীদের কথা বাদ দিলে বিজেপির সাংগঠনিক পরিবর্তনে দলবদলু তৃণমূলিরা এবার কোণঠাসা হতে চলেছেন।

দলের সাংগঠনিক পরিবর্তনকে সমর্থন করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন অনিবার্য। বেশ কয়েকটি মাপকাঠির ভিত্তিতে এই পরিবর্তন আমরা করেছি। কোনও ক্ষেত্রে সভাপতির ২টি টার্মের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কেউবা বিধায়ক বা সাংসদ হিসাবে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, কারও আবার ৬০ বছর পেরিয়েছে বা দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন। আমরা সক্রিয় কমিটির সক্রিয় নেতা নির্বাচন করতে চাই। সকলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সবচেয়ে যোগ্যকেই আমরা বেছে নিয়েছি।' তবে ঘোষিত তালিকায় এখনও একজনও মহিলা মুখ না থাকায় অস্বস্তি রয়েছে দলে।

পিকে'র বাড়িতে খুন

কলকাতা, ১৫ মার্চ : মদ্যপ অবস্থায় বচসার জেরে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার ও কোচ পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পরিচারককে খুনের অভিযোগ উঠল ওই বাড়িরই গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের জিডি ব্লকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, নেট বন্ধ সাঁইথিয়ায়

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ১৫ মার্চ : দোলপূর্ণিমায় বক্সে ঠাকুরের গান বাজানোকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল সাঁইথিয়া পুরসভার দুটি ওয়ার্ড। ঘটনা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট। ১৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত সাঁইথিয়া পুরসভা সহ পাঁচটি পঞ্চায়েত এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার বিকেলে। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সাঁইথিয়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বড় কালীতলাপাড়ায় বাজছিল বক্স। বড় কালীতলাপাড়ার দাবি, দোলের জন্য যখন ঠাকুরের গান বাজছিল, তখন পাশের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লালদিঘিপাড়ার লোকজন সেই গান বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করায় পুলিশের সামনেই শুরু হয় হাতাহাতি। অভিযোগ, লালদিঘিপাড়ার লোকজন বাঁশ, লাঠি নিয়ে বড় কালীতলাপাড়া লোকজনের উপর আক্রমণ করে। ছয়জনের মাথা ফাটিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্যে চারজন মহিলা। তাঁদের সাঁইথিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত উভয় পক্ষের ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঘটনা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য জেলা প্রশাসনের চিঠি পেয়ে সাঁইথিয়া ব্লকের হাতোড়া, মাঠপলসা, হারিসরা, দেরিয়াপুর এবং ফুলুর পঞ্চায়েত এলাকায় ১৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

অন্যদিকে, কীর্ণাহার থানার আনাইপুর গ্রামে সন্ধ্যায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায় তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে গ্রামবাসীদের। অভিযোগ, এরপরেই পার্শ্ববর্তী কালীনগর গ্রামের অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আনাইপুর গ্রামে চড়াও হয়। আক্রমণের খবর পেয়ে আনাইপুরের পুরুষ-মহিলারা হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন। এরপর পিছু হটতে বাধ্য হয় কালীনগরের লোকজন। রাতে গ্রামে কীর্ণাহার, নানুর ও লাভপুর থানার পুলিশ গেলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী।

তাঁদের দাবি, শুক্রবার সন্ধ্যায় পার্শ্ববর্তী দেবগ্রামে দোল উপলক্ষ্যে পংক্তিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই গ্রামে যাওয়ার পথে দু'-একজন শুধুমাত্র জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায় তৃণমূলের একাংশ অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনকে গ্রামে ঢুকিয়ে অশান্তি করে।

শনিবার সকালে আনাইপুর গ্রামের লোকজন কীর্ণাহার থানায় জমায়েত হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সিদ্ধান্ত নেবে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি

শোকজেও ক্ষমা চাইতে অস্বীকার হুমায়ুনের

কলকাতা, ১৫ মার্চ : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিতর্কিত মন্তব্য করায় বৃহস্পতিবারই ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শোকজ করেছিল দল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। শনিবার সকালেই রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী তথা তৃণমূলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ৭ লাইনের চিঠির ২ পাতার জবাব দিলেন হুমায়ুন কবীর।

জবাবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও দলবিরোধী কাজ করেননি। তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। বরং দলের আগেও তাঁর জাতিসত্ত্বা প্রাধান্য পায় বলেই জানিয়েছেন তিনি। তবে এখনই দলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পথে যেতে চাইছেন না ভরতপুরের বিধায়ক। তাই সোমবার বিধানসভায় তিনি শোভনদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। বিধানসভার অধিবেশনের মাঝে তাঁর নিজের ঘরে হুমায়ুনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে শোভনদেববাবু জানিয়েও দিয়েছেন।

দলের পক্ষ থেকে আগেও বলা হয়েছিল, দলবিরোধী কাজের জন্য কাউকে পরপর তিনবার শোকজ করা হলে তারপর তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে। গত ডিসেম্বরে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বিতর্কিত মন্তব্য করায় হুমায়ুনকে শোকজ করেছিল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তখন তিনি দুঃখপ্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই যাত্রায় তাঁর বিরুদ্ধে দল কোনও পদক্ষেপ না করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদীয় বৈঠকে হুমায়ুনকে সতর্ক করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনওরকম বিতর্কিত মন্তব্য তিনি যেন না করেন। তারপরও শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হুমায়ুন যেভাবে সরব হয়েছেন, তাতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, শুক্রবার বিকালের মধ্যে হুমায়ুনের জবাব দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি তা দেননি। ফলে ওই সন্ধ্যায় হুমায়ুনকে ফোন করেন শোভনদেব। তখন সোমবার পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ তিনি দু-পাতার জবাব শোভনদেববাবুর হোয়াটসঅ্যাপে পিডিএফ ফাইল ফরম্যাটে পাঠিয়ে দেন।

চিঠিতে হুমায়ুন লিখেছেন, 'দল আমার কাছে আগে নয়। আমি হুমায়ুন কবীর। আমার ১০ মিনিট ২৯ সেকেন্ডের একটি বক্তব্যের মধ্যে শুধুমাত্র ৩১ সেকেন্ডের একটি ভিডিওর জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙেছি, এমনটা আমি মনে করি না। কোন প্রেক্ষিতে আমি বলেছি, কেন বলতে বাধ্য হয়েছি, তা আমি চিঠিতে জানিয়েছি। আমি তৃণমূল করি ঠিকই, কিন্তু আমার জাতি, আমার আগে। জাতিকে নিয়ে কেউ কিছু কথা বলবে, আর আমি চুপ করে থাকব, সেটা হবে না। দল যেটা ভালো মনে করবে, করবে।' শোভনদেববাবু বলেন, 'হুমায়ুন কবীরের জবাব আমি পেয়েছি। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে আমি ওই জবাব জমা দেব। তারপর দল সিদ্ধান্ত নেবে।'

শা'র সফরের আগে তৎপর গোয়েন্দারা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির গয়ংগচ্ছ মনোভাবে অসন্তুষ্ট দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মামলাগুলির ব্যাপারে তৎপরতা বাড়াতে কলকাতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সিবিআই ও ইডির ঊর্ধ্বতন অফিসারদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। শনিবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

বিভিন্ন মামলায় কেন সময়মতো আদালতে চার্জশিট পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না তার উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করে জবাবদিহিও চাওয়া হচ্ছে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। বলা হয়েছে, অফিসার সহ বিভিন্ন স্তরে শুধু লোকের অভাবের কথা বললেই হবে না, সুনির্দিষ্টভাবে মামলার উল্লেখ করে তদন্তকারী অফিসারদের অভাবের কথা জানাতে হবে। মন্ত্রক চায়, যত শীঘ্র সম্ভব সিবিআই ও ইডির বিভিন্ন মামলায় চার্জশিট ও বকেয়া অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়মিত দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, চলতি মাসের শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বঙ্গ সফরে আসার কথা। তাঁর মন্ত্রকের অধীন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআই। শা'র বঙ্গ সফরের আগে হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গে এই তৎপরতা শুরু হয়েছে। সময়মতো একাধিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি আদালতে চার্জশিট পেশ করতে না পারায় আদালতের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হচ্ছে বারবার। এটা মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছে না দিল্লি। বিষয়টিকে মোটেই ছোটভাবে না দেখে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ঊর্ধ্বতন অফিসারদের নিয়মিতভাবে কলকাতা পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাঁরা কলকাতায় গিয়ে তদন্তের তৎপরতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

উপেক্ষিতা রাধা

আর একটা দোল চলে গেল। আমরা 'রাধেকৃষ্ণ' বলি, 'রাধে রাধে' বলি। তবু রাধা সমাজে উপেক্ষিতা থেকে যান ভারতে। তাঁর কথা মনে পড়ে কৃষ্ণের বন্দনা হলে। রাধাকৃষ্ণের অনেক বড় মন্দির থাকলেও শুধু রাধাকে নিয়ে মন্দির এ দেশে নেই বললেই হয়। সব মন্দিরেই রাধার অবস্থান কৃষ্ণের জন্য। রাধা আসলে কে, এই নিয়েও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বিশ্লেষণ। দোল পরবর্তী উত্তর সম্পাদকীয়তে এবার চর্চায় রাধা।

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

ঝকঝকে নির্মেঘ আকাশ, বসন্তের মন প্রাণ উথাল করা ফাগুনবাতাস, মুহুর্মুহু কোকিলের ডাকে যেন ভালোবাসার মাসকে বরণ করে নেওয়ার আকুল আহ্বান। ফাল্গুন যেমন সাধারণ মানুষের উৎসবের মাস, এ মাস তেমন চিরকালীন ভালোবাসার প্রতীক রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন ভালোবাসার উদযাপনের মাস। এই দুটি চরিত্র নিয়ে যুগে যুগে, কালে কালে অনেক গল্প কথা মানুষের মুখে ফেরে। এতরকম গল্পে স্বভাবতই ঢুকে যায় নানা স্ববিরোধিতা।

ভালোবাসার মসৃণ মন কেমন করা গল্প ছাড়িয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়, যা শুধু প্রেমকাহিনী বা অপার ভক্তিরস দিয়ে থামিয়ে রাখা যায় না।

সাধারণ মানুষের জীবনে প্রেম স্বল্পায়ু। মানুষ শুধু ভালোবাসায় বাঁচে না। প্রেম জীবনে কখনো-কখনো জোয়ারের মতো আসে। তাতে ভেসে যায় দুটি জীবন। কিন্তু দেবতার প্রেম তো তেমন হতে পারে না। জীবন ছাড়িয়ে মহাজীবনে পৌঁছানোর মতো তাঁদের প্রেম এমন এক প্রতীকে পৌঁছে দেওয়া হয় যার কাছে মানুষ বারবার মাথা নত করে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীও তেমনই। আমাদের সাধারণ জীবনের মতো তাকে দেখতে চাইলেও গল্পের ছত্রে ছত্রে রয়ে গিয়েছে এক দার্শনিক ব্যাখ্যা।

রাধাকৃষ্ণের মহাজীবন যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই পুরুষ। তাঁরা তাঁদের মনের আলোয় অথবা তাঁদের ধারণা ও বিশ্বাসে স্থিত থেকে লিখেছেন। তাঁরা একটি নারীকে যে চোখে দেখেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন। ঠিক একইভাবে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকেই উঠে এসেছে তাঁদের কলমে কৃষ্ণের চরিত্র।

আসলে কেউ তো নারী হয়ে জন্ম নেয় না। এই সমাজে জন্ম নিয়ে নারী হয়ে ওঠে। তাই এমনকি রবি ঠাকুরকেও লিখতে হয়, 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী/ পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'। কুসংস্কারের বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছেন আরেক খ্যাতিমান পুরুষ সিগমুন্ড ফ্রয়েড। তিনি বারবার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, জন্ম থেকেই নারী একটি প্রত্যঙ্গ হারিয়ে ফেলেছে। তাই তার পক্ষে সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

এসব ভাবনার সওয়ারি হয়ে ইন্টারনেটে সেদিন খুঁজছিলাম, শুধুই রাধার নামে ক'টা মন্দির রয়েছে সারা ভারতে? যেখানে বিগ্রহ হিসেবে শুধু থাকবেন রাধা। আর কেউ নন।

দেখি, দেশজুড়ে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য মন্দির। রাধা থাকলেও, সবই রাধাকৃষ্ণের যুগ্ম মন্দির। কৃষ্ণর হাত ধরে সেখানে হাজির রাধা। মুম্বইয়ে শ্রীরাধা মন্দির রয়েছে, হায়দরাবাদে রাধা মন্দির। সর্বত্র কৃষ্ণ আছেন। ভালোবাসা, ত্যাগ, তিতিক্ষায় জগতের আদর্শ নারীর নামে শুধু একটি মন্দির, মাত্র একটিই। এবং সেটা তাঁর জন্মস্থানে। মথুরা থেকে সামান্য দূরে বারসানায়।

সেখানেও মজা কী জানেন? নাম রাধারানি মন্দির। অথচ সেখানে রাধার পাশে কৃষ্ণ রয়েছেন। রাধাষ্টমীতে পর্বতের চূড়োয় সে মন্দিরে জনস্রোত। তবু শুধু রাধার বিগ্রহ নিয়ে মন্দির সম্পূর্ণ নয়। যতই আমরা 'রাধে রাধে' বলি। যতই 'রাধেকৃষ্ণ' বলে আগে সম্মান দিই রাধাকে।

সীতার বেলাতেও তো একই ছবি! মন্দিরে মন্দিরে, পথেঘাটে আমরা বলি 'সীতারাম, সীতারাম'। অথচ রাম মন্দির, রাম-সীতা মন্দিরের ছড়াছড়ির মধ্যে সীতার একক মন্দির খুঁজতে গিয়ে সমস্যা। রাধাকে যেমন মনে রেখেছে তাঁর জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশের বারসানা, সীতাকে মনে রেখেছে তাঁর জন্মস্থান বিহারের সীতামারি। সেখানেই নাকি তাঁর পাতালপ্রবেশ--ওই জায়গায় সীতা সমাহিতস্থল। আর একটি রয়েছে জানকী মন্দির। সেখানেও রাম রয়েছেন কিন্তু।

রাধার জন্মস্থান বারসানায় রাধাষ্টমিতে উৎসব।

রাধা এবং সীতা-- দুজনকেই দুঃখ বা অপবাদের আগুনে পুড়িয়ে শেষপর্যন্ত কোথাও তাঁদের রক্তমাংস থেকে উত্তীর্ণ করা হয়েছে অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়তায়! তাতে তাঁদের নিজস্ব মহিমার থেকে বড় হয়ে উঠেছে অন্য দুটি নাম। যে নাম দুটির সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে। এঁদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও রাম নাম দুটি জড়িয়ে না থাকলে, বলা কঠিন, এই প্রতিফলিত রশ্মিরেখা রাধা-সীতার কপালে জুটত কি না!

শেষপর্যন্ত অবশ্য দুই নারী অনন্ত নক্ষত্রবীথি। অন্ধকারে যাঁর পবিত্র শিখা জ্বলে! তাই এঁদের উপেক্ষার কথা, অসম্মানের কথা চিরকাল ধর্মের নানা ব্যাখ্যায় ঢাকা পড়ে যায়। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা।

কথিত আছে, রাধারানির জন্ম শ্রীকৃষ্ণের আগে। দেবলোকের বিষ্ণু তখনও মর্ত্যে আসার জন্য তৈরি ছিলেন না। তাই লক্ষ্মীরূপী রাধিকাকে আগে জন্ম নিতে হয়। তবে এ তো ঘোর অনাচার। স্বামীর আগে স্ত্রী জন্ম নিলে, তিনি আগে আগে জগৎ দেখলে স্বামী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়ে যেতে পারে! তাই এক সমাধানসূত্র বেরোয়। শ্রীরাধিকা জন্ম নেবেন আগে, কিন্তু চোখ খুলবেন না। অন্ধ হয়ে জন্মাবেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে জন্মাবেন, তখনই রাধা দৃষ্টি পাবেন। অর্থাৎ, 'তুমি ছাড়া আর এ জীবনে/মোর কেহ নাই কিছু নাই গো...'

বাংলায় রাধাকে নিয়ে যে গল্প প্রচলিত, তাতে রাধা আসলে আয়ান ঘোষ নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী। ঘোর সংসারী। গৃহকর্মনিপুণা। এহেন রাধা গোপিনীদের সংসারের অবসরে এদিক ওদিক গেলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয় এবং গভীর ভালোবাসায় পড়েন তাঁরা দুজন। যদিও সেই ভালোবাসার পবিত্রতা বা বিশ্বস্ততা রক্ষার দায় কৃষ্ণের নেই। রাধার কুঞ্জবনে আসার পথে তাঁরই বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে তাঁর ভেতরে কামভাব জেগে ওঠে।

এদিকে গোটা রাতের অপেক্ষা এবং বিরহে ছটফট করছেন রাধা। রাতভর অপেক্ষার পর যখন তিনি তাঁর প্রাণের মানুষটিকে দেখতে পেলেন, তখন দেখলেন তাঁর শরীরময় রতিচিহ্ন। অভিমানে মুখ ফেরালেন রাধিকা। তখন ছলাকলায়, এমনকি যোগী সেজে কৃষ্ণ আয়ান ঘোষের বাড়ি ভিক্ষা করতে গেলেন। রাধা তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর অভিমান বরফ গলা জলের মতো তাঁকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল।

এও কথিত, শ্রীকৃষ্ণর আটটি বিয়ে। সন্তানসন্ততিও অনেক। স্ত্রীদের মধ্যে প্রধান রুক্মিণী দেবী। শ্রীকৃষ্ণের ভরাসংসার। জীবনের অন্য মানে খুঁজে পেয়েছেন তিনি ততদিনে। অনেক বড় কর্মকাণ্ডে ঢেকে গিয়েছেন তিনি। জগৎকে উদ্ধার করা তো কম বড় কাজ নয়! এদিকে, রাধার সংসার সম্মান সব চলে গিয়েছে। তিনি শুধু অপেক্ষায়। তাঁর প্রাণ যাঁর জন্য ধারণ করে আছেন, তাঁকে দেখার প্রত্যাশায়। শ্রীকৃষ্ণের এখন সময় কোথায়! একটি মেয়ের অপেক্ষা তাঁর চোখের জলের থেকে অনেক বড় তাঁর কর্মজীবন। অনেক বিস্তৃত। অনেক পরিব্যাপী। ওই মেয়েটির চোখের জল তাঁর কাছে তাই বাষ্প হয়ে উবে যেতে সময় লাগে না!

প্রশ্ন জাগে, মনে এতই যখন ভালোবাসা ছিল, তখন তিনি রাধাকে বিয়ে না করে অন্যদের বিয়ে করলেন কী করে! রাধাকে কি তিনি বিয়ের জন্য যথেষ্ট যোগ্য মনে করেননি? এর উত্তর মেলে কিছু বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে। তাঁরা দাবি করেছেন, আসলে রাধাকৃষ্ণ দুজন মানুষ হলেও তাঁদের আত্মা একটি। তাঁদের আলাদা করে লৌকিক জীবনের দরকার হয়নি।

অবধারিত প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, তাই-ই যদি হয়, তাহলে শ্রীরাধিকা কি তা জানতেন না? তাহলে তিনি সারাজীবন এই বিরহযন্ত্রণা ভোগ করলেন কেন! তাঁর নামের পাশে কলঙ্কিনী শব্দবন্ধটি খোদাই হয়ে আছে চিরকালের মতো! শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন, তা তাঁর লীলা! শুধুমাত্র পুরুষের চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে বলেই কি এই অসম্মান?

বারবার তাই মনে হয়, জীবনব্যাপী এক অসম ভালোবাসার লড়াই, সামাজিক অসম্মান, নিবিড় উপেক্ষাই পাওনা ছিল শুধু! তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না!

উর্দুতেও কৃষ্ণকে নিয়ে কত বিখ্যাত লাইন! সাহির লুধিনায়নভি যেমন লিখেছেন, 'কৃষ্ণ নে ওয়াদা কিয়া থা কে ও ফির আয়েগে'। বেকাল উতসাহির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী কবি লিখেছেন, 'আমাকে তোমার বাঁশির মতো কলম দাও, কানাইয়া।' তবে সেখানেও অন্য কবিদের ভাবনায় রাধার উপস্থিতি কম।

ভেবে দেখুন, রাধার মৃত্যু নিয়েও কত মর্মান্তিক উপকথা! রাধা অসুস্থ। মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। শেষ আকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনতে শুনতে প্রাণবিসর্জন দেবেন!

মৃত্যুপথযাত্রী রাধিকা অপেক্ষায়। খবর পৌঁছেছে কৃষ্ণের কাছে। অসীম ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ, রাধার শেষ ইচ্ছে রাখতে। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। শ্রীরাধিকার দু'চোখে জলের ধারা। আসন্ন চিরবিচ্ছেদ ব্যথায় তাঁর হৃদয় উথালপাতাল। তবু সান্ত্বনা, তাঁর শেষ ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে। এভাবেই তাঁর অবিশ্বস্ত প্রেমিকের বাঁশির সুর শুনতে শুনতে একসময় নিথর হয়ে গেলেন রাধা। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিটি ভেঙে ফেললেন।

পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেছেন, এরপর শ্রীকৃষ্ণের আর বাঁশি বাজানোর প্রয়োজন ছিল না। কারণ এক আত্মা, এক প্রাণ তাঁরা। তাঁদের এক অংশ বিদায় নিয়েছে! আর কার জন্যই বা বাঁশি বাজাবেন তিনি?

আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের মনে অন্য কথা তোলপাড় করে। একমাত্র বাঁশির সুর অবিচ্ছেদ্য ছিল তাঁদের সম্পর্কে। রাধা সব অভিমান ভুলে যেতেন কৃষ্ণের বাঁশির সুরে। তাঁর হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকা কিংবা আত্মার অংশের জন্য এইটুকু স্মৃতিচিহ্ন কি কৃষ্ণ তাঁর শত ব্যস্ততায় রেখে দিতে পারতেন না? হতেই তো পারত, তাঁর ভালোবাসার মানুষ চলে গেলেন। অথচ একজন পাগলপারা প্রেমিক তাঁর বাঁশির সুরটি রেখে গেলেন এই পৃথিবীর বুকে।

অনেকে বলেন, বৃন্দাবনের নিধুবনে রাধাকৃষ্ণ রোজ রাতে লীলাখেলা করতে আসেন। তাই সন্ধের পর ওখানে মানুষের যাওয়া বারণ। কেউ তাঁদের লীলাখেলার সাক্ষী হয়ে গেলে জীবন পর্যন্ত চলে যেতে পারে!

এমনও তো হতে পারত, কখনো-কখনো শ্রীকৃষ্ণের রাধার বিরহে উথালপাতাল হৃদয়ে বাঁশির কষ্ট ফুল ঝরে পড়ত। দূর থেকে ওই ভেসে আসা বাঁশির সুরে আমরা এক সাধিকা রাধাকে অনুমান করতে পারতাম এবং আপনা থেকেই দুটি হাত কপালে জড়ো হত!

(লেখক সাহিত্যিক ও পরিচালক)

কত রাধিকা ফুরোল

সেবন্তী ঘোষ

কবি পুরুষের চোখে নারী চিরকাল 'শুশ্রূষার আলো'। অপেক্ষার বহুর রাধিকা ফুরোলে গৃহলক্ষ্মী সত্যভামা রুক্মিণীরা অবশেষে সংসারে আসেন। রাধিকার বাস চিরকাল দরজার ওপারে। চির প্রেমিকার অনন্ত প্রতীক্ষার কুঞ্জবনে। ভক্ত বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধায় মজে থেকেছেন, বলা যায় নিমজ্জিত থেকে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান কবিতা উপহার দিয়ে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য থেকে বাঙালির মুখের ভাষা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রীমতী রাধা সদা বিরাজমান। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবির লেখায়ও তিনি সপ্রেমে, সসম্মানে ঠাঁই পেয়েছেন। মনে পড়ে রাজস্থানের কিশানগড় বাণী থানির কথা। ১৭৪৮ সালের রাজা সাওয়ান্ত সিংহের গায়িকা প্রেমিকা, সমাজের চোখে রক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া ওরফে বাণী থানি ভারতীয় ডাকটিকিটে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন। পদ্ম কোরকের ন্যায় অক্ষি, চম্পক কলির মতো অঙ্গুলি তাঁর। সেই অঙ্গুলিতে ধরা এক অবনত পদ্ম।

রাজপর্ব শেষ হলে কৃষ্ণভক্ত সাওয়ান্ত বাণী থানিকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে আসেন। নিহাল চাঁদ নামে সে সময়ের বিখ্যাত শিল্পী রাধাকৃষ্ণের যেসব ছবি আঁকেন, তাতে সাওয়ান্ত সিংহ ও বাণী থানিকেই মডেল হিসেবে রাখা হয়েছিল। রাজারাই সে আমলে শিল্পীদের এমন ফরমায়েশ দিয়ে ছবি আঁকতে দিতেন।

বড় ঘরের ডাকসাইটে রাজপুতানী ধর্মপত্নীরা নন, সাওয়ান্ত সিংহ রাধা হিসেবে বেছে নিলেন বাণী থানিকেই। এই রাধা, গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী রসিকবিহারী ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।

রাধা এভাবেই গল্প সাহিত্য সমাজ জীবনে মিলেমিশে থাকলেন। সম্পর্কে মাতুলানী, বয়সে বড় রাধা সমাজ নির্দেশিত পত্নীর খোপে আটকে থাকেননি। তার কৃষ্ণ প্রেমের রাধা বিরহ যেন ভক্তের ভগবানের কাছে পৌঁছানোর আকুতি। চৈতন্যদেব রাধাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে, অধর রঙিন করে শাড়ি পরে পথে বেরোতেন। একই অঙ্গে অর্ধনারীশ্বরের মতো রাধা কৃষ্ণ বিরাজ করেন, এমন বিশ্বাস বহু বৈষ্ণবদের। মধ্যে কথা রাধাকে গৃহাঙ্গনে ঠাঁই না দিয়েও অশ্রদ্ধ করতে পারেননি কেউ। বহু নারী আসক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্খলিত চরিত্র কৃষ্ণের কাছে পরস্ত্রী রাধা উপভোগের বস্তু, কিন্তু সে তো বিশেষ কোনও কবি কল্পনার নির্মাণ, যা তৎকালীন জনরুচি, সমাজের প্রতিফলন। ভারত জোড়া কৃষ্ণ ও রাধা কথায় সর্বত্র এমন শরীরের উদযাপন অবশ্যই নেই। কোথাও তা নিবেদন, দাস্য ভাব, কোথাও সখা সখী আলাপ। যতই রাধাকে ধর্মপত্নীর দয়িতা রূপে প্রতিষ্ঠা করুন বৈষ্ণব আচার্যগণ, রাধার পরকীয়াকে তত্ত্ব হিসেবে খাড়া করুন, রাধা কিন্তু কৃষ্ণের সন্তানের মা নন। মাতৃসত্ত্বা নেই বলে তাকে আমরা খোকাখুকুর মা গিন্নিবান্নি দেবী দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখতেই পারি না। তিনি গার্হস্থ্যে থেকেও তার বাইরে থাকা প্রেমের কল্পনালতা। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়ে তার কাছে আসা কৃষ্ণের থেকে রাধা ঢের বেশি আদর্শ প্রেমিকা।

'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা', এই অন্তরের কথায় পদকর্তারা আসক্ত থেকেছেন।

যদুকুলপতি, কংস দমনকারী রাজা কৃষ্ণ নন, পাণ্ডব তথা অর্জুন সহায় কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, রাধার কৃষ্ণ এক কৈশোর অতিক্রমকারী চপল তরুণ। রাধাও রাজরানি বা কন্যে নন। সাধারণ গোপবালা ও বধূ। লৌকিক এক প্রেমকাহিনীকে রথী-মহারথী ভক্ত কবিরা কেন এত গুরুত্ব দিলেন, কেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রায় এক নিম্নবর্গের জীবনের, সমাজ বহির্ভূত প্রেম, প্রতারণা, বিরহ বিচ্ছেদ ঘিরে বিস্তারিত হল, এ বড় ভাববার বিষয়। রাজার আমলের মানুষ তাঁরা, রাজারানি, বিদ্যা সুন্দরের মতো কাহিনী নির্বাচন স্বাভাবিক ছিল। কবি কল্পনায় গোরু গাছে ওঠে, রাধাও হতে পারতেন রাজদুহিতা। কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের যে তা হয়নি। কবিরা, শ্রেষ্ঠ কবিরা, কবে আর সমাজ আর তার নিয়মের পরোয়া করেছেন?

মধ্যযুগের এইসব কবিরা কখনো-কখনো রাজার প্রশস্তি লিখেছেন, চাটুকারিতাও করেছেন কিন্তু স্বধর্মচ্যুত হননি। সীমাবদ্ধতার মধ্যেই গেরিলা আক্রমণে নিজেদের পছন্দের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। শাক্ত পদাবলি, নাথ সাহিত্য যতই জনপ্রিয় হোক, রাধার কথা উচ্চারিত হয়েছে আরও শত মুখে। তাতে ধর্ম বাধা হয়নি এই কারণে যে রাধাকৃষ্ণ কথা, প্রেমতাড়িত অসহায় নরনারীর কথাই।

সুবিখ্যাত হাছন রাজার বৈমাত্রেয় দিদি ছহিফা বা সহিফা বানু, (১৮৫১-১৯১৭) ছিলেন শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান কবি মেয়ে। তিনি লিখছেন, 'মথুরাতে আছি আমি পাগল আমার মন/ রাধার জন্য সদা আমার প্রাণ উচাটন/... রাধার প্রেমে আছি বান্ধা জন্মের মতন/... ছহিফায় বলে শুন ভুবন মোহন/ কুব্জার কুবুদ্ধিয়ে তুমি হয়েছ বন্ধন।'

এদের অনেকের কাছে পরকীয়া বলে আদতে হয়ই না কিছু, কারণ শুদ্ধ প্রেম নিকষিত হেম। পরকীয়ার ভিতর 'প্রেম' শব্দটি বাদে সবটাই অর্থহীন। বিবাহ এক সামাজিক সুস্থিতি, সন্তান প্রবাহ পরিচালনা, অর্থ সম্পত্তি রক্ষা ও সমাজ সমর্থিত যৌনতার স্বীকৃতি মাত্র। রাধা সেখানে এক মূর্ত বিদ্রোহিনী। প্রেমলীলা সমাপনে কৃষ্ণ তাকে অনন্ত অপেক্ষায় রেখে কংস বধে চলে যান। তমাল তরু মূলে প্রতীক্ষায় থাকা চিরবিরহিনী রাধার যে পরবর্তীতে কী হল, তাবড় পদকর্তারা তার মধুর সমাপ্তি দিয়ে রসাভাস ধ্বংস করেননি।

পরবর্তীতে রাধার কথাই কৃষ্ণের পাশে মন্দিরে মন্দিরে খোদিত হল। রাধা স্বকীয়া না পরকীয়া, এ নিয়ে স্বয়ং নবাব মুরশিদকুলি খাঁর অনুমতিতে রাঢ় বঙ্গে এক মহা তর্কসভার আয়োজন হয়েছিল। উত্তরাপথের দুঁদে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা রাধাকে স্বকীয়া বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জয়রথের চাকা উড়িয়ে এসেছিলেন। আসার পথে পরাজিত হয়েছিলেন প্রত্যেকে। কিন্তু রাধাভাবে প্লাবিত রাঢ়বঙ্গে তাঁদের বিজয় রথ থমকে গিয়েছিল। পরকীয়া হয়েই রাধার প্রেমের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন বাংলার বৈষ্ণব কবি, তত্ত্বিকরা। মুর্শিদকুলির আদেশে তাঁর সভার মুসলমান পণ্ডিতরা নিজেরা উপস্থিত থেকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এই খুঁটিনাটি তর্কবৃত্তান্ত। উত্তরাপথের, রাজস্থানের, উত্তর ভারতের সনাতনী মতকে প্রেমরসে নিমজ্জিত বঙ্গ কবিরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সেই কোন আমলে! রাধার কথা এখন আর কেউ বলুক, না তাকে ঠাঁই দিক তীর্যক পরকিয়ায়, তিনি আমাদের বসন্ত উৎসবের চির সিলসিলা।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক)

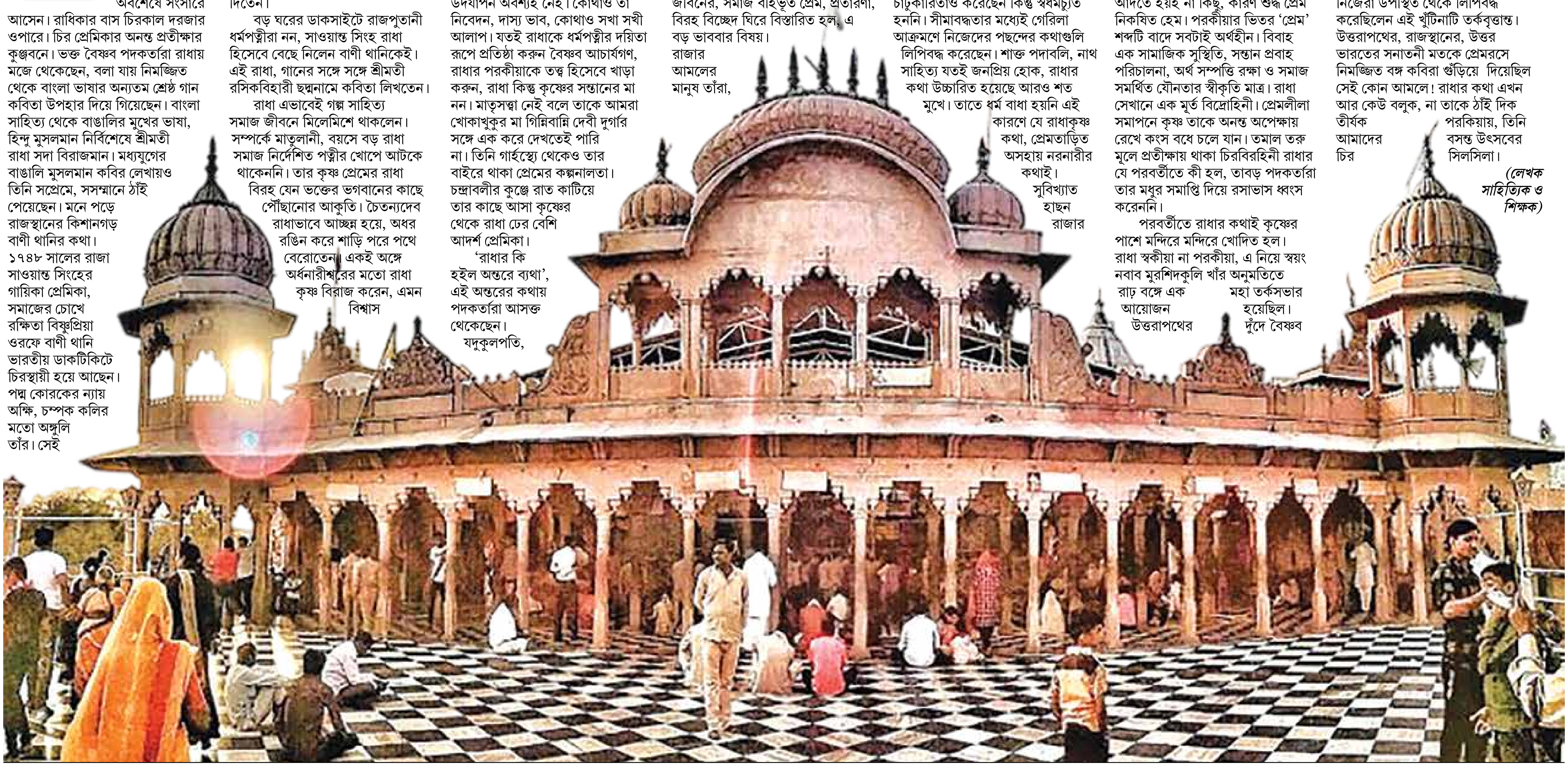

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

ফাগুন লেগেছে বনে বনে

ইসলামপুর শিবনগর কলোনিতে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

দোলে গ্রেপ্তার ২৭, জখম ৫ জন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ মার্চ : দু'একটি ঘটনাকে বাদ দিলে, শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকা সহ ইসলামপুর মহকুমাজুড়ে আনন্দের সঙ্গে পালিত হল দোল এবং হোলি। কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। বাগডোগরা থানার পুলিশ দোল ও হোলি এই দু'দিনে রেস্তোরাঁ সহ বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা পাকানোর অভিযোগে মোট ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে শুক্রবার ১৭ জন এবং শনিবার ১০ জন গ্রেপ্তার হয়। যদিও পরে সকলকেই থানা থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে, প্রথম দিন গ্রেপ্তার হওয়া ১৭ জনের মধ্যে বাগডোগরার গোঁসাইপুরের উত্তরা টাউনশিপের একটি রেস্তোরাঁয় ঝামেলা পাকানোর অভিযোগে শিলিগুড়ির ন'জন তরুণ-তরুণীকে পাকড়াও করে পুলিশ। পরে তাদের থানা থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে ছাড়া হয়।

এদিকে, শুক্রবার নকশালবাড়ি

এলাকায় কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পালিত হয় দোল ও জুম্মার নমাজ। নকশালবাড়ি বাজারে অবস্থিত জামা মসজিদের বাইরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বারিকে মসজিদের বাইরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়। শনিবার হোলির দিন বন্ধ ছিল নকশালবাড়ি বাজার। এদিকে রমজান মাস হওয়ায় হাতেগোনা কয়েকটি দোকান খোলা থাকলেও সেখানে ফল, সবজির দাম ছিল অনেকটাই বেশি। নকশালবাড়ি থানার ওসি বলেন, 'দোল ও হোলি শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হয়েছে।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লকেও শান্তিপূর্ণভাবে দোল উৎসব পালিত হয়। বিধাননগরের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দোল উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। ভিড় সামাল দিতে জাতীয় সড়কে বাড়তি ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায়, এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বিধাননগরে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, শুক্রবার গোয়ালটুলির কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন মহিলা সহ মোট পাঁচজন জখম হন।

চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর ব্লকেও শান্তিপূর্ণভাবে দোল উৎসব পালিত হয়। ইসলামপুর শহর ও ব্লকেও কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে দোল ও হোলি পালিত হয়েছে। তবে এই দু'দিনই ইসলামপুর শহরে বেপরোয়া বাইকচালকের দাপটে অনেকেই সমস্যায় পড়েন।

দাঁত তুলতে গিয়ে মৃত্যু খুদের

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : দোলের দিন সরকারি হাসপাতাল, এমনকি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও চিকিৎসা হল না। বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসকের কাছে ভাঙা দাঁত তুলতে গিয়ে মৃত্যু হল বছর চারেকের এক শিশুর। গোটা ঘটনায় উত্তরবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রশ্নের মুখে। পরিবারের অভিযোগ, কোনওরকম পরীক্ষা না করে, কথা না শুনেই প্রাইভেট ক্লিনিকের চিকিৎসক দাঁত তুলে দিতেই ছোট্ট শিশুটির চোখ উলটে খিঁচুনি শুরু হয় শরীরে। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত শিশুর পরিবার।

বেসরকারি ক্লিনিকের দন্ত চিকিৎসক ডাঃ দেবপ্রিয় সরকার বলেন, 'তেমন কোনও সমস্যা ছিল না। তবে, বাচ্চাটির দাঁত না তুললে তা ভেঙে গলায় চলে যেতে পারত। তাই ট্রপিক্যাল অ্যানাস্থিশিয়া স্প্রে করে তুলে দিয়েছি।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাচ্চাটির পরিবারের তরফে পুরো ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে। ঘটনা সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। গজলডোবা এলাকার প্রিয়াংক সরকার স্কুল থেকে আসার পর মা তাকে স্নান করিয়ে দেন। এরপর গা মোছানোর আগে খেলতে খেলতে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় সে। দাঁত ভেঙে শুরু হয় রক্তক্ষরণ। তিন বছর ন'মাস বয়সি প্রিয়াংক-এর মা বলেন, 'প্রথম আমরা ওদলাবাড়ি হাসপাতালে ভাঙা দাঁত তোলার জন্য নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসক পরিষ্কার বলে দেন, এখানে হবে না। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি কিংবা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। তড়িঘড়ি আমরা ছেলেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানেও কোনওরকম পরিষেবা পাইনি। এদিকে, শুধু মনে হচ্ছিল দাঁত তুললেই আমার সন্তানের কষ্ট দূর হবে। পাগলের মতো ছোটাছুটি করে গোটা দিন চলে যায়। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ জলপাইগুড়ির একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ছেলেকে নিয়ে যাই। শুধু জিজ্ঞেস করা হয় ওর শারীরিক অবস্থা ঠিক আছে কি না। পরিবারের তরফে ওর দাদু-দিদা জানায় দাঁত ভেঙে যাওয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

কিছুদিন আগে জ্বর-সর্দিকাশিতেও ভুগেছে। সমস্ত কিছু শোনার পর কোনওরকম পরীক্ষা ছাড়াই চিকিৎসক দাঁত তুলে দেন। এরপর ছেলে চোখ উলটে খিঁচুনি দেয়। চোখেমুখে জল দিলেও কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তাও ওই চিকিৎসক বলছিলেন কিছুই হয়নি। আইসক্রিম দিন। ১০ মিনিট বসিয়েও রাখেন। পরে বেগতিক দেখে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছেলেকে মৃত বলে জানান। দন্তচিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা ও গাফিলতির জন্য আমার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।'

মৃতের দাদু শম্ভু সরকারের তরফে শুক্রবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়। ভারপ্রাপ্ত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডেপুটি-১ ডাঃ ত্রিদীপ দাস বলেন, 'পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। আমাদের কাছে নিশ্চয়ই সেই অভিযোগ আসবে। এলে আমরা তদন্ত করে দেখব কী কারণে বাচ্চাটির মৃত্যু হয়েছে।'

বাবা-মাকে পুজো অরবিন্দর

তুফানগঞ্জ, ১৫ মার্চ : বাবা-মাকে ভগবান মেনে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন অনেকেই। কিন্তু ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীভাংতির অরবিন্দ শীল একটু অন্যরকমভাবে বাবা-মাকে শ্রদ্ধা জানালেন। মা-বাবাকে আক্ষরিক অর্থে ভগবানের মতো পুজো করলেন তিনি। শুক্রবার নিজের বাড়িতে বাবা-মায়ের পুজোর আয়োজন করেছিলেন। এলাকাবাসীদের প্রসাদও খাওয়ানো হয়।

দার্জিলিংয়ের বিধায়কের চিঠির জবাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

উপজাতি মর্যাদার আশ্বাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : পাহাড়ের ১১টি গোর্খা জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে কাজ করছে কেন্দ্র। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বার চিঠির জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়েল ওরাম। নীরজের দাবি, ১১টি গোর্খা জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি যে চিঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দিয়েছিলেন, তার প্রাপ্তি স্বীকার করে ওই দাবি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। মন্ত্রীর এই চিঠিতে অনেকটাই আশা জাগিয়েছে গোর্খা জনজাতিকে, এমনটাই দাবি করেছেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারই এই সমস্যা মেটাতে পারে। আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে সবসময় সমন্বয় রেখে কাজ করছি। আশা করছি গোর্খা জাতিকে দ্রুত ন্যায়বিচার দেওয়া সম্ভব হবে।'

ভুজেল, রাই, মঙ্গর, গুরুং, খাস, সনোয়ার, থামি, দেওয়ান, ধিমাল সহ ১১টি জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে। ভোট এলে তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ২০১২ সালে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৈরি হওয়ার পর বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন বোর্ড সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে তা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। রাজ্য সরকার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত প্রস্তাব এনে তা পাশ করে অনুমোদনের জন্য ২০১৫ সালে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ করেনি। যাকে কেন্দ্র করে বহু আন্দোলন, চিঠিচাপাটি হয়েছে। একবার কেন্দ্র একটি সমীক্ষক দল গঠন করেছে বলে জানানো হয়। কিন্তু বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি।

ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'বিজেপি ১১টি জনজাতি এবং গোর্খাল্যান্ড এই দুটোকে ভোটের ইস্যু করে রেখেছে। ভোট এলেই ১১ জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার কথা বলে। গোর্খাল্যান্ড ইস্যু সামনে আনা হয়। পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানাতে নির্বাচনি ইস্তাহারেও বিজেপি কথাগুলি লিখে রাখে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করে না।' সাংসদ রাজু বিস্টের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি।

এরই মধ্যে গত মাসে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক বিজেপির নীরজ কেন্দ্রীয় উপজাতী বিষয়ক মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বহুদিন ধরে পড়ে থাকা ১১ জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদার দাবি দ্রুত মেটানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। তার জবাবে মন্ত্রী লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের ১১টি এবং সিকিমের ১২টি জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চিঠির জবাব

- ১১ জনজাতিকে স্বীকৃতি দিতে নীরজ জিম্বার চিঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে
- স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ করছে কেন্দ্র, চিঠির জবাবে জানালেন মন্ত্রী
- ভরসা রাখছে না অনীত থাপার দল, তোপ বিজেপিকে

এই যে আমি এখানে

জানলা দিয়ে রং খেলা দেখছে একরত্তি। শনিবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন আর সেই প্রলোভনে পা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়ানোর অভিযোগ। এক প্রতারিতর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে চক্ষু চড়কগাছ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের। মাটিগাড়া ও সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দার কাছ থেকে টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছে একটি চক্র। মাটিগাড়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে একজনকে।

ধৃত স্বদেশ বর্মনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাতটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস পান তদন্তকারীরা। সেগুলোর মাধ্যমে টাকা লেনদেন হত। পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বদেশ এই চক্রের মাথা। প্রতারণায় অভিযুক্ত বাকিদের খোঁজ পেতে আরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। তাই শুক্রবার স্বদেশকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে সাতদিনের হেপাজতে নিয়েছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মানুষকে বাড়তি লাভের লোভ দেখানো হত। তারপর তাঁদের কাছ থেকে তোলা অর্থ প্রতারকরা বিনিয়োগ করতেন ক্রিপ্টোকারেন্সি ও বিট কয়েনে।

বৃহস্পতিবার চোপড়ার বাসিন্দা প্রদীপ সিংহ মাটিগাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি ছিল, গতবছরের ডিসেম্বরে পেলকুজোতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসেন তিনি। সেসময় এলাকার বাসিন্দা স্বদেশ বর্মনের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিযোগ, স্বদেশ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেয় টাকা দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিগুণ করে দেবে। ফাঁদে পা দেন তিনি। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ থেকে এবছরের জানুয়ারির ২৮ তারিখ পর্যন্ত সবমিলিয়ে দুই লক্ষ টাকা স্বদেশকে দিয়েছেন, দাবি প্রদীপের। স্বদেশ টাকা ফেরত না দেওয়ায় সন্দেহ জাগে মনে। টাকা চাইতে গেলে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয় অভিযুক্ত।

এরপরই থানার দ্বারস্থ হন তিনি। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সেদিন রাতে স্বদেশকে পেলকুজোত থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশকর্তাদের বার্তা, 'কারও কাছ থেকে এভাবে টাকা তোলা বেআইনি। সেই টাকা অন্যত্র বিনিয়োগ করা অনুচিত।'

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : হোলির দিন এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলা এলাকায়। মৃত রাজু সরকার (৩৫) কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা। কাজের সূত্রে পশ্চিম ধনতলা এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন রাজু এবং তাঁর স্ত্রী। শনিবার দুপুরে ঘর থেকে রাজুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, রাজুর স্ত্রী তাঁর বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন। এনজেপি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

পোস্ত বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ৩২৮ কেজি অবৈধ পোস্ত বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি জিআরপি। শুক্রবার এনজেপি স্টেশনে বিবেক এক্সপ্রেসের পার্সেল ভ্যান থেকে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিআরপি সূত্রে খবর, কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়িতে ওই পোস্ত চাষ হয়েছে। এরপর সড়কপথে ডিমাপুরে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে শিলিগুড়ির এক ব্যক্তির নামে তা পার্সেল করে ট্রেনে এনজেপিতে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত করছে জিআরপি।

চুলসা ছাড়ছে গুডরিক গোষ্ঠী

নাগরাকাটা, ১৫ মার্চ : হাত বদলের প্রক্রিয়া চলছে গুডরিক গোষ্ঠীর আওতাধীন মেটেলির চুলসা চা বাগানের। বাগানটির দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এক চা শিল্পপতি। গুডরিক ইতিমধ্যেই তাদের পরিচালকদের ওই বাগান থেকে সরিয়ে নিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সেখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফে নয়া পরিচালকদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি গুডরিকের পরিচালকদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাকাপাকিভাবে মালিকানা বা দায়িত্ব হস্তান্তর হতে আইনি কিছু প্রক্রিয়া এখনও বাকি আছে। জলপাইগুড়ি জেলা শাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন, জমির লিজ নতুন কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়ার জন্য গুডরিকের তরফে আবেদন করা হয়েছে।

গুডরিকের মতো কোম্পানি যখন কোনও বাগান বিক্রি করে দেয় তখন তা যে ঘোরতর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এক বাক্যে মেনে নিচ্ছে বিভিন্ন চা বণিকসভা থেকে শুরু করে শ্রমিক সংগঠনগুলিও। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক যোশেফ মুন্ডা বলেন, 'গুডরিকের চুলসা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করছে চা শিল্প সংকটের মধ্যে রয়েছে। যদিও এই শিল্পের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকারের এসব নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কালবিলম্ব না করে ওরা চা বাগানগুলিকে বাঁচাতে একটি নীতিমালা তৈরিতে এগিয়ে আসুক।' আলিপুরদুয়ারের সাংসদ ও বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, 'তৃণমূলের মতো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার সময় এটা নয়। তাহলে তো বলতে হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত ঘটা করে শিল্প সম্মেলনের তাৎপর্য তাহলে কোথায়? আমরা দ্রুত কেন্দ্রীয় শিল্প ও শ্রমমন্ত্রীকে চা বাগানের সমস্যা ও সংকটের কথা সবিস্তারে জানাব।' জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলছেন, 'রাজ্যের জমিনীতি গোটা চা শিল্পকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ভালো শিল্পপতিরা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। গুডরিকের মতো চা উৎপাদক বহুজাতিক গোষ্ঠীকে ব্যবসায় সহযোগিতা করার কোনও সদিচ্ছা কেন্দ্রের নেই। এর নিট ফল ওদের এখন চুলসা ত্যাগ। ভবিষ্যতে হয়তো অন্য কোনও বাগানেরও এই হাল হবে।' ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুলসা চা বাগানটি ক্ষতিতে চলছিল বলে গুডরিক সূত্রের খবর। প্রথম ম্যানেজার ছিলেন জে ডাফ নামে এক ব্রিটিশ। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সেখানে ম্যানেজার পদে ইংরেজরাই ছিলেন। ১৯৭৬ থেকে ভারতীয় ম্যানেজাররা দায়িত্বে আসেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমছিল। ৪৫২ হেক্টরের বাগানটিতে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে ১২০০ শ্রমিক কাজ করেন।

> মুখ্যমন্ত্রীর এত ঘটা করে শিল্প সম্মেলনের তাৎপর্য তাহলে কোথায়? আমরা দ্রুত কেন্দ্রীয় শিল্প ও শ্রমমন্ত্রীকে চা বাগানের সমস্যা ও সংকটের কথা সবিস্তারে জানাব।
>
> **মনোজ টিগ্গা,** *সাংসদ আলিপুরদুয়ার*

চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যিনি বাগানটির দায়িত্ব নিলেন তিনিও যে ভালোমতোই চালাবেন, এমন বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। সমস্ত সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।'

চুলসা চা বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ইউনিট কমিটির সভাপতি সালু ছেত্রী বলেন, 'প্রতিটি শ্রমিক বংশপরম্পরায় এতদিন গুডরিককেই দেখে এসেছে। তবে নতুন যাঁরা এসেছেন তাঁরা যে খুবই ভালো বাগান চালাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে।' ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চুলসার সহ সভাপতি অসিত ছেত্রী বলেন, 'শ্রমিকরা বাগানের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করবে।'

তিন মাসে ধৃত ১০০ মাদকাসক্ত

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মার্চ : এলাকায় দিন-দিন বাড়ছে মাদকাসক্তের সংখ্যা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। পথবাতি না থাকায় অন্ধকারের সুযোগে থানা মোড় সংলগ্ন এলাকাটি এখন নেশাগ্রস্তদের ঠেকে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও চুনিয়াটুলি এলাকায় সাব-ক্যানালের পাশে অল্পবয়সিরা ভিড় জমাচ্ছে মাদক সেবনের জন্যে।

গত তিন মাসে অভিযান চালিয়ে ১০০ জনের বেশি মাদকাসক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'গ্রামে এ ধরনের কারবার চলবে না। আমাদের তরফে সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' এত গ্রেপ্তারি, পদক্ষেপের বার্তা সত্ত্বেও কীভাবে মাদক কারবার বাড়ছে? কোথাও কি খামতি থেকে যাচ্ছে? প্রশ্নগুলির সদুত্তোর মেলেনি।

ঠিক কোথায় কোথায় ঠেক বসছে? জানা যাচ্ছে, ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল এবং ফাঁসিদেওয়া নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অন্ধকার নামতেই মদ, গাঁজার আসর বসে। বাদ যায় না স্কুলের পরিত্যক্ত ঘরটিও। এলাকার অল্পবয়সিরাই সেখানে ভিড় জমান। সাব-ক্যানাল রোডের ধারেও একইভাবে ঠেক গড়ে উঠেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, কিছু বলতে গেলে মিলছে হুমকি। ঠাকুরপাড়া এবং দাসপাড়া হয়ে ব্রাউন সুগার ঢুকছে ফাঁসিদেওয়ায়। আর এটাই এখন উদ্বেগের মূল কারণ স্থানীয়দের।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'পুলিশের তরফে এই সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। গ্রামে মাদকের প্রভাব কমাতে সচেতনতা শিবির করা হবে।' কিন্তু শুধু শিবির করে কি এই সমস্যা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, উঠছে প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দা আলি মহম্মদের কথায়, 'কয়েক বছর আগেও ফাঁসিদেওয়ায় মাদকের কোনও প্রভাব ছিল না। এখন এখানে এই সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপ জরুরি।' তাঁর মতোই আর এক বাসিন্দা বিনোদ বর্মন পুলিশ এবং প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।

বিলি হয়নি স্টল, ফাঁকা কর্মতীর্থ

ইসলামপুর, ১৫ মার্চ : জাতীয় সড়কের পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাঁ চকচকে দ্বিতল ভবনটি খাঁখাঁ করছে। বিপুল সরকারি অর্থব্যয়ের পরও সেটা ব্যবহার করে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত স্থানীয়রা। ছবিটা ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের 'কর্মতীর্থ'র। নির্মাণ হওয়ার পর থেকে কয়েকবার শুধু মেরামত এবং রঙের প্রলেপ লেগেছে ভবনের গায়ে। ভোটের সময় জওয়ানদের রাখা হয়েছিল সেখানে। তবে আসল উদ্দেশ্যটাই পূরণ হয়নি এখনও পর্যন্ত।

এলাকার তরুণরা যাতে এক ছাতার তলায় এসে বিভিন্ন রকম ব্যবসা করতে পারেন, সেজন্য রাজ্যের প্রায় প্রতিটি ব্লকে সরকারি উদ্যোগে কর্মতীর্থ প্রকল্পে তৈরি হয়েছে ভবন। গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০১৮-'১৯ সালে ওই ভবন নির্মিত হয়। প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল কাজে। গতবছরের শেষদিকে পূর্ত দপ্তর পঞ্চায়েত সমিতিকে হস্তান্তর করে। অথচ একটি স্টলও চালু হয়নি।

দ্বিতল ভবনে ৪০টি স্টল বা দোকান রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো বিতরণের জন্য প্রশাসনের তরফে নোটিশ জারি করা হয়। ৩০টি স্টল নেওয়ার জন্য ইচ্ছুকদের আবেদনপত্র জমা পড়ে। এরপর সেই আবেদনপত্র সহ যাবতীয় নথি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে অনুমোদন আসার পর স্টল বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। এখনও কাউকে স্টলের চাবি দেওয়া হয়নি।

তবে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন জানালেন, স্টল বিতরণের অনুমোদন চলে এসেছে। ৩০ জন আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের হাতে খুব তাড়াতাড়ি চাবি তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভবন পরিচালনার জন্য যাঁরা স্টল নিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে।

জাল নোটে বাংলাদেশি-যোগের সন্দেহ

আলিপুরদুয়ার ও শামুকতলা, ১৫ মার্চ : গাঁজা ও জাল নোট পাচারের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ সন্দেহ করছে পুলিশ। প্রায় সাড়ে দশ কেজি গাঁজা ও সাড়ে বারো হাজার জাল টাকা সমেত তিনজনকে শনিবার গ্রেপ্তার করে শামুকতলা থানার পুলিশ। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি রোডে তিনজনকে হাতেনাতে ধরে পুলিশ। নম্বর প্লেটহীন একটি টোটোয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখের ছবি লাগিয়ে কোচবিহারের জেলার চৌধুরীহাট সীমান্ত এলাকা থেকে মাঝেরডাবরি হলদিবাড়ি রোডে এসে পৌঁছায় অভিযুক্তরা। আগে থেকে আঁচ পাওয়ায় সেখানেই ফাঁদ পেতে বসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি, শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়, শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিস দেব সহ অন্য পুলিশকর্তারা। হাতবদল হওয়ার আগেই ধরা পড়ে তিন অভিযুক্ত। পরে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে টোটোচালকের সিটের নীচ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া গাঁজার দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ২৫টি ৫০০ টাকার জাল নোট রাখা হয়েছিল মহিলার পোশাকে। আটক করা হয়েছে তিনটি মোবাইলও।

শ্রীনিবাস এমপি বলেন, 'জাল নোট ও গাঁজা সহ তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশের যোগ রয়েছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' ধৃতদের নাম সইদুল মিয়াঁ, নুর ইসলাম ও মমতা দত্ত। প্রত্যেকেই কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। সন্দেহ এড়াতে মমতাকে সাধারণ যাত্রী সাজিয়ে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তার পোশাকের ভেতরেই ছিল জাল নোট।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কয়েকদিন ধরেই

গ্রেপ্তার এক মহিলা সহ তিনজন

হলদিবাড়ি রোডে উদ্ধার হওয়া জাল নোট ও গাঁজা সহ অভিযুক্তরা।

নজরদারি চলছিল। সেই নজরদারিতেই সাফল্য মিলল।

কিন্তু কীভাবে হচ্ছিল এই পাচার? বাংলাদেশ সীমান্ত চৌধুরীহাট থেকে শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ টোটোয় চড়ে তারা। কাঁটাতারের ওপার থেকে এই জাল নোট আনা হয়েছে বলে অভিযুক্তরা অবশ্য পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। অভিযুক্তদের সঙ্গে বাংলাদেশের চক্রের সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।

কয়েকদিন আগেই হলদিবাড়ি রোড এলাকা থেকে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণু রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শনিবার ফের গাঁজা ও জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। তবে এই গাঁজা বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ কাউকে সরবরাহ করা হচ্ছিল কি না তা স্পষ্ট করে বলতে পারছে না পুলিশ। তবে একাধিক ফোন নম্বর পুলিশের হাতে এসেছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের নজর এড়াতে চৌধুরীহাট থেকে মাঝেরডাবরি হলদিবাড়ি রোড এলাকায় পৌঁছাতে পকেট রুট ও ৩১সি জাতীয় সড়ক ব্যবহার করা হয়। গাঁজা ও জাল নোট হাতবদল হওয়ার কথা ছিল সেখানেই। জংশন এলাকার জাল টাকা ও গাঁজা কারবারের সঙ্গে যুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। তবে তার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছক

- নম্বর প্লেটহীন একটি টোটোয় চৌধুরীহাট সীমান্ত থেকে মাঝেরডাবরি হলদিবাড়ি রোডে পৌঁছায় অভিযুক্তরা
- সন্দেহ যাতে না হয়, তাই এক মহিলাকে যাত্রী বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল
- সেই মহিলার পোশাকেই লুকোনো ছিল জাল নোট

শুধুই বিগত বোর্ডের তুলনা

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেসব সমাধানে আদৌ কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধান? নাকি সবটাই প্রতিশ্রুতি? শুনলেন খোকন সাহা

জনক সাহা
প্রধান, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : নিকাশি ব্যবস্থার কোনও বালাই নেই। সামান্য বৃষ্টিতে বহু এলাকা জলে ডুবে যায়। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : সেই ১৯৭৮ সাল থেকে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বামেরা এই পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় ছিল। দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থেকেও বামেরা পরিকল্পনামাফিক কাজ করেনি।

আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং এসজেডিএ-কে বলেছি নিকাশিনালা তৈরি করে দিতে। পাড়ার ছোট নালাগুলোর সঙ্গে নিকাশিনালার সংযোগ ঘটাতে পারলে এই সমস্যা মিটবে। আশা করছি চলতি বছরেই কাজ শেষ করা যাবে।

জনতা : দেবীডাঙ্গায় রাস্তা দখল করে দোকান বসেছে। এতে রাস্তা সংকুচিত হয়েছে। যানবাহন কিংবা পথচারীদের যাতায়াতে সমস্যা হয়। তা মেটাতে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : রাস্তায় দোকান নতুন করে বসেনি। বাজার তৈরির সময় থেকেই রাস্তা দখল করে দোকানগুলো বসানো হয়। যাঁরা ব্যবসা করেন, সকলেই স্থানীয়। তাঁরা ব্যবসা করে খাচ্ছেন। তাই তুলে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে রাস্তা সম্প্রসারণ হলে সবাইকে উঠতে হবে।

জনতা : পঞ্চায়েতের বহু এলাকায় রাস্তার হাল খারাপ। সংস্কারের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : আমরা ক্ষমতায় আসার পরেই অনেক রাস্তার কাজ করা হয়েছে। বিগত বোর্ড যা করতে পারেনি, এই আড়াই বছরে তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছি আমরা। এলাকায় ঘুরলেই সেটা বোঝা যাবে।

জনতা : প্রচুর টাকা কর বাবদ আদায় হয়। অথচ উন্নয়নমূলক কাজের নামগন্ধ নেই কেন?

প্রধান : গত আড়াই বছরে নিজস্ব তহবিল থেকে এক কোটি টাকা ব্যয়ে ভবন তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাবে। এছাড়াও ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স কেনা হবে।

একনজরে

ব্লক : মাটিগাড়া
মোট সংসদ : ২৬
জনসংখ্যা : ৪৩,৪৩৩
(*২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ৯৯.১৫ হেক্টর

জনতা : যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকছে। এর ফলে দূষণ বাড়ছে। আবর্জনা অপসারণের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : শিলিগুড়ির ৪৬টি ওয়ার্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে ছয়টি গাড়ি ছিল। এখন আরও ছয়টি রয়েছে। নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে পাঠানো হয়।

জনতা : মহানন্দা নদীতে লিজ নেই। তবুও সেখান থেকে বালি-পাথর তুলে পাচার করা হচ্ছে। আপনার কোনও ভূমিকা চোখে পড়ছে না কেন?

প্রধান : পাচার হচ্ছে না। বরং বালি-পাথরের অভাবে বাংলা আবাস যোজনার কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। নদীর লিজ না মেলায় শ্রমিকরা বেকার। গাড়ি বন্ধ থাকায় আর্থিক সংকট। আমরা বারবার চিঠি দিয়ে লিজ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।

একই নম্বরের দুই ডাম্পারে ধন্দ ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : একই নম্বরের দুটি ডাম্পার। শুধু নম্বর নয়, মডেল কিংবা রংও একই। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে আলাদা করে চেনার কোনও উপায় নেই। ভারত-বাংলাদেশের ফুলবাড়ি সীমান্তে এমন ডাম্পারের হদিস মেলায় শোরগোল পড়েছে। অভিযোগ, একই নম্বরের দুটি ডাম্পার দিয়ে বাংলাদেশে বোল্ডার পাঠানো হত।

নম্বরটি ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে নথিভুক্ত রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে, এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়া নির্দিষ্ট নম্বরের ডাম্পার মালিকের সঙ্গে পুলিশ কথাও বলছে। এবিষয়ে স্থলবন্দরের এক আধিকারিক জানান, 'আমরা খতিয়ে দেখছি।'

সূত্রের খবর, বাপি দেবনগর নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর নামে একটি ডাম্পার নথিভুক্ত রয়েছে। ওই ডাম্পারের নম্বর দিয়ে চলছে একইরকম দেখতে আরও একটি ডাম্পার। সেটির আসল মালিক কে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বাপি নিজেই ডাম্পারগুলি পরিচালনা করেন বলে খবর। শনিবার বাপিকে ফোন করা হলে তিনি 'ব্যস্ত রয়েছি পরে কথা বলব' বলে কেটে দেন। পরে ফোন করা হলেও তাঁকে আর পাওয়া যায়নি।

এদিকে, একই নম্বরের দুটি ডাম্পারে বোল্ডারবোঝাই করে বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে চর্চা শুরু হয়েছে ট্রাক মালিকদের মধ্যে। যদিও বিষয়টি প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে। বৃহস্পতিবার তাঁরা ঘটনাটি পুলিশকে জানান। অনৈতিক কাজে যুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি উঠেছে।

এনিয়ে ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা রবিবার বৈঠকে বসতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ শাহাজাহান বলেন, 'একই নম্বরের দুটি ডাম্পার চোখে পড়েছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। ডাম্পার মালিকের সঙ্গে আমরা কথা বলব। অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে।'

শিং সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ও হরিণের শিং সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সুকনা রেঞ্জ। ধৃতের নাম সজন সরকার। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সুকনার রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলির নেতৃত্বে প্রধাননগর থানার সমরনগর এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

বাজেয়াপ্ত করা হয় প্যাঙ্গোলিনের ৩ কেজি ৭০০ গ্রাম আঁশ। যার বাজারমূল্য ৬ লক্ষ টাকা। একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটি হরিণের শিং। সেগুলি নেপালে পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলে খবর। চোরাকারবারে আর কারা জড়িত, তা জানতে ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে।

বালি পাচার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি কড়া হাতে সামলানোর বার্তা দেন তিনি। তারপরেও বদলাল না ছবিটা। চোপড়ায় খাদানের দখল নিয়ে দু'পক্ষের বচসা নিয়ন্ত্রণে নামতে হল পুলিশকে। শাসকদলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে যুব নেতার বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ। ট্র্যাক্টর আটক করে আনা হয় মাটিগাড়া থানায়।

বালিভর্তি ট্র্যাক্টর আটক মাটিগাড়া থানায়।

তৃণমূল নেতার সিন্ডিকেটের ট্র্যাক্টর আটক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : বালি পাচারের সময় একটি ট্র্যাক্টর আটক করে শুক্রবার রাতে থানায় নিয়ে আসে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। মাটিগাড়া থানার বালাসন নদী থেকে বালি ভর্তি করে হালের মাথার রাস্তা দিয়ে আসার সময় পুলিশ ট্র্যাক্টরটি আটক করে। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের এক যুব নেতা দীর্ঘদিন ধরে মাটিগাড়ার বালাসনে এই বালি পাচারের সিন্ডিকেট চালাচ্ছেন। তাঁর অধীনেই এখানে কয়েকশো ট্র্যাক্টর দিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বালি, পাথর নদী থেকে তুলে পাচার করা হয়। অনেক সময় ট্র্যাক্টরে বালি, পাথর তুলে সেগুলি এক জায়গায় জড়ো করা হয়। সেখান থেকে ডাম্পারে চাপিয়ে বাইরে পাচার হয়। অধিকাংশ ট্র্যাক্টরেরই বৈধ নথি নেই। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তুলে পাচার হচ্ছিল। সেইজন্য গাড়িটি আটক করে মামলা করা হয়েছে।

বালি তোলার অভিযোগে মামলা

পুলিশ জানিয়েছে, ট্র্যাক্টরটির নম্বর ডব্লিউবি ৭৩ ই ৭০৯০। নথিপত্র খতিয়ে দেখা গিয়েছে, এই ট্র্যাক্টরের বিমা, দূষণ সহ সমস্ত নথির মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে। দলেরই এক যুব নেতার ট্র্যাক্টর পুলিশ আটক করার খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃণমূলের কয়েকজন নেতা থানায় চলে যান। কিন্তু পুলিশ কোনওভাবেই ট্র্যাক্টরটি ছাড়েনি বলে জানা গিয়েছে।

কয়েকদিন আগে তৃণমূলের বৈঠকে দলের মাটিগাড়ার এক নেতা বালাসন থেকে অবাধে বালি, পাথর তুলে পাচার নিয়ে সরব হন। বলেছিলেন, প্রশাসন কিছু করছে না। প্রয়োজনে নিজেরাই ট্র্যাক্টর, ডাম্পার আটক করব বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এই বিষয়টি নিয়ে দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'দলের কোনও নেতার ট্র্যাক্টর পুলিশ আটক করেছে বলে আমার জানা নেই। কেউ বেআইনি কাজ করলে তার দায় দল নেবে না।'

ডোক নদীতে বেআইনিভাবে খনন

বালি খাদানের দখল নিয়ে বচসা

মনজুর আলম

প্রশ্নে প্রশাসন

চোপড়া, ১৫ মার্চ : খাদানের দখল নিয়ে ফের গণ্ডগোল চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকায়। এখানকার ডোক নদীতে বালি খনন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছে। শনিবার ফের দখলদারি নিয়ে দুই পক্ষ বচসায় জড়িয়ে পড়ে।

চরম উত্তেজনা ছড়ালে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগ, এলাকার ভেরসা এবং ডোক নদীতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ খনন চলছে। সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না। ফলে প্রায়শই দখলদারি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটছে। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ফের অবৈধ বালি খাদান থেকে বালি তোলা হচ্ছে। সম্প্রতি ডোক ও ভেরসা নদীর মোহনায় একটি অবৈধ খাদান তৈরি হয়েছে। এই খাদানের দখল নিয়েই এদিনের গণ্ডগোল। দুই পক্ষের বচসা ও হাতাহাতির ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়।

গত বছরও এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ-প্রশাসন যৌথ অভিযান চালালে কিছুদিন প্রকাশ্যে বালি তোলা বন্ধ থাকে। কিন্তু আবার নতুন করে খনন শুরু হয়েছে। ব্লকের মাঝিয়ালি, দাসপাড়া, হাপতিয়াগছ, সোনাপুর ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈধভাবে বালি চুরির অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে বালির ব্যবসা চলছে। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরং ও ডোক নদীর পাশাপাশি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেরসা নদী ও ডোক নদী এবং চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকেও বালি চুরির ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রগমান এদিনের ঘটনা স্বীকার করে বলেন, 'বালি তোলা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।'

মাঝিয়ালির, নারায়ণপুর, ডাকুয়াগছ ও বেরং ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকেও অবাধে বালি চুরির ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। বালির গাড়ির নিয়মিত চলাচলে বেহাল হয়ে পড়ছে গ্রামীণ রাস্তাগুলি। স্থানীয়দের বক্তব্য, যখনই ওপরমহল থেকে চাপ আসে, তখন বিভিন্ন অবৈধ ঘাটে অভিযান চলে ধরপাকড় শুরু হয়।

চোপড়ার বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা বলেন, 'এই এলাকায় কোনও বৈধ ঘাট নেই। এর আগেও অভিযান চালানো হয়েছে। এদিনের ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে অভিযান হবে।'

বালাবাড়িতে বালি খাদান নিয়ে উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

নজর এড়িয়ে

- চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ খাদান থেকে তোলা হচ্ছে বালি
- বালির গাড়ির নিয়মিত চলাচলে বেহাল অবস্থা গ্রামীণ পথের
- নিয়মিত অভিযান নয় কেন, প্রশ্ন সাধারণ মানুষের
- পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস বিএলএলআরও-র

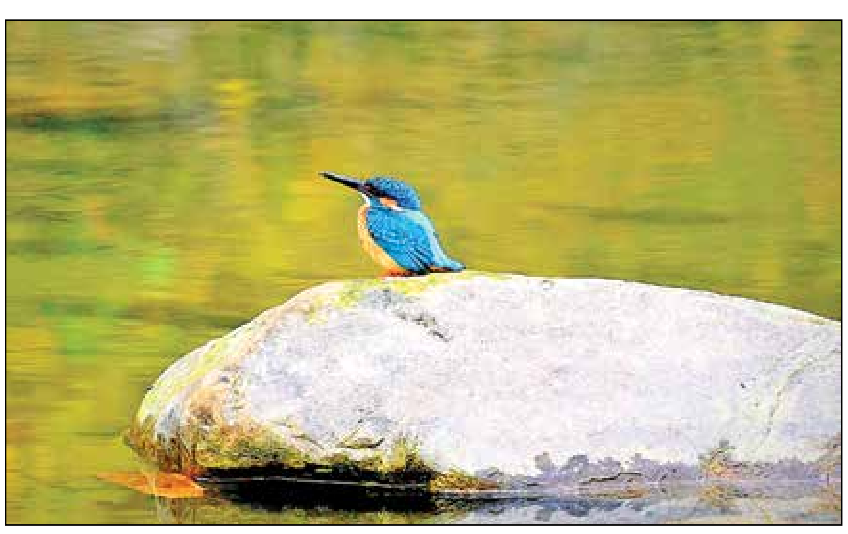

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শিকারের খোঁজে।। উত্তরাখণ্ডের করবেট টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শংকর দে।

রাজ্য সড়কে নজর নেই প্রশাসনের

ভাঙাচোরা পথে বিপদ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৫ মার্চ : গাড়ির চাকার গতি যত, ততই যেন ধুলোর পরিমাণ। একের পর এক গাড়ি ছুটছে, ধুলোময় হয়ে পড়ছে রাস্তার দুই পাশে থাকা বাড়িগুলি, গাছগাছালি। পরিস্থিতিতে শ্বাসকষ্ট বাড়ছে এলাকার। কিন্তু খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় থেকে পিডব্লিউডি মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কোনও বালাই নেই।

খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের এই তিন কিলোমিটার রাস্তায় প্রায়দিন দুর্ঘটনা ঘটায়, ক্ষোভও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কটির হাল ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে না, প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

এক দু'মাস ধরে নয়, টানা দুই বছর ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে এই তিন কিলোমিটার পথ। রাস্তার একাধিক জায়গাতেই বড় বড় গর্ত। গর্তগুলিতে চাকা পড়ে প্রায় সময়ই গাড়ি উলটে যাচ্ছে বা যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে। গত বছর বর্ষার সময় গর্তে জল জমে থাকায় নিয়ম করে প্রত্যেক দিন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তা সংস্কারে আন্দোলন হলে মেরামতির আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু আরও এক বর্ষা দোরগোড়ায় চলে এলেও, স্থায়ী সমাধানে রাস্তা মেরামতি হয়নি। মেরামতির নামে কয়েকটি জায়গায় তাপ্পি মেরেছে পূর্ত দপ্তর। ওই তাপ্পি উঠে গিয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত, এই রাস্তা ধরে কয়েকশো বালির ডাম্পার, ট্র্যাক্টর বিহারে যায়। এছাড়াও কয়েকশো বিহারগামী পণ্যবাহী ট্রাক এই পথে চলাচল করে। এই রাস্তায় নিয়মিত চলছে যাত্রীবাহী বাস ও ছোট গাড়ি। দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক গাড়িকেই।

অথচ এই রাস্তার পাশে রয়েছে খড়িবাড়ি বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত সমিতি ও খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। রাস্তার ধারেই রয়েছে তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়। এই রাস্তা দিয়ে তিনটি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা সাইকেল নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। এমন ব্যস্ত রাস্তা কেন সংস্কার করা হচ্ছে না, প্রশ্ন উঠেছে। খালটা বাজারের বাসিন্দা সন্তোষ জয়সওয়াল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, প্রশাসন সবাই দেখছে। কিন্তু রাস্তাটি সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।' রাস্তার বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়ে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'বিহারগামী ভারী পণ্যবাহী ট্রাক, বালি পাথরবোঝাই ডাম্পার যাতায়াত করায় এই অবস্থা। পূর্ত দপ্তর, খড়িবাড়ি বিডিও সকলকে সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হয়েছে।'

খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ বলছেন, 'রোড সেফটি মিটিংয়ে বহুবার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বলা হয়েছে। তবে কবে কাজ শুরু হবে বলতে পারছি না।' পূর্ত দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার জানান, রাস্তাটির ডিটেইল প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন কিংবা টেন্ডার কবে হবে জানা নেই তাঁর।

খড়িবাড়ি

খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের বেহাল দশা।

ছুটি নেই, তবু আমেজ ষোলোআনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ছুটি নেই, কিন্তু ছুটির মেজাজেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। শুক্রবারের পর শনিবারও ছুটি কাটালেন চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ কর্মী। সরকারি হিসেবে ছুটি ছিল শুক্রবার।

কিন্তু শনিবার বহির্বিভাগ খোলা থাকলেও, সুপার অফিসে কোনও কর্তাব্যক্তি ও কর্মচারীর দেখা মেলেনি। বেশিরভাগ সিনিয়ার ডাক্তারও এদিন কর্মস্থলমুখী হননি। ফলে অন্তর্বিভাগ থেকে বহির্বিভাগ, রোগী সামলানোর দায় চেপেছিল জুনিয়ারদের ওপরেই। অভিযোগ, রোগী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদিন সুপার অফিসে হাজিরা খুবই নগণ্য ছিল।

খোদ সুপারকেও এদিন অফিসে দেখা যায়নি। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলেছেন, 'সব বিভাগেই সিনিয়ার ডাক্তাররা রোগী দেখেছেন। আমার অফিসেও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন।'

দোল উপলক্ষ্যে শুক্রবার রাজ্য সরকারের ছুটি ছিল। সেদিন মেডিকেলের বহির্বিভাগও বন্ধ ছিল। কিন্তু শনিবার বহির্বিভাগ সহ মেডিকেলের সমস্ত বিভাগ খোলা থাকার কথা। শনিবার অর্ধদিবস অফিস খোলা থাকলেও সব আধিকারিক থেকে কর্মচারী অফিসে আসেন। কিন্তু এদিন সুপার অফিস ছিল কার্যত গড়ের মাঠ। তবে, বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখানোর জন্য রোগীরা এসেছেন।

হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, এদিন বহির্বিভাগে প্রায় ৫৪০ জন রোগী এসেছেন। দু'তিনটি বিভাগে সিনিয়ার ডাক্তাররা এলেও বেশিরভাগ বিভাগেই চিকিৎসা করাতে গিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর নির্ভরতা চোখে পড়েছে। ইসিজি, এক্স-রে, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি থেকে শুরু করে অন্য পরীক্ষার বিভাগগুলিতেও কর্মীসংখ্যা অনেক কম ছিল।

সুপার অফিসেও এদিন বেশিরভাগ কর্মীই আসেননি। দুপুর ১২টার পরেও সুপারের ঘর, সহকারী সুপারের ঘর, সুপার ব্যাক অফিস সহ অন্যান্য অফিসগুলি ছিল শুনসান। বেলা গড়িয়ে গেলেও দু'একজনের বেশি কর্মীর দেখা মেলেনি। তবে, এদিন প্রসূতি বিভাগে পূর্ব নির্ধারিত এবং জরুরি মিলিয়ে বেশকিছু সিজার হয়েছে। কিন্তু কলকাতা থেকে যে চিকিৎসকরা রোটেশনের ভিত্তিতে এখানে ডিউটি করেন, তাঁদের এদিন দেখা যায়নি।

কেননা, শুক্রবার ছুটি থাকায় তাঁরা বৃহস্পতিবার রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। সুপার অফিসের কর্মীরাও এদিন ছুটির আমেজেই ছিলেন। যদিও সুপারের দাবি, 'সবাই দায়িত্ব মতো অফিস করেছেন। মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিউটিরত অবস্থায় হাসপাতালের গ্রুপে ছবি দিয়েছেন। তাহলে কেউ আসেনি, এটা কেন বলা হচ্ছে?'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

- বহির্বিভাগ খোলা ছিল, তবুও বেশিরভাগ সিনিয়ার চিকিৎসক আসেননি শনিবার
- দেখা মেলেনি সুপারের
- অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে রোগী দেখলেন জুনিয়াররাই
- এদিন সুপার অফিস ছিল কার্যত গড়ের মাঠ
- গরহাজিরার অভিযোগ মানতে নারাজ সুপার

পলাশের আবিরে মদনমোহনকে রাঙাতে ভিড়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ মার্চ : কোচবিহারের দোল উৎসব বলতে প্রথমেই কুলদেবতা মদনমোহনের কথা উঠে আসে। শুক্রবার সকাল থেকে মদনমোহন মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল। বীরভূমের পলাশফুল দিয়ে তৈরি ভেষজ আবির দিয়ে ওইদিন মদনমোহনকে রাঙিয়ে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে বহ্নি উৎসব শেষে শুক্রবার থেকে পঞ্চম দোল পর্যন্ত মদনমোহনকে মন্দিরের বারান্দায় রাখা হচ্ছে। ফলে ভক্তরা সামনে থেকে মদনমোহনকে দেখতে ও তাঁর পায়ে আবির ছোঁয়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

দোলের দিন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা মদনমোহন বাড়িতে হাজির হন। সেখানে তাঁরা একে অপরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেন। পাশাপাশি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। জেলা শাসক বলেন, 'প্রত্যেকে যাতে সুষ্ঠুভাবে দোল উৎসব পালন করতে পারেন, সেজন্য দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে সব ব্যবস্থ করা হয়েছে।'

কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা দীপ্তি রায় মদনমোহনের পায়ে আবির দিতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রতিবছর দোল উৎসবের সকালে মদনমোহনবাড়িতে আসি। মদনমোহনকে আবির না দিয়ে আমরা রং খেলা শুরু করি না।' শুধু বয়স্ক মানুষ নয়, তরুণ-তরুণীদের ভিড়ে এদিন মদনমোহনবাড়ি চত্বর জমজমাট হয়ে ওঠে।

মদনমোহনকে কেন্দ্র করে যখন দোল উৎসবের মাত্রা চরমে উঠেছে, তখন শহরের রাসমেলা মাঠে একাধিক সংগঠনের আয়োজনে বসন্ত উৎসবের উন্মাদনা তুঙ্গে। আয়োজকদের তরফে সব্যসাচী কর্মকারের বক্তব্য, 'শান্তিনিকেতনের আদলে আমরা বাহারি বসন্ত পরিবারের তরফে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছি। এখানে স্থানীয় অনেক মানুষ এসেছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোল উৎসব পালন করা হল।'

নরেন্দ্রনারায়ণ উদ্যানে মোহনা সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়। সেখানেও ভিড় উপচে পড়ে।

শনিবার হোলির দিনও কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় আট থেকে আশি রংয়ের উৎসবে মেতে ওঠেন। পাড়ায় পাড়ায় কচিকাঁচাদের হরেক রকম পিচকারি নিয়ে পথচলতি মানুষকে রাঙিয়ে দিতে দেখা যায়। এদিন বাইকের দাপট রুখতে পুলিশের তরফে কড়া নজরদারি ছিল।

মদনমোহনকে আবির ছোঁয়াতে মন্দিরে পুণ্যার্থীরা। কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

> আমরা প্রতিবছর দোল উৎসবের সকালে মদনমোহনবাড়িতে আসি। মদনমোহনকে আবির না দিয়ে আমরা রং খেলা শুরু করি না।
>
> **দীপ্তি রায়**
> *কোচবিহারের বাসিন্দা*

ক্যানসারকে আনসার
(৭ মার্চ)

স্তন ক্যানসারকে ঠেকাতে কোচবিহারের প্রিয়াংকা দে তালুকদার নতুন দিশা দেখাচ্ছেন। তাঁর দাওয়াই একটি চোখের ওষুধ। গবেষণাটি 'নেচার' পত্রিকায় ঠাঁই পেয়েছে।

প্রযুক্তির কল্যাণে
(৭ মার্চ)

হারিয়ে যাওয়া পোষ্যদের খুঁজে বের করতে একটি মাইক্রোচিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। শিলিগুড়িতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে বলে পশু চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন।

মর্মান্তিক মৃত্যু
(৭ মার্চ)

রেলের নতুন প্রযুক্তির ট্রায়াল রানের সময় ভয় পেয়ে যাওয়া এক কুনকির পায়ের তলায় চাপা পড়ে প্রাক্তন এক সেনা আধিকারিকের মর্মান্তিক মৃত্যু।

পুড়ল বাস
(১১ মার্চ)

ভয়াবহ আগুনে এনবিএসটিসি'র একটি বাস পুড়ে গেল। ময়নাগুড়ি শহরের সুভাষনগর স্কুল মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। বেশ কয়েকজন জখম হন।

তদন্ত।। চটহাটের হাগরাগাছে সইদুলের বাড়ি থেকে পাসপোর্ট, পাসবই উদ্ধার।

ফ্রম চটহাট টু দুবাই ভিরেক্ট

সৌরভ রায়

চটহাটের মতো প্রত্যন্ত এক অঞ্চল থেকে মাঝেমধ্যেই দুবাই যাতায়াত যেন রূপকথা। অথচ সেটাকেই যেন সত্যি বানিয়ে ফেলেছিল মহম্মদ সইদুল। নেপথ্যে সাইবার প্রতারণা।

চটহাট বাজারের কাছে মধ্যবয়স্ক দুজন কথা বলছেন। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে বসে সেই কথোপকথন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। 'মোবাইলের দোকানের ছাওয়াখান নাকি কোটি কোটি বিদেশত পাঠাছে, এলায় পুলিশ উআক ধরিছে।' প্রথমজন চুপ করতেই আরেকজন বলে উঠলেন, 'বড় হাত ছে উআর পিছনত। না হইলে এত বড় কাণ্ডখান ঘটাছে দোকানত বসিয়া, হামা কাউ টেরখান পাং নাই', বলে থামলেন অপরজন।

এই সময় দাঁড়িয়ে কত বেকার ছেলে এত এত পড়াশোনা করেও সৎপথে আয়ের একটা সুযোগ করে উঠতে পারে না। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, এই পরিস্থিতিতে ক্লাস এইট পাশ শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাগরাগাছের বাসিন্দা সেই 'ছোকরা' মহম্মদ সইদুল অন্যের নামে কারেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে তা দিয়ে প্রায় ৮০ কোটি টাকার লেনদেন করে ফেলেছে। সেই টাকা আবার বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি পাঠিয়েছে দুবাইয়েও।

ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জামতাড়া সিরিজ ঝাড়খণ্ড থেকে সাইবার প্রতারণার চিত্র তুলে ধরেছিল। যেখানে মানুষকে বোকা বানিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত। আর সইদুলের আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণার কারবার সেই জামতাড়াকেও যেন হার মানাবে। খুব সহজেই। অনলাইন ব্যাটিং ও লোন অ্যাপের টাকা লেনদেন হচ্ছিল তার মাধ্যমে। তার চক্রের বিরুদ্ধে সেক্সটর্শনের অভিযোগও উঠেছে। সঙ্গে ছিল বড় চক্র। যা দুবাই থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল।

সইদুলের বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। বাড়িতে মা, স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা। পাশের একটি ঘরে থাকেন সইদুলের দাদা। আয়ের তাগিদে এই বাড়ি থেকে বাইরে গিয়ে মোবাইল রিপেয়ারিং শিখে ঘরে ফিরেছিল সইদুল। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া একটি ছোট্ট গ্রামে যেখানে বছর কয়েক আগেও ইন্টারনেট ঠিকঠাক পৌঁছায়নি, অনুন্নয়নের ছাপ ছত্রে ছত্রে। সেই গ্রামে বসে কোনওরকমের উচ্চশিক্ষা কিংবা প্রযুক্তিগত শিক্ষা ছাড়াই আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণার মতো এত বড় একটি কারবারের কিংপিন হয়ে ওঠা সইদুলকে নিয়ে সাধারণ মানুষের অবাক হওয়ার অন্ত নেই।

একা নয়, অপরাধের জাল বিস্তার করতে কিছু তরুণকে সে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে। হয়ে উঠেছে অপরাধ জগতের সম্রাট। কথায় আছে, 'টাকা কী না করতে পারে!' ছোট্ট মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের দোকানি তরুণের কাছে হঠাৎই টাকা বাড়তে শুরু করে। তখন তার সঙ্গে ভাব হয় অনেকেরই। চেনা চেহারার নেতারাও আপন করে নেয় তাকে। আরও সাহস বাড়ে তার। নেতাদের হাত পিছনে থাকায় বেশ কয়েক মাস আর ফিরে তাকাতে হয়নি সইদুলকে। এদিকে, মাঝেমাঝেই দুবাইয়ে যাতায়াত চলত তার। যা ওই গ্রামের মানুষের কাছে আশ্চর্যের ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বড় বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের ছবি পোস্ট করত সে। গ্রামে পাকা ঝাঁ চকচকে বাড়ি তৈরি করেছিল সইদুল। নিজের দোকান বাজারে ভাড়ায় থাকলেও, একটি মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছিল। একটি মোবাইল রিপেয়ারিং দোকান চালিয়ে সইদুলের একার পক্ষে এত কিছু একসঙ্গে সহজ তো নয়! প্রশ্ন উঠলেও, টুঁ শব্দ করেননি কেউ।

কিন্তু গত বছর দুবাই থেকে ফিরে আসতেই তার বাড়িতে পুলিশি হানায় হাজার হাজার পাসবই, এটিএম, প্যান কার্ড, সিম কার্ড উদ্ধার সাধারণ মানুষের ধারণাকেই যেন শুধু সিলমোহর দিয়েছিল। আসলে প্রচুর টাকা রোজগারের লালসা ধীরে ধীরে সইদুলকে নিয়ে গিয়েছে অপরাধের চরম শিখরে। গোটা ঘটনায় বহু প্রশ্ন জড়িয়ে। পুলিশ সে সবেরই উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ডাকঘরে ডামাডোল

শিবশংকর সূত্রধর
তুষার দেব

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জয়জয়কার। মানুষের হাতের মুঠোয় এআই। এই সময়ে প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে বারবার ডাক কেলেঙ্কারির ঘটনা রীতিমতো লজ্জার।

উত্তেজনা।। ঘেঘিরঘাট ডাকঘরের সামনে উত্তেজিত উপভোক্তাদের সামলাচ্ছে পুলিশ।

কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। কোচবিহারে ফের ডাক কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর প্রবাদটিকে একটু বদলে নেওয়া যেতে পারে। 'কারও বসন্ত, কেউবা সর্বস্বান্ত।' কোচবিহার জেলায় বারবার ডাক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় এক ভুল বারবার করলে শিক্ষকরা পেটাতেন। কিন্তু ডাকঘরে একই ভুল বারবার করে কোটি টাকার দুর্নীতি হলেও ভুল সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষ ঠিক কোন কোন পদক্ষেপ করেছে তা অজানা।

কয়েকটি ঘটনা ফিরে দেখা যাক।

২০১৭ সালের ডাক কেলেঙ্কারি : ওই বছরের মার্চে ডাক বিভাগের ব্যাপক কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস হয়। ঘটনার তদন্তে এসেছিল সিবিআই। ডাক বিভাগের পাসওয়ার্ড হাতিয়ে সেবারে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১০ কোটিরও বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। যার মূল মাস্টারমাইন্ড ছিলেন কোচবিহার-১ ব্লকের রাশিডাঙ্গা পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার রাহেমুল খন্দকার। পাশাপাশি ডাক বিভাগের তৎকালীন ঘুঘুমারি সাব-ডিভিশনের ইনস্পেকটর বিনোদ কুমার, ডাককর্মী দিলীপ দে, হোমেশ্বর বর্মন, সুজিত রায়ের নাম জড়ায়। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

২০২২ সালের ডাক কেলেঙ্কারি : ২০২২ সালের জুলাই মাসে তুফানগঞ্জের বলরামপুর পোস্ট অফিসে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে। তৎকালীন পোস্ট মাস্টার রাজীব ধর উপভোক্তাদের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা না করে আত্মসাৎ করেছিলেন বলে অভিযোগ।

২০২৪ সালের ডাক কেলেঙ্কারি: গত বছর ফেব্রুয়ারিতে কোচবিহার শহর সংলগ্ন গুড়িয়াহাটি শাখায় একই অভিযোগ ওঠে। তৎকালীন পোস্ট মাস্টার রতন দাস গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না করে আত্মসাৎ করতেন। কোটি টাকার ওপরে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

২০২৫ সালের ডাক কেলেঙ্কারি : গত ১০ মার্চ কোচবিহার-১ ব্লকের ঘেঘিরঘাট ডাকঘরে একই উপায়ে প্রায় কোটি টাকা কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। নাম জড়ায় পোস্ট মাস্টার আশরাফুল রহমানের। দেখা যায় দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা না করে আশরাফুল তা হাপিস করেছেন।

ঘটনাগুলি গভীরভাবে দেখলে একটি যোগসূত্র উঠে আসে। প্রায় প্রতিটি ঘটনাতেই কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড পোস্ট মাস্টাররা। প্রশ্ন উঠছে, তাঁরা কীভাবে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিতেন? উত্তর খুঁজতেই বেরিয়ে আসে ডাক বিভাগের দুর্বল পরিকাঠামো। এখনও সিংহভাগ ডাকঘরে 'মান্ধাত্বার আমলের' নিয়মই চালু রয়েছে। বহু ডাকঘরে প্রিন্টার মেশিন তো দূরের কথা, কম্পিউটারও নেই। টাকা জমা বা তোলার পর গ্রাহকের পাসবইয়ে সেই তথ্য হাতে লিখে দেন পোস্ট মাস্টাররা। ফলে তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। ছাপা রসিদের বদলে পোস্ট মাস্টার কাগজের চিরকুটে সিল, সই করে জমা করা টাকার হিসাব দিচ্ছেন। ব্যাংকগুলিতে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে আপলোড করে দেওয়া হয়। তাহলে সেই প্রযুক্তি সব ডাকঘরে চালু করা যাচ্ছে না কেন? নাকি আবার কবে দুর্নীতি হবে তার অপেক্ষা করছেন ডাক বিভাগের আধিকারিকরা?

প্রতারণার ঘুঁটি সাজাতে গ্রাহকদের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য অনেক কারবার করতেন পোস্ট মাস্টাররা। এবারে ঘেঘিরঘাটের 'কীর্তিমান' আশরাফুল এলাকাবাসীর বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতে পিছপা হতেন না। হাসিমুখে কথা বলে সকলকে মজিয়ে রাখতেন। তাতেই সহজে গ্রাহকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। সহজসরল মানুষ বিশ্বাসও করেছিল তাঁকে। ২০১৭ সালের ডাক কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড রাহেমুল তো আরেক ধাপ উপরে। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে জনমানসে সন্দেহ তৈরি হতে দেয়নি। কায়দা করে তিনি এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তধন প্রাপ্তির গল্প। আর সেই গল্প বিশ্বাস করেছিল এলাকার মানুষ। আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি। এলাকার মানুষ না হয় কেলেঙ্কারির আঁচ পাননি মানা গেল। কিন্তু ডাক বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা নিশ্চয়ই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন না। তদন্তে দেখা গিয়েছে কোনও দুর্নীতিই একদিনে হয়নি। বছরের পর বছর ধরে টাকা সরানো হয়েছে। অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টারদের দীর্ঘমেয়াদি কেলেঙ্কারির কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কেউই টের পাননি সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। নাকি ওই পোস্ট মাস্টারদের থেকে কিছু কিছু উপরমহলেও পৌঁছাত? আর এখন 'বলির পাঁঠা' করা হচ্ছে তাঁদের? অবশ্য পুরো বিষয়টিই তদন্তসাপেক্ষ। এখনও মানুষ ডাকঘরের উপর ভরসা করে। সেই ভরসা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলার আগে নিজেদের পরিকাঠামো উন্নত করে স্বচ্ছভাবে পরিষেবা দেওয়া হোক। এই দাবি সর্বত্রই।

শিল্পের টানে
(১২ মার্চ)

পেশায় রাজমিস্ত্রি কৈলাস দেবশর্মা। উত্তর দিনাজপুরের ফতেপুর দিলালপুর গ্রামের মানুষটি নেশায় একজন লোকশিল্পী। রাত হলেই মঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করা চাই।

পুলিশের বিল
(১২ মার্চ)

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিকেটিং বাবদ কোচবিহার কোতোয়ালি থানা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার বিল পাঠাল।

ক্যান্ডির কামাল
(১২ মার্চ)

ঘন দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি 'কালিম্পং ক্যান্ডি'। ভারতের নানা প্রান্তে তো বটেই, পড়শি নানা দেশেও এই চকোলেটের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

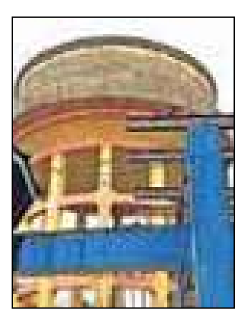

তীব্র জলসংকট
(১৩ মার্চ)

চৈত্র মাসের শুরুতেই ময়নাগুড়িতে পানীয় জলের সংকট তীব্র হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই শহরের বহু জায়গায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মিশন নির্মলে ফেল বালুরঘাট

রূপক সরকার

পুরসভার বাসিন্দারা খোলা মাঠে শৌচকর্ম করছেন এমন একটা উদাহরণ খুব একটা নেই। বালুরঘাট পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়া অবশ্য ব্যতিক্রম। অনেকের বাড়িতেই শৌচাগার নেই। শৌচকর্ম সারতে মাঠঘাটই ভরসা।

২০১৮ সালে তৎকালীন পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু অন্য কথা বলছে। গ্রামগঞ্জে খোলা মাঠে শৌচকর্ম করছে বহু মানুষ। বালুরঘাট পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়া অবশ্য সবাইকে চমকে দিচ্ছে। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েও এই এলাকার বেশির ভাগ বাসিন্দাকে শৌচকর্ম করতে যেতে হচ্ছে মাঠেঘাটে। কারণ বাড়িতে শৌচাগার নেই। অথচ পাশেই থাকা পুরসভার শৌচাগারটি বেহাল। সেখানে জল নেই। শৌচাগারে যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত নেই। সেটি ভেঙেচুরে একাকার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে নির্মল জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারিভাবে বেশ কয়েকটি সুলভ শৌচালয় গড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ যাতে মাঠেঘাটে শৌচকর্ম না করে তার জন্য লাগাতার প্রচার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করলে হাতেনাতে ধরে জরিমানা করা হয়েছে। বাড়িতে শৌচাগার না থাকলে র‍্যাশন মিলবে না বলে একটা সময় রটনা হয়েছিল। গোটা জেলা তোলপাড় হয়েছিল। সমস্যা মেটাতে বাড়িতে শৌচাগার আছে বলে বাসিন্দাদের অনেকেই লিখিতভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন। পরে অবশ্য সেই গুজবের বাড়বাড়ন্ত হয়নি। তবে গ্রামীণ এলাকাতে এখনও বহু মানুষ মাঠঘাটে শৌচকর্ম করে চলেছে।

বালুরঘাট পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়া এলাকায় ৩০-৪০টি ঘর। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষ দুঃস্থ। যার ফলে অনেকেই বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করতে পারেনি। শহর এলাকায় বসবাস অথচ বাড়িতে শৌচাগার নেই এমন উদাহরণ হয়তো বিরল। কারও বাড়িতে শৌচাগার থাকলেও সেগুলো খুব একটা ব্যবহার উপযোগী নয়। বেশ কয়েক বছর আগে পুরসভার তরফে এলাকায় একটি কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করা হয়েছিল। সেটা বর্তমানে বেহাল। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। সেখানে যাওয়ার রাস্তাটুকুও অস্তিত্ব হারিয়েছে।

এই ঘটনায় দায় কার? প্রশাসনের? হয়তো না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে বালুরঘাটের এইসব বাড়িতে বাসিন্দাদের মোবাইল ফোন রয়েছে। একটা, দুটো নয়, একাধিক। তা সত্ত্বেও বাসিন্দারা কী কারণে বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করেননি সেই উত্তরটি অজানা। সমস্যা মেটাতে পুরসভা অবশ্য তৎপর। বাসিন্দারা যাতে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম না সারেন সেজন্য প্রশাসনের তরফে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে। পুরসভার তরফে শহরে ৭৭টি কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মূলত জনবহুল এলাকায় এই শৌচাগারগুলি তৈরি করা হয়েছে। নিজেদের নির্মল পুরসভা হিসেবে তারা ঘোষণা করেছে।

তবে কী কারণে হঠাৎপাড়ার শৌচাগারটি সংস্কার করা হচ্ছে না সেটা অনেকেরই প্রশ্ন। যদিও পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে ওই এলাকার যে কমিউনিটি টয়লেট রয়েছে সেটি দ্রুত ঠিক করা হবে।

পাশাপাশি যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদের জন্য সরকারি শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

বাড়িতে শৌচাগার না থাকলে কী পরিস্থিতি হয় সেটা বলিউড বেশ কয়েক বছর আগে 'টয়লেট : এক প্রেম কথা' নামে এক সিনেমায় তুলে ধরেছিল। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে সেই সিনেমার মূল চরিত্র শেষপর্যন্ত বাড়িতে একটি শৌচাগার বানিয়ে নিয়েছিলেন। হঠাৎপাড়ার বাসিন্দারাও তাই করুন, মনেপ্রাণে চাইছেন বালুরঘাট পুরসভার অন্য এলাকার বাসিন্দারা।

বেহাল।। বালুরঘাট পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে কমিউনিটি টয়লেট।

২৪ ঘণ্টায় যুদ্ধ বন্ধের দাবি মজা করে বলা, স্বীকারোক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ইউক্রেনীয় সেনার আত্মসমর্পণ চান পুতিন

মস্কো, ১৫ মার্চ : ইউক্রেনের পর এবার রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতির জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করছে ট্রাম্প সরকার। বুধবার মস্কোয় আমেরিকার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেই কথা জানিয়ে ট্রাম্পের দাবি, ইউক্রেনের সঙ্গে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে রাশিয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।'

তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে তিনি আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করার যে দাবি করেছিলেন তা যে শুধু কথার কথা ছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন ট্রাম্প। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'ঠাট্টার ছলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলেছিলাম। বোঝাতে চেয়েছিলাম খুব তাড়াতাড়ি এই যুদ্ধ আমি শেষ করতে পারব।' আমেরিকা মধ্যস্থতা করার পরেও ইউক্রেন ও রাশিয়া যে একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছে না দু-দেশের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এক্স পোস্টে অভিযোগ করেছেন, 'যুদ্ধবিরতির জন্য কঠিন ও অগ্রহণযোগ্য শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি কূটনৈতিক আলোচনাকে ধ্বংস করতে চাইছেন।' ইউক্রেনের অভিযোগকে আমল দেননি পুতিন। কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউক্রেনে বিমান হামলার ঝাঁঝ বাড়িয়েছে রাশিয়া। সমান্তরালে রাশিয়ার কুরস্ক দখল করে থাকা ইউক্রেনীয় সেনাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রুশ সেনাবাহিনী। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় সেনা রাশিয়ার বাহিনীর ঘেরাটোপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। জেলেনস্কি সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসার শর্ত হিসাবে সেই ইউক্রেনীয় সেনাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছেন পুতিন।

শুক্রবার টিভিতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আবেদনের প্রতি সহানুভূতিশীল। কুরস্কের ইউক্রেনীয় সেনারা যদি আত্মসমর্পণ করেন তাহলে আমরা তাঁদের জীবনের নিশ্চয়তা দেব এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করব।' গত সপ্তাহে ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'কুরস্কে হাজার হাজার ইউক্রেনীয় সেনাকে রুশবাহিনী পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছে। ইউক্রেনের সেনাদের অবস্থা খুব খারাপ। তাঁরা দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনকে অনুরোধ জানাচ্ছি। নয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটি ভয়াবহ গণহত্যা ঘটবে।'

ইউক্রেন অবশ্য ট্রাম্পের দাবি মানতে রাজি হয়নি। সেদেশের সেনার জেনারেল স্টাফ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের ইউনিটগুলিকে ঘিরে ফেলার কোনও আশঙ্কা নেই।' তবে পরিস্থিতির জটিলতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, 'কুরস্কের পরিস্থিতি স্পষ্টতই খুব কঠিন। তবে অভিযানটি এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেনীয় বাহিনী ওই এলাকায় ঢুকে পড়ার পর রাশিয়া অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে পূর্বাঞ্চলীয় লজিস্টিক হাব পোকরোভস্কের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার লড়াইয়ে শামিল ইউক্রেনীয় বাহিনীর ওপর চাপ কমেছে।'

রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে

ডোনাল্ড ট্রাম্প

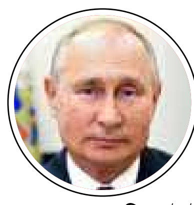

আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আবেদনের প্রতি সহানুভূতিশীল। কুরস্কের ইউক্রেনীয় সেনারা যদি আত্মসমর্পণ করেন তাহলে আমরা তাঁদের জীবনের নিশ্চয়তা দেব এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করব।

ভ্লাদিমির পুতিন

যুদ্ধবিরতির জন্য কঠিন ও অগ্রহণযোগ্য শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি কূটনৈতিক আলোচনাকে ধ্বংস করতে চাইছেন।

ভোলোদিমির জেলেনস্কি

ট্রাম্পের নজরে গ্রিনল্যান্ড

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : আজ না হোক কাল আমেরিকার দখলে যাবে গ্রিনল্যান্ড। এমনটাই মনে করছেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ জরুরি বলে মনে করছে আমেরিকা।' তবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই সংযুক্তিকরণ হবে কি না তা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরিবর্তে গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দাদের আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প যখন এই কথা বলছিলেন সেসময় তাঁর পাশে বসে ছিলেন ন্যাটোর সচিব মার্ক রুটে। তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি। ট্রাম্পের প্রস্তাব একবাক্যে খারিজ করে দিয়েছেন গ্রিনল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী মেটে এগেদে। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'যথেষ্ট হয়েছে।'

রসুল বহিষ্কৃত

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : আমেরিকা ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ঘৃণা করার অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম রসুলকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার। তাঁকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমেরিকা থেকে কোনও দেশের শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিককে বহিষ্কারের ঘটনা নজিরবিহীন। ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের দপ্তর। আমেরিকা অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম রসুলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর স্বাগত জানানো হবে না। রসুল একজন জাতি বিদ্বেষী রাজনীতিবিদ, যিনি আমেরিকাকে ঘৃণা করেন এবং প্রেসিডেন্টকেও ঘৃণা করেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনা করার কিছু নেই এবং তাই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।'

মোদির জন্য

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার শপথ নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ওয়াশিংটন সফর করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সামনে মার্কিন রাজধানী শহরের 'ভাবমূর্তি' বজায় রাখতে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন ট্রাম্প। শনিবার নিজেই সেই কথা জানিয়েছেন। ট্রাম্প জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির ওয়াশিংটন সফরের ঠিক আগে তাঁর নির্দেশে শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হয়েছিল। সংস্কার করা হয় একাধিক রাস্তাঘাট। বিভিন্ন জায়গায় সরকার বিরোধী গ্রাফিতিও মুছে ফেলা হয়েছিল সেই সময়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাঁকে যাতে অস্বস্তিতে পড়তে না হয় সেই কারণেই যে এই উদ্যোগ তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি চাইনি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখানে এসে ভাঙা ব্যারিকেড, গ্রাফিতি, তাঁবু আর রাস্তার গর্ত দেখুন। সেই কারণে ওয়াশিংটনকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল।'

আইসিস নেতা খুন, কৃতিত্ব নিয়ে টানাটানি

বাগদাদ, ১৫ মার্চ : ইরাক ও আমেরিকার যৌথ অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ইসলামিক স্টেটের (আইসিস) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা (সহকারী খলিফা) আবদুল্লাহ মাক্কি মুসলিহ আল-রুফায়ি ওরফে আবু খাদিজার। শুক্রবার আলাদাভাবে সেই অভিযানের কৃতিত্ব দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরাকের প্রধানমন্ত্রী শিয়া আল সুদানি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দু'জনেই একে অপরের বাহিনীর ভূমিকাকে 'লঘু' করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আইসিসের নেতা লুকিয়ে ছিলেন। আমাদের সাহসী সেনারা ওঁকে ক্রমাগত অনুসরণ করছিলেন। শুক্রবার আইসিস নেতাকে তাঁরা হত্যা করেছেন। আরও এক আইসিস সদস্য নিহত হয়েছেন। ইরাক ও কুর্দিশ আঞ্চলিক প্রশাসন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। শক্তি শান্তি এনেছে।'

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে খাদিজা নিধনের যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, সেখানেও অভিযানের যাবতীয় কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে ট্রাম্পকে। ভিডিওর সঙ্গে লেখা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সক্রিয়তায় আইসিস নেতাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে। এদিকে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী সুদানি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অন্ধকারময় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইরাকিরা তাঁদের দুর্দান্ত বিজয় জারি রেখেছে।' পোস্টে আমেরিকার উল্লেখই করেননি সুদানি। একই ঘটনা প্রসঙ্গে দু'পক্ষের বয়ান কূটনৈতিক মহলের নজর এড়ায়নি।

প্রয়াত দেব মুখোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৫ মার্চ : প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা দেব মুখোপাধ্যায়। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের বাবা দেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে রানি মুখোপাধ্যায় ও কাজলের কাকা। তাঁর শেষকৃত্যে রানি ও কাজলের পাশাপাশি অজয় দেবগণ, তনুজা, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, হৃতিক রোশন, সিদ্ধার্থ মালহোত্রার মতো বলিউডের তারকারা উপস্থিত ছিলেন। আঁশু বন গয়ে ফুল, দো আঁখে, অভিনেত্রী, গুদগুদি, কামিনে, বাতো বাতো মে-র মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

হঠাৎ তুষারপাতে আত্মহারা পর্যটকরা। শনিবার পহেলগাঁওতে।

নেপথ্যে চর্চায় পাক যোগ

অমৃতসরের মন্দিরে গ্রেনেড হামলা

অমৃতসর, ১৫ মার্চ : একটি মন্দিরে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল অমৃতসরের খান্ডওয়ালায়।

শুক্রবার মধ্যরাতে দুজন মোটরসাইকেল আরোহী ঠাকুরদ্বার মন্দিরে গ্রেনেড ছুড়ে হামলা চালায়। সেই দৃশ্য সিসিটিভি বন্দি হয়েছে। মধ্যরাতে মন্দিরে এহেন গ্রেনেড হামলায় কোনও হতাহত না হলেও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, আততায়ীদের মোটরসাইকেলে একটি পতাকা লাগানো রয়েছে। তারা প্রথমে মন্দিরের বাইরে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর একটি বস্তু মন্দির চত্বরের ভিতর ছোড়ে। কয়েক মুহূর্ত পরেই সেখানে কানফাটা আওয়াজ শোনা যায়। সেইসময় মন্দিরের ভিতরেই ছিলেন পুরোহিত। তিনি অবশ্য অক্ষত রয়েছেন।

এভাবে মন্দিরে গ্রেনেড হামলা যে সাধারণ দুষ্কৃতীদের কাজ নয় সেকথা জানিয়ে অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত ভুল্লার বলেছেন, 'পাকিস্তান বিভিন্ন সময় এই ধরনের হামলা ঘটিয়েছে। আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত করছি। যারা দোষী তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি। কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল আমরা তাও খতিয়ে দেখছি। তবে এই হামলার ঘটনা আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছি।' মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও পাকিস্তান যোগের বিষয়টি উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান নিয়মিত ড্রোন পাঠাচ্ছে। তারা এই কাজটি করে যাচ্ছে। পঞ্জাবকে তারা কেন শান্ত দেখতে চাইবে?' পুলিশের ওপর আস্থা রাখলেও মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটেও খারাপ হয়নি। এদিকে বিরোধী দল কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং মন্দিরে গ্রেনেড হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছেন তিনি।

প্রশ্নের মুখে ডাবল ইঞ্জিন সরকার

৪৮ ঘণ্টায় দুই পুলিশকর্তা খুন বিহারে

পাটনা, ১৫ মার্চ : বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাতে থাকা বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে গেল। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে প্রথমে আরারিয়ায় তারপর মুঙ্গেরে দুজন পুলিশ আধিকারিক সমাজবিরোধীদের হাতে খুন হয়েছেন। উর্দিধারীদের এহেন পরিণতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী বিহারে অপরাধের রমরমা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যে দুই পুলিশ আধিকারিক নিহত হয়েছেন তাঁরা হলেন মুঙ্গেরের মুফাস্সিল থানার এএসআই সন্তোষ কুমার এবং আরারিয়া জেলার ফুলকাহানা থানার এএসআই রাজীব রঞ্জন। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ মুঙ্গেরের আইটিসি নন্দলালপুর গ্রামে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা মিটমাট করতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হন সন্তোষ কুমার। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। অজ্ঞান অবস্থায় ওই পুলিশ আধিকারিককে তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে মুঙ্গের সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর সেখান থেকে পাটনা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছোনোর আগেই রাস্তাতেই মৃত্যু হয় পুলিশ আধিকারিকের। কৈমুর জেলার ভাবুয়ার বাসিন্দা এএসআই সন্তোষ কুমার একবছর আগে মুঙ্গেরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

অন্যদিকে বুধবার এএসআই রাজীব রঞ্জন এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন। তার নাম আনমোল যাদব। এর জবাবে ওই পুলিশ আধিকারিকের ওপর চড়াও হয় যাদবের লোকজন। ওই এএসআইকে হত্যার পাশাপাশি আনমোলকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেও সক্ষম হয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশের এফআইআরে ১৮ জনের নামের পাশাপাশি ২০-২৫ জন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরও নাম রয়েছে। ২০০৭ সালে পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন রাজীব রঞ্জন।

ভাষা বিতর্কে স্ট্যালিনকে কটাক্ষ পবন কল্যাণের

অমরাবতী ও চেন্নাই, ১৫ মার্চ : কেন্দ্র বনাম তামিলনাড়ুর ভাষা বিতর্কে এবার প্রতিবেশী রাজ্যকে নিশানা করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু অভিনেতা পবন কল্যাণ। তাঁর মতে, তামিলনাড়ু সুবিধাবাদী রাজনীতি করছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ তুলে প্রায় প্রতিদিনই সুর চড়াচ্ছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। সম্প্রতি রাজ্য বাজেটের লোগোতে ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক মুছে তামিল প্রতীক ছেপেছিল তামিলনাড়ু সরকার। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই পবন কল্যাণ বলেছেন, তামিলনাড়ুর নেতারা তামিল সিনেমা হিন্দিতে ডাবিং করে টাকা কামাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দি ভাষার বিরোধিতা করছেন।

জনসেনা সুপ্রিমোর সাফ কথা, 'তামিলনাড়ুতে লোকজন হিন্দি চাপানোর বিরোধিতা করেন। আমার ভাবতে অবাক লাগছে, হিন্দিতে যখন ওঁদের এতই আপত্তি, তখন ওঁরা তামিল সিনেমাগুলিকে হিন্দিতে ডাব করান কেন? ওঁরা বলিউড থেকে টাকা চান। কিন্তু হিন্দিকে মানতে প্রস্তুত নন। এটা কী ধরনের যুক্তি?' উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি থেকে সস্তার শ্রমিক নেওয়া নিয়েও তামিলনাড়ু সরকারকে বিঁধেছেন পবন কল্যাণ। তিনি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং ছত্তিশগড়ের মতো হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি থেকে তামিলনাড়ু সরকার শ্রমিক চায়। কিন্তু তবুও ওঁরা হিন্দিকে পছন্দ করেন না। এটা কি পক্ষপাতিত্ব নয়? ওঁরা বিহারের শ্রমিকদের স্বাগত জানান। কিন্তু তাঁদের ভাষাকে খারিজ করেন। এই দ্বিচারিতা কেন?' পবন কল্যাণের আক্রমণের জবাবে ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান বলেন, 'তামিলনাড়ু ১৯৮৩ সাল থেকে বরাবরই দ্বি-ভাষা নীতি নিয়ে চলে। স্কুলে তামিল এবং ইংরেজি পড়ানো হতই। এই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়েছিল পবন কল্যাণের জন্মের আগেই। উনি তামিলনাড়ুর রাজনীতি জানেন না।'

এদিকে ডিলিমিটেশন নিয়ে স্ট্যালিনের উদ্যোগকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস সহ বেশ কয়েকটি বিজেপি বিরোধী দল। কংগ্রেসশাসিত তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, ওড়িশার বিরোধী দল বিজেডি, অন্ধ্রপ্রদেশের বিরোধী দল ওয়াইএসআর কেসিআরের বিআরএস স্ট্যালিনের ডাকা বৈঠকে হাজির থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'তামিল সিনেমা হিন্দিতে ডাব করে টাকা কামান'

হোলির দিনে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্রের সঙ্গে নাচ হেমা মালিনীর। পুরীতে।

বিজেপির বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : বিজেপির পরবর্তী সভাপতি কে হচ্ছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। অথচ পরবর্তী সভাপতি নির্বাচনে যেভাবে বিলম্ব হচ্ছে তাতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী মাসের ১৮ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বেঙ্গালুরুতে বিজেপির ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক বসতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। ওই বৈঠকেই বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা হতে পারে। দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অঞ্চল থেকেই পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বেছে নেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি কোনও মহিলা মুখকে ওই পদে আনার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

৪১ দেশের ভ্রমণে নিষেধ আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : বেআইনি অভিবাসন ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ করছে ট্রাম্প সরকার। বিভিন্ন দেশের অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এবার একধাপ এগিয়ে স্পর্শকাতর দেশগুলির তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে আমেরিকা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে আংশিক বা পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে। তালিকা তৈরির কাজ শেষ না হলেও সেখানে অন্তত ৪১টি দেশের নাম থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এইসব দেশের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ৩টি দেশের নাম থাকার সম্ভাবনা প্রবল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত দেশগুলিকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। প্রথম ভাগে থাকা দেশগুলির নাগরিকদের আমেরিকায় ঢোকা পুরোপুরি বন্ধ করা হবে। এই দেশগুলি হল ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, আফগানিস্তান ও সিরিয়া। দ্বিতীয় ভাগে থাকার সম্ভাবনা মায়ানমার, সুদান, ইরিত্রিয়া, হাইতি, লাওসের মতো গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলির। তৃতীয় ভাগে থাকতে পারে মোট ২৬টি দেশের নাম। এখানে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান ও ভুটান। এই দেশগুলির ওপর শর্তসাপেক্ষে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। বিভিন্ন দেশের জন্য শর্তের বয়ান আলাদা হতে পারে।

আজব দুনিয়া

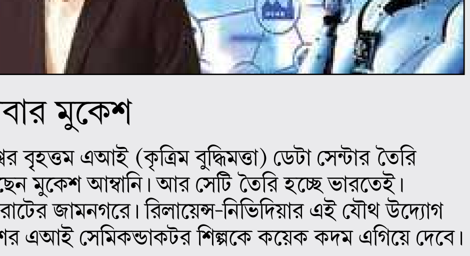

আবার মুকেশ

বিশ্বের বৃহত্তম এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ডেটা সেন্টার তৈরি করছেন মুকেশ আম্বানি। আর সেটি তৈরি হচ্ছে ভারতেই। গুজরাটের জামনগরে। রিলায়েন্স-নিভিদিয়ার এই যৌথ উদ্যোগ দেশের এআই সেমিকন্ডাকটর শিল্পকে কয়েক কদম এগিয়ে দেবে।

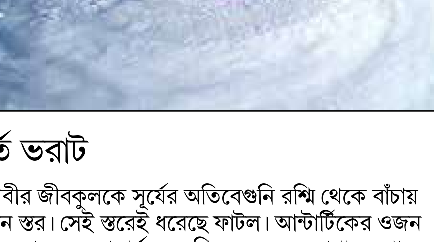

গর্ত ভরাট

পৃথিবীর জীবকুলকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায় ওজন স্তর। সেই স্তরেই ধরেছে ফাটল। আন্টার্টিকের ওজন স্তরে তো বড়সড়ো গর্ত হয়ে গিয়েছে। তবে আশার কথা ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ২০৬৬ সাল নাগাদ গর্তটি ভরাট হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেয়েদের চাকরির সুযোগ বেড়েছে ৪৮ শতাংশ, সমীক্ষা রিপোর্ট

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চ : মেয়েরা আর ঘরে বসে থাকতে চান না। তাঁরা বিভিন্ন শহরে চাকরির খোঁজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এদেশে চাকরির বাজারে মহিলাদের চাকরির সুযোগও বেড়েছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরে ভারতে মেয়েদের চাকরির সুযোগ ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে নতুন মুখের চাহিদা। যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের চাকরির সুযোগ বেড়েছে সেগুলি হল, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাংকিং, আর্থিক-পরিষেবা, বিমা, শিল্পোৎপাদন ও স্বাস্থ্যসেবা।

ফাউন্ডিট-এর সমীক্ষা বলছে, মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ চাকরি বেড়েছে ফ্রেশারদের জন্য। কেরিয়ার গড়তে চাওয়া মহিলা পেশাদারদের চাহিদা বেড়েছে তথ্যপ্রযুক্তি, মানবসম্পদ ও বিপণনে। বেতন সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা অর্থাৎ ৮১ শতাংশ মহিলা আয় করেন ০ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। ১১ শতাংশ মহিলা বছরে আয় করেন ১১-২৫ লক্ষ টাকা। ৮ শতাংশ মহিলা বছরে বেতন পান ২৫ লক্ষ টাকার বেশি। একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা পড়াশোনার ব্যাপারে কলা বিভাগের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। ইদানীং তাঁদের মধ্যে উৎসাহজনক প্রবণতা বেড়েছে বিজ্ঞান, মানবসম্পদ ও বিপণনে। এছাড়াও কর্মী-ব্যাবস্থাপনা, জনসংযোগ, বিজ্ঞাপন ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে মহিলাদের চাকরির সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফাউন্ডিটের বিপণন প্রেসিডেন্ট অনুপমা ভিমরাজকা জানিয়েছেন, দেশের চাকরির বাজার দ্রুত বাড়ছে। মহিলাদের চাকরির অনেক সুযোগ বেড়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর চাকরিতে মেয়েরা বেশি সংখ্যায় যোগ দিচ্ছেন। সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন চাকরিপ্রার্থী মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রথম সারির শহরগুলিতে মেয়েদের চাকরির খোঁজ বেড়েছে ৫৯ শতাংশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে চাকরির খোঁজ বেড়েছে ৪১ শতাংশ।

নৈতিক জয়, দাবি জোড়াফুল শিবিরের

এপিক-আধার যোগে পরশু বৈঠক কমিশনের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : ভূতুড়ে ভোটার বিতর্কে লাগাতার চাপের মুখে শেষমেশ নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের (এপিক) সঙ্গে আধার সংযুক্তের ব্যাপারে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন। শনিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে দলের নেতাদের ভার্চুয়াল বৈঠকের আগে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে নিজেদের নৈতিক জয় দেখছে রাজ্যের শাসকদল।

সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘প্রথমে তিনটি বিবৃতি। আর এখন এই বৈঠক। এটি শুধুমাত্র মুখরক্ষার চেষ্টা। আমরা নির্বাচন পর্যন্ত চূড়ান্ত নজরদারি চালিয়ে যাব।’

একনজরে

- মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে বৈঠক
- জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকেও কমিশন মতামত চেয়েছে
- ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এই বিষয়ে তাদের মতামত জমা দিতে বলা হয়েছে

মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশনের বাকি দুই ইসি সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, আইনবিভাগের সচিব রাজীব মণি এবং ইউআইডিএআই-য়ের সিইও ভুবনেশ কুমার। পাশাপাশি, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকেও কমিশন মতামত চেয়েছে। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এই বিষয়ে তাদের মতামত জমা দিতে বলা হয়েছে। বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হবে ভোটার পরিচয়পত্রের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ এবং এর প্রযুক্তিগত ও আইনি দিকগুলি।

ভূতুড়ে ভোটার তালিকা, ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নিয়ে সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে গিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসে তৃণমূল। বিজেপিও ভুয়ো ভোটার থাকার অভিযোগে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, ক্লোন করা আধার কার্ড ব্যবহার করে ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকায় তোলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অভিযোগ করেছেন, ভোটার তালিকায় প্রচুর অনিয়ম রয়েছে। বিশেষ করে, একই ভোটার কার্ড নম্বরে একাধিক ব্যক্তির নাম থাকার বিষয়টি সামনে এনে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকে বসার সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসতেই এদিন তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ‘তাদের লাগাতার প্রচার এবং চাপের কারণেই এই বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।’

ভোটার তালিকায় গরমিল নিয়ে তৃণমূলের কঠোর অবস্থানকে ইতিমধ্যেই সমর্থন করেছে কংগ্রেস, বিজেডি, আপের মতো একাধিক বিরোধী দল। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ভোটার তালিকায় জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন। অন্যদিকে আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে ভূতুড়ে ভোটার ইস্যুতে জনমত তৈরি করতে তৃণমূলনেত্রী সর্বশক্তি দিয়ে বিষয়টিকে প্রচারের আলোয় এনেছেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘প্রথমে তিনটি বিবৃতি। আর এখন এই বৈঠক। এটি শুধুমাত্র মুখ রক্ষার চেষ্টা। আমরা নির্বাচন পর্যন্ত চূড়ান্ত নজরদারি চালিয়ে যাব।’ কংগ্রেস, তৃণমূলের তরফে অভিযোগ পেয়ে কিছুদিন আগে কমিশন জানিয়েছিল, যাঁদের ডুপ্লিকেট এপিক রয়েছে তাঁদের তিন মাসের মধ্যে নতুন এপিক দেওয়া হবে।

২০১৫ সালে কমিশনের তরফে ন্যাশনাল ইলেকটোরাল রোলস পিউরিফিকেশন অ্যান্ড অথেনটিকেশন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল। তাতে আধারের সঙ্গে এপিক সংযুক্তিকরণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, আধার শুধুমাত্র কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং প্যানের সঙ্গেই সংযুক্ত করা যাবে। কমিশনের ওই প্রকল্পটি সেইসময় স্থগিত হয়ে যায়। কমিশনের লক্ষ্য ছিল, ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট নম্বর মুছে ফেলা। কিন্তু আধার-ভোটার সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই কেন্দ্র তখন বলেছিল, সংযুক্তিকরণ না করলেও ভোটার তালিকা থেকে কোনও ভোটারের নাম বাদ যাবে না। কিন্তু ২০২১ সালে জনপ্রতিনিধি আইনের ২৩ নম্বর ধারা সংশোধন করে ঐচ্ছিকভাবে এপিকের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরুর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এখনও পর্যন্ত দুটি কার্ডের তথ্যভাণ্ডার সংযুক্ত করে উঠতে পারেনি। মঙ্গলবারের বৈঠকের পর নতুন কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেদিকেই এখন লক্ষ সারাদেশের।

হোলির রংয়ে রঙিন গোটা দেশ। উত্তরপ্রদেশের বলদেও গ্রামে মহিলাদের উদ্‌যাপন। নীচে প্রয়াগরাজে এক অনুষ্ঠানে ভিড় অগুনতি মানুষের।

এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা সফর মোদির

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : মরিশাসের পর এবার শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এপ্রিলের গোড়ায় ওই সফর হওয়ার কথা। শনিবার শ্রীলঙ্কা সরকারের বিদেশমন্ত্রী বিজিতা হেরাথ এই কথা জানিয়েছেন। গতবছর দিল্লি এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরাকুমারা দিশানায়েকে। ওই সফরে নয়াদিল্লি-কলম্বোর মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। মোদির আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে সেগুলি চূড়ান্ত হবে। ত্রিংকোমালি জেলার পূর্বে সামপুর শহরে একটি ১৩৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ২০২৩ সালে সিলোন ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এবং এনটিপিসির মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির উদ্বোধন করবেন মোদি। শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, দিশানায়েকের এনপিপি সরকার ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। সেই কারণেই দ্বীপরাষ্ট্র একাধিক উপকারও পেয়েছে। জাতীয় স্বার্থ বজায় রেখেই যে তাঁরা বিদেশনীতি নির্ধারণ করবেন সেই কথা জানিয়ে দিয়েছেন হেরাথ।

ঘনঘন ভিয়েতনাম

রাহুলকে খোঁচা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ঘনঘন ভিয়েতনাম সফর নিয়ে শনিবার খোঁচা দিল বিজেপি। সংসদে বর্তমানে বাজেট অধিবেশন চলছে। এমন সময়ে বিরোধী দলনেতা ভিয়েতনামে চলে যাওয়া জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছে বলেও জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। রাহুল কেন এতটা সময় নিজের লোকসভা কেন্দ্র রায়বেরেলির জন্য বরাদ্দ করছেন না তা নিয়েও নিশানা করেছে বিজেপি। কংগ্রেসকে বিরোধী দলনেতার বিদেশসফরের তথ্য প্রকাশ করতে বলে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি সেখানে বলেন, ‘ইংরেজি নতুন বছরে থাকার পর হোলিতেও ভিয়েতনামে রয়েছেন রাহুল গান্ধি। নিজের এলাকার তুলনায় ভিয়েতনামে বেশি সময় কাটাচ্ছেন উনি। ভিয়েতনামের প্রতি ওঁর এই অস্বাভাবিক ভালোবাসার কারণ কী তার ব্যাখ্যা করা উচিত।ওই দেশে ওঁর এই ঘনঘন যাতায়াত অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়।’

এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে দেশজুড়ে সাতদিনের শোক চললেও ভিয়েতনামেই কাটান রাহুল। সেসময়ও বিজেপি তাঁর সমালোচনা করেছিল। এদিন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে যখন সংসদের অধিবেশন চলছে তখন চুপিসারে বারবার বিদেশ সফরে চলে যাওয়াটা দেশের সুরক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।’ এদিকে কর্ণাটকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় মুসলিম ঠিকাদারদের সংরক্ষণ নিয়ে রবিশংকর প্রসাদ বলেন, ‘কংগ্রেস তোষণের রাজনীতি করছে। রাহুল গান্ধি রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছেন। মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত রাহুল গান্ধির পূর্ণ সমর্থনে পাস করানো হয়েছে।’

‘ঠুমকা লাগাও, নইলে সাসপেন্ড’

পাটনা, ১৫ মার্চ : বিতর্কে জড়ালেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ী দেবীর তথা আরজেডি নেতা তেজপ্রতাপ সিং যাদব। শুক্রবার নিজের সমর্থকদের সঙ্গে হোলি পালন করেন তিনি। সেখানে এক কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে নাচতে বাধ্য করেন তেজপ্রতাপ। এমনকি নাচতে না চাইলে ওই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তিনি। একটি ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছে তেজপ্রতাপ বলছেন, ‘অ্যায় সিপাহী, এক গানা বাজায়েঙ্গে উসপে তুমকো ঠুমকা লাগানা হ্যায়।’ এরপরই তিনি হুমকি দেন, যদি তুমি না নাচো তাহলে তোমাকে সাসপেন্ড করা হবে। চাপের মুখে শেষমেশ আরজেডি কর্মীদের সঙ্গে নাচতে বাধ্য হন ওই পুলিশকর্মী। অপর একটি অনুষ্ঠানে তেজপ্রতাপের সমর্থকরা এক ব্যক্তির প্যান্ট খুলে তাঁকে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। লালু-পুত্রের এহেন কীর্তির সমালোচনা করে জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, ‘বিহার বদলে গিয়েছে। তেজস্বী, তেজপ্রতাপ বা লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের বাকি সদস্য যেই হোন, তাঁদের মাথায় রাখা উচিত, এই বদলে যাওয়া বিহারে এই ধরনের কাজকর্মের কোনও স্থান নেই।’ বিজেপি এবং কংগ্রেসও সমালোচনা করেছে তেজপ্রতাপের।

অসমে কারাবাসের স্মৃতি শা’র ভাষণে

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ : গোলাঘাটে লাচিত বরফুঁকো পুলিশ অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে এসে কংগ্রেস জমানায় তাঁকে রাজ্যে কীভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার স্মৃতি রোমন্থন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শনিবারের অনুষ্ঠানে হাত শিবিরকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘সেইসময় অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হিতেশ্বর সইকিয়া। আমাকে অসমের কংগ্রেস সরকার পিটিয়েছিল। সেখানেই থামেনি তারা। আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম, অসমকে গলিয়া সুনি হ্যায়, ইন্দিরা গান্ধি খুনি হ্যায়। সাতদিন ধরে আমাকে জেলের খাবার খাইয়েছিল সরকার।’

হিতেশ্বর সইকিয়া দুবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে ১৯৮৩-৮৫ আর পরে ১৯৯১-৯৬। শা বলেন, ‘কংগ্রেস কোনওদিনই অসমে শান্তি চায়নি। সেইসময় সারাদেশের মানুষ অসমকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আজ অসম উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।’ অমিত শা-র সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। হিমন্তের প্রশংসা করে শা বলেন, ‘মোগলদের পরাজিত করে যে বীরযোদ্ধা অসমকে বাঁচিয়েছিলেন সেই লাচিত বরফুঁকোর নামে পুলিশ অ্যাকাডেমির নামকরণ করায় আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আগামী পাঁচ বছরে এই পুলিশ অ্যাকাডেমি দেশের সেরা পুলিশ অ্যাকাডেমিতে পরিণত হবে।’ মোদি জমানায় কীভাবে অসমের উন্নয়ন হচ্ছে সেই কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ‘মোদি সরকার অসমের জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্প এনেছে। সদ্যসমাপ্ত শিল্পসম্মেলনে ৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে অসমকে।’ শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনদিনের অসম ও মিজোরাম সফরে ডেরাগাঁওয়ে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

নিশানা... শনিবার গোলাঘাটে লাচিত বরফুখান পুলিশ অ্যাকাডেমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

ভিসা খারিজ ভারতীয় পড়ুয়ার

হামাসকে সমর্থনের অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসকে সমর্থনের অভিযোগে এক ভারতীয় পড়ুয়ার ভিসা বাতিল করল আমেরিকা। রঞ্জনি শ্রীবাস্তব নামে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো ও সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। ৫ মার্চ তাঁর ভিসা বাতিল করেছে ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। তারপরেই আমেরিকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন রঞ্জনি। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম জানিয়েছেন, হামাসের বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ভারতীয় পড়ুয়া। ভিসা বাতিলের পর তিনি স্বেচ্ছায় আমেরিকা ছেড়েছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহুদি তথা ইজরায়েল সমর্থক পড়ুয়াদের হেনস্তার বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। এ ধরনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সতর্ক করেছে ট্রাম্প সরকার। দিনকয়েক আগে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার ছাঁটাই করেছে তারা। এমন সময় রঞ্জনির ভিসা বাতিলের ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা, উদ্বেগ সমীক্ষায়

সুদীপ মৈত্র

প্রতি মিনিটে দুনিয়ার কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারাও। এক দশক আগে এটা জানা গিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায়।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এক বহুরাজ্যভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতি দশজন শিক্ষার্থীর অন্তত একজন আত্মহত্যার কথা ভেবেছে এবং পাঁচ শতাংশ ইতিমধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

হতাশার উৎস কলেজ ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হলে পুরোদমে পড়াশোনা চলছে। কাফেটেরিয়ায় জমজমাট আড্ডা, হস্টেল ও গ্রুপ চ্যাটে জমছে নোটসের আদান-প্রদান। নানা ধরনের ফেস্টে হুল্লোড়েরও কমতি নেই। অথচ আপাত এই প্রাণবন্ত পরিবেশের আড়ালে যে গভীর হতাশা ও মানসিক যন্ত্রণা বাসা বাঁধছে, কতজন তার খবর রাখে!

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন, ভারতের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান কেন্দ্র (এনআইএমএইচএএনএস) এবং বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজের গবেষকরা একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন ৮,৫৪২ জন শিক্ষার্থীর ওপর। এতে উঠে এসেছে ভয়াবহ তথ্য- ১২ শতাংশ শিক্ষার্থী গত এক বছরে আত্মহত্যার চিন্তা করেছে এবং ৫ শতাংশ চেষ্টা করেছে আত্মহত্যার। অর্থাৎ ৪০ জনের একটি শ্রেণিকক্ষে কমপক্ষে ৫ জন আত্মহত্যার কথা ভেবেছে এবং ২ জন ইতিমধ্যে সেই চেষ্টা চালিয়েছে।

২০২৪ সালের আইসিথ্রি ইনস্টিটিউটের এক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, ভারতে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার প্রতি বছর ৪ শতাংশ হারে বাড়ছে, যা জাতীয় আত্মহত্যার গড় হার (২ শতাংশ) থেকে দ্বিগুণ। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু। ওইসব রাজ্যে ১৫-২৯ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি।

আত্মঘাতী প্রবণতার কারণ

গবেষণায় উঠে এসেছে, পড়ুয়াদের আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ পাঠ্যক্রমজনিত মানসিক চাপ, পারিবারিক টানাপোড়েন, একাকিত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। বিশেষত আইআইটি, এনআইটি ও আইআইএম-এর মতো স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংকট প্রকট। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানে ৯৮টি আত্মহত্যার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে আইআইটি মাদ্রাজে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা ঘটেছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, আইআইটি-র ৬১ শতাংশ শিক্ষার্থী অ্যাকাডেমিক চাপকেই আত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পারিপার্শ্বিক চাপ

সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, শুধু অ্যাকাডেমিক চাপ নয়, পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাশাও মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে পড়ুয়াদের। এছাড়া যেসব শিক্ষার্থী পারিবারিক সম্পর্কে অসন্তুষ্ট, তাদের মধ্যেই আত্মহত্যার চিন্তা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। ভারতীয় সমাজ পরিবারকেন্দ্রিক। কিন্তু সেই পরিবারই মানসিক চাপের কারণ হয়ে উঠলে একাকিত্বের শিকার হয় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা। এছাড়া বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর আত্মহত্যার ঘটনা জানার পর অনেক পড়ুয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একই পথে হাঁটার প্রবণতা বাড়ে তাদের মধ্যে।

কারণ যখন মাদকাসক্তি

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মদ বা গাঁজা সেবন আত্মহত্যার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মানসিক যন্ত্রণা ভুলতে অনেক শিক্ষার্থী মাদকের আশ্রয় নেয়, কিন্তু এসব পদার্থের প্রভাবে হতাশা আরও তীব্র হয় এবং আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তায় ঘাটতি

রাষ্ট্রসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ৪১ শতাংশ তরুণ (১৫-২৪ বছর বয়সি) মানসিক সহায়তা নেওয়ার বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরামর্শদাতা বা কাউন্সেলরের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক সহায়তা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ‘মনোদর্পণ’-এর মতো সরকারি উদ্যোগ থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না।

সমাধানের পথ

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পড়ুয়াদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত।

সহপাঠীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি: মানসিক চাপে থাকা শিক্ষার্থীদের কথা বলার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা নিরাপদ পরিবেশে তাদের সমস্যা ভাগ করে নিতে পারে।

পরিবারের সম্পৃক্ততা : শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সেতুবন্ধনের উপযোগী কর্মশালা ও কাউন্সেলিং চালানো দরকার। যাতে একা থাকার পরিবর্তে যৌথভাবে বাঁচার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে পড়ুয়ারা।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ : শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ করে আগেভাগেই সাহায্য করার জন্য শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

মনোসমাজকর্মী মোহিত রণদীপের মতে, এখন পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। তার ওপর কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত, সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই। কোভিডের পর ১০০ জনের কাজ ১০ জনকে দিয়ে করানো হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়দের উদ্বেগ ছোটদের মধ্যে চলে আসছে। তাছাড়া আরও একটি দিক আছে। এই প্রজন্ম খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত নয়। খেলার মাঠ শেখাত, শুধু জেতা নয়, হারটাও গ্রহণ করতে হয়। যাকে বলে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। কিন্তু এখন সেই শিক্ষার অভাব। এখনকার ছেলেমেয়েরা হারটা মেনে নিতে পারছে না। এক্ষেত্রে পাড়ার বড়দেরও একটা ভূমিকা থাকত। কিন্তু সেই পরিবেশ তো আর নেই। সামাজিক মেলামেশা কমে গিয়েছে। ফলে ব্যর্থতাকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার শিক্ষার অভাবে ক্ষতি হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের।

করণীয় কী

রণদীপের মতে, ক্রমবর্ধমান কর্ম সংকোচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা দরকার। দ্বিতীয়ত, ছেলেমেয়েদের মধ্যে লড়াকু মানসিকতা তৈরি করা। তৃতীয়ত, সামাজিক মেলামেশার পরিসর বাড়ানো। চতুর্থত, মানসিক স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখা। প্রয়োজনমতো চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং করা। স্কুলের পাঠ্যক্রমে জীবনযাপনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার মতো কোনও শিক্ষা নেই। হু-ইউনেসকো যে ‘জীবন কুশলতা শিক্ষামালা’ তৈরি করেছে, তাকে সরকার গুরুত্ব দেয় না। দিলে, দৈনন্দিন প্রতিকূলতা জয় করার উপযোগী মন পড়ুয়াদের তৈরি হয়ে যেত।

শেষ কথা

পড়ুয়াদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা কমাতে হলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে যে জোর দিতে হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু শিক্ষাদান নয় বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার দায়িত্বও নিতে হবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। পড়ুয়াদের বোঝাতে হবে, আত্মহত্যা কোনও ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং এটি সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। তাই দেরি না করে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যাতে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ নৈরাশ্যের বদলে স্বপ্নের জন্ম দেয়।

ঝুঁকি কমাতে লগ্নি করুন লার্জ ক্যাপ ফান্ডে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বিগত কয়েক মাসে টানা পড়ছে শেয়ার বাজার। যার প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে। বেশির ভাগ ইকুইটি ফান্ডে রিটার্ন কমেছে। অনেক ফান্ডে লোকসানও চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে অনেকে এসআইপি বন্ধ করেছেন। অনেক লগ্নিকারী আবার লগ্নি তুলেও নিচ্ছেন। অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (এএমএফআই) প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে এসআইপি বন্ধ করে দেওয়ার অনুপাত ১২২ শতাংশে পৌঁছেছে। জানুয়ারিতে যা ছিল ১০৯ শতাংশ। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে সক্রিয় এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া অ্যাকাউন্টের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪.৫৬ লক্ষ এবং ৫৪.৭০ লক্ষ। ফেব্রুয়ারিতে মিউচুয়াল ফান্ডে জমা করা টাকার অঙ্কও কমেছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে লার্জ ক্যাপ ফান্ড।

লার্জ ক্যাপ ফান্ড কী?

লার্জ ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড হল এক ধরনের ফান্ড যেখানে তহবিল মূলত লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। সাধারণত কোনও সংস্থার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি হলে তাকে লার্জ ক্যাপ ফান্ড বলা হয়।

কাদের জন্য এই ফান্ড উপযুক্ত?

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে ঝুঁকির মাত্রাও ভিন্ন হয়। বিশেষত যে কোনও ইকুইটি ফান্ড সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়। আবার রিটার্নের বিচারে এই ধরনের ফান্ডই সব থেকে এগিয়ে। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি এবং বড় রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁরা ইকুইটি ফান্ডে লগ্নির কথা ভাবতে পারেন। যাঁদের বয়স তুলনামূলক কম এবং পোর্টফোলিওর আকার ছোট তাঁরা ইকুইটি ফান্ড বেছে নিতে পারেন। ইকুইটি ফান্ডগুলির মধ্যে সব থেকে ঝুঁকি কম লার্জ ক্যাপ ফান্ডে। তাই লগ্নির বড় অংশ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এক কথায় যেসব বিনিয়োগকারী কম ঝুঁকি এবং মাঝারি রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে লার্জ ক্যাপ ফান্ড।

কেন লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

এই ফান্ডের তহবিল লার্জ ক্যাপ স্টকে বিনিয়োগ করা হয়। এর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে-

- লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের আয়ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ফলে ফান্ডের চরিত্রও অনেক স্থিতিশীল হয়।
- মিড ও স্মল ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় লার্জ ক্যাপ ফান্ডে ঝুঁকি কম।
- দীর্ঘ মেয়াদে অন্যান্য ইকুইটি ফান্ডের তুলনায় বেশি রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- শেয়ার বাজারের ওঠানামায় প্রভাব অনেকটাই কম হয়।
- আর্থিক মন্দা বা যে কোনও নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি।

লগ্নির আগে বিচার্য বিষয়

- **লক্ষ্য** : যে কোনও লগ্নির আগে নিজের আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। আর্থিক লক্ষ্য ঠিক করার পর সেই অনুযায়ী পোর্টফোলিওতে লার্জ ক্যাপ ফান্ডের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।
- **ঝুঁকি** : আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। বয়স যত বেশি হবে বরাদ্দের পরিমাণ তত কম হবে।
- **ফান্ডের পারফরমেন্স** : বাজারে চালু কোনও লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হলে সেই ফান্ডের বিগত ৪-৫ বছরের পারফরমেন্স বিচার করতে হবে। সাধারণত শেয়ার সূচকের তুলনায় বেশি রিটার্ন দিলে সেই ফান্ডের পারফরমেন্স ভালো ধরা হয়।
- **ফান্ড ম্যানেজার** : যে কোনও ফান্ডের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেন সেই ফান্ডের ম্যানেজার। তাঁর অতীত রেকর্ড বিচার করেই উপযুক্ত লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্বাচন করতে হবে।
- **খরচ** : যে কোনও ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ম্যানেজমেন্ট ফি, অপারেশন চার্জ ইত্যাদি নানান খরচ বহন করতে হয় লগ্নিকারীকে। এই খরচের তুলনামূলক পর্যালোচনার পরই ফান্ড বাছাই করতে হবে।
- **ফান্ড হাউসের খ্যাতি** : যে কোনও ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে যে সব ফান্ড হাউস কাজ করে আসছে তাদের লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্বাচন করা যেতে পারে।
- **আয়কর** : মিউচুয়াল ফান্ডে ১ বছরের বেশি সময় বিনিয়োগ করলে লাভের ওপর ১০ শতাংশ হারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হবে। লগ্নির সময় ১ বছরের কম হলে করের হার ১৫ শতাংশ হয়। তবে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ কর মুক্ত। এছাড়াও সেস, সাসচার্জ ইত্যাদিও গুনতে হয়।

লার্জ ক্যাপ এবং মিড-স্মল ক্যাপ ফান্ডের পার্থক্য

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের তহবিল যেমন লার্জ ক্যাপ সংস্থার শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়, তেমনই স্মল ক্যাপ ও মিড ক্যাপ ফান্ডের তহবিল বিনিয়োগ করা হয় যথাক্রমে স্মল ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ সংস্থার শেয়ারে। লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং বড় সংস্থা হওয়ায় এরা যে কোনও পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারে এবং বাজারে বুল রান এলে এদের দাম লক্ষণীয়ভাবে বাড়ে। ফলে লার্জ ক্যাপ থেকেও বড় মুনাফা করা যায়। অন্যদিকে, বুল রানের সময় স্মল ও মিড ক্যাপ সংস্থার শেয়ারদর অনেক সময় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। তাই এই ধরনের ফান্ডে মুনাফা লার্জ ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে বেশি হয়। তবে শেয়ার বাজারের পতন বা আর্থিক মন্দায় এসব সংস্থার শেয়ারদরে ধস নামে যা ফান্ডের পারফরমেন্স অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক করে তোলে।

সেরা কয়েকটি লার্জ ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	১ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
নিপ্পন ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৯.৯৬
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ব্লুচিপ ফান্ড	১৭.৮৬
এইচডিএফসি লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৭.০৭
ডিএসপি টপ ১০০ ইকুইটি ফান্ড	১৬.৯৩
বরোদা বিএনপি প্যারিবাস লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.৯১
ইনভেস্কো ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.৭৭
এডেলওয়েস লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.৬১
কানারা রোবেকো ব্লুচিপ ফান্ড	১৫.৩২
কোটাক ব্লুচিপ ফান্ড	১৫.৩০
টাটা লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.২৫
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ ফ্রন্টলাইন	১৫.১৫
মাহিন্দ্রা মানুলাইফ লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.০৮

সতর্কীকরণ : উপরের লেখাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহভর ওঠানামার পর সেনসেক্স ও নিফটি সামান্য নেমে থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৩,৮২৮.৯১ এবং ২২,৩৯৭.২০ পয়েন্টে। একদিন শেয়ার বাজার বন্ধ থাকায় চলতি সপ্তাহে লেনদেন হয়েছে চারদিন। এই চারদিনে সেনসেক্স ৫০৩.৬৭ পয়েন্ট এবং নিফটি ১৫৫.৩ পয়েন্ট হারিয়েছে। শেয়ার বাজার এখন অনেকটাই স্থিতিশীল হয়েছে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে আগামী দিনে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। তবে বিপদ কেটেছে তা বলার সময় এখনও আসেনি।

চলতি সপ্তাহে শেয়ার বাজারে সব থেকে বেশি স্বস্তি এনেছে মূল্যবৃদ্ধির হার। ফেব্রুয়ারিতে মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে হয়েছে ৩.৬১ শতাংশ। যা গত সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। জানুয়ারিতে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩১ শতাংশ। ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৫.০৯ শতাংশ। মূলত খাদ্যপণ্যের দাম কমাতেই মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে যা রিজার্ভ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় এপ্রিলের ঋণ নীতিতে আরও এক ধাপ রেপো রেট কমার সম্ভাবনা বাড়ছে। রেপো রেট আরও ০.২৫-০.৭৫ শতাংশ কমলে শেয়ার বাজারে প্রাণ ফিরতে পারে।

এর পাশাপাশি শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে শিল্পবৃদ্ধির পরিসংখ্যানও। জানুয়ারিতে শিল্প বৃদ্ধির হার বেড়ে ৫ শতাংশ হয়েছে। যা গত ৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। মূলত উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বাড়ায় তা সার্বিকভাবে শিল্প বৃদ্ধির হার বাড়িয়েছে। সম্প্রতি মুডিজ এবং মরগ্যান স্ট্যানলির মতো নামী বহুজাতিক আর্থিক সংস্থা ভারতীয় শেয়ার বাজার এবং জিডিপি নিয়ে আশার বার্তা দিয়েছে। যা আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়াও মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যবৃদ্ধি, অশোধিত জ্বালানির দাম কমা, রাশিয়া-ইউক্রেন সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ইতিবাচক ইস্যুর পাশাপাশি উদ্বেগের বিষয়ও থাকছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রি। এখনও তাদের শেয়ার বিক্রি চলছেই। এই প্রবণতা বন্ধ না হলে শেয়ার বাজারে সুদিন ফিরবে না। এর পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে নয়া কোনও ঘোষণা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদিও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে। গুণগতমানে ভালো শেয়ার বাছাই করে ধাপে ধাপে দীর্ঘমেয়াদের জন্য লগ্নি করতে হবে। স্মল-মিড ক্যাপের তুলনায় গুরুত্ব দিতে হবে লার্জ ক্যাপ স্টককে।

অন্যদিকে টানা উত্থানের পর স্থিতিশীল রয়েছে সোনা, রুপোর দাম। আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **এলটি ফিন্যান্স** : বর্তমান মূল্য-১৩৮.৬৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৪/১২৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৩৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৫৮৮, টার্গেট-১৭৮।
- **মাজাগাঁও ডক** : বর্তমান মূল্য-২৩১৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৯৩০/৮৯৮, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২০০০-২২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৩৪২২, টার্গেট-৩১০০।
- **পিএফসি** : বর্তমান মূল্য-৩৮৮.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৮০/৩৫২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৭০-৩৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৮১৫৯, টার্গেট-৪৫০।
- **জুবিল্যান্ট ফুড** : বর্তমান মূল্য-৫৯৬.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৭/৪২১, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৫০-৫৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৯৩৪৯, টার্গেট-৭২৫।
- **ওএনজিসি** : বর্তমান মূল্য-২২৫.৪৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/২১৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২১০-২২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৩৫৯৭, টার্গেট-২৮২।
- **কানারা ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-৮২.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৯/৭৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৭৩-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫১৯৫, টার্গেট-১২৫।
- **ইনফোসিস** : বর্তমান মূল্য-১৫৭৯.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০০৬/১৩৫৮, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫৬০৬৯, টার্গেট-১৮০০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন

● **সেক্টর** : অয়েল রিফাইনারিজ ● **বর্তমান মূল্য** : ১২৫ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ১১০/১৮৫ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ১,৭৭,৪৬১ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১০ ● **বুক ভ্যালু** : ১২৮.৬৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ৯.৫৫ ● **ইপিএস** : ৭.৫২ ● **পিবি** : ০.৯৮ ● **আরওসিই** : ২১.১ শতাংশ ● **আরওই** : ২৫.৭ শতাংশ ● **পিই** : ১৬.৭১ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ১৭০

একনজরে

- কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'মহারত্ন' সংস্থা জ্বালানি তেল শোধন এবং বিক্রিতে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সংস্থা।
- দেশে ১১টি তৈল শোধনাগার আছে এই সংস্থার। দেশের মোট তেল শোধন ক্ষমতার ৩১ শতাংশ এই সংস্থার হাতে রয়েছে।
- ইন্ডিয়ান অয়েলের ৩৭৪৭২টি রিটেল আউটলেট, ২১১০টি সিএনজি স্টেশন, ৯৯টি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট, ১১টি ব্লেন্ডিং পয়েন্ট, ৯০৫৯টি ইভি চার্জিং স্টেশন, ১২৯টি অ্যাভিয়েশন ফুয়েলিং স্টেশন রয়েছে।
- পেট্রোল পাম্পগুলিতে ইভি চার্জিং পয়েন্ট এবং ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যাটারি পরিবর্তন পরিকাঠামো তৈরিতে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে এই সংস্থা।
- বিগত ৫ বছরে ১৯.১ শতাংশ সিএজিআর হারে মুনাফা বৃদ্ধি করছে এই সংস্থা।
- ইন্ডিয়ান অয়েল নিয়মিত উঁচু হারে ডিভিডেন্ড দেয়।
- কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ৫১.৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। দেশি এবং বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২৯.৬৫ শতাংশ এবং ৭.৪৩ শতাংশ শেয়ার।
- সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে ৩০ শতাংশের বেশি নেমেছে এই সংস্থার শেয়ারদর।
- বর্তমানে বুক ভ্যালুরও নীচে নেমে এসেছে আইওসির শেয়ার।
- ২০২৪-২৫-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে আইওসির আয় ১.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা পেরিয়েছে। তবে মুনাফা কমে ২৮৭৪ কোটি টাকা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বিশ্ব অর্থনীতি নতুন গোলযোগের আশঙ্কায়

বোধিসত্ত্ব খান

২০২৫-এ নিফটি ৫.২৮ শতাংশ এবং সেনসেক্স ৫.৫২ শতাংশ পতন দেখেছে। বিগত মাসগুলিতে যে পতন এসেছে তা কিন্তু দ্রুত এবং গভীর ছিল না। বরং বলা যেতে পারে ধীরে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক একটি পতন এসেছে, যার প্রভাব পড়েছে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের ওপর। পর পর কয়েকদিন পতনের পর বাজারে একটি ক্লান্তি এসেছে এবং বর্তমানে সাইডওয়াইজ মুভমেন্ট চলছে। কোনওদিন উঠছে তো কোনওদিন নামছে। এমনিতে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে সেই যে ভারতীয় শেয়ার বাজারের পতন শুরু হয়েছিল, এফআইআইরা শেয়ার বিক্রি করে চলে যাচ্ছিল, বিভিন্ন কোম্পানি খারাপ ফল করছিল, মূল্যবৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছিল, সেখান থেকে আপাতত কিছু ভালো খবর আসছে ভারতীয় বাজারের জন্য। যেমন, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ইনফ্লেশন ৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে এবং বিগত ছয় মাসে সর্বনিম্ন (৩.৬১ শতাংশ)। ধীরে ধীরে এফআইআইদের বিক্রির পরিমাণ কমছে। ডলার ইন্ডেক্স ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। ইউএস ট্রেজারি ইল্ড (১০ বছর) ১৩ জানুয়ারি ৪.৮ শতাংশ থেকে কমে ৪.৩২ শতাংশে এসেছে। যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে ভালো।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য আমেরিকার শেয়ার বাজারে বড় পতন শুরু হয়েছে। ২০২৫-এ ন্যাসড্যাক পতন দেখেছে ৮.০৭ শতাংশ, এস অ্যান্ড পি ৪.২৮ শতাংশ। বিপুল পরিমাণ অর্থ আমেরিকার বাজার থেকে বেরিয়ে চিনের বাজারে বিনিয়োগ হচ্ছে। পর পর কয়েকমাস মূল্যবৃদ্ধি কমার ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই-এর এপ্রিল মাসের মানিটারি পলিসি কমিটির মিটিং রয়েছে। তাতে তারা রেপো রেট নিয়ে হয়তো বা আরেকটি রেট কাট নিয়ে ভাবতে পারে। এমন মত বিশেষজ্ঞদের। ভারতের বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলির মধ্যে বড় দুর্বলতা দেখাচ্ছে আইটি। নিফটি আইটিতে কেবলমাত্র ২০২৫-এ ১৬.৬৫ শতাংশ পতন এসেছে। নিফটি ফার্মা পতন দেখেছে ১৩.১০ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের দুটো মূল রপ্তানি করা সেক্টর নিরন্তর পতনের

রং হারাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার

মুখ দেখে চলেছে। ২ এপ্রিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি এই দুটি সেক্টরের ওপর বড় শুল্ক চাপান, সেক্ষেত্রে এই দুটি সেক্টরের অন্তর্গত কোম্পানিগুলিতে আরও পতনের আশঙ্কা থেকেই যায়।

বিগত এক মাসে যে কোম্পানিগুলিতে সর্বাধিক পতন এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক (-৩৬.৭৭ শতাংশ), জেবিএম অটো (-২৬.৫২ শতাংশ), আরআর কেবল (-২৫.৮৪ শতাংশ), আইআরইডিএ (-২৫.৪৯ শতাংশ), স্টারলিং অ্যান্ড উইলসন (-২৫.৩৫ শতাংশ), জেনসার টেকনলজি (-২২.৭৩ শতাংশ), সায়েন্ট (-২২.৪৩ শতাংশ), তেজস নেটওয়ার্ক (-২২.১৪ শতাংশ), এলটিআই মাইন্ডট্রি (-২১.৪২ শতাংশ), বিড়লা সফট (-২০.৮১ শতাংশ) ইত্যাদি। পতন এসেছে বিভিন্ন ক্যাপিটাল মার্কেট স্টকগুলিতেও। যেমন আনন্দ রাঠি (-২০.৩৩ শতাংশ), অ্যাঞ্জেল ওয়ান (-১৯.৯৮ শতাংশ), ৩৬০ ওয়ান ওয়াম (-১৮.৯৬ শতাংশ), জেএম ফিন্যান্সিয়াল (-১৭.৯৫ শতাংশ) প্রভৃতিতে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলি। মার্চ মাসেও বিশেষত বিগত সপ্তাহে বিএসই স্মল ক্যাপ পতন দেখেছে ৩.১৪ শতাংশ। এফআইআই-রা মার্চ মাসে মোট ২১,২৩১.২৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। সেখানে ডিআইআইরা মোট শেয়ার কিনেছে ২৬,৪৫০.৩৬ কোটি টাকার।

সম্প্রতি এলন মাস্কের কোম্পানি স্টারলিংক ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা আনার তোড়জোড় করছে। এর জন্য তারা রিলায়েন্সের জিও এবং ভারতী এয়ারটেলের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যবসা করার কথা বলছে। তারা যে টেকনলজি ব্যবহার করার কথা বলছে তা হল, লো আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট। আগের সময় যে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া হত তাতে সংযোগ করতেই বহু সময় লেগে যেত। স্টারলিংকের লক্ষ্য ভারতের সেইসব দুর্গম বা গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া দুষ্কর। তবে যে দামে জিও বা এয়ারটেল ইন্টারনেট পরিষেবা দিয়ে থাকে তার অন্তত ১৫ গুণ বেশি দাম নির্ধারণ করতে পারে স্টারলিংক। বাজার এখন একটি নির্দিষ্ট পথে এগোনোর অপেক্ষায় রয়েছে। শুক্রবার রাতে আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেস অবশ্য পজিটিভেই বন্ধ হয়েছে। সোমবার ভারতীয় বাজার একই পথ নেয় কি না তা-ই দেখার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাচ-গান-পার্টির সঙ্গে ভূরিভোজের আয়োজন

বসন্ত উৎসবে উন্মাদনার রং

আবিরে ও রঙে রাঙা শহর। শহর সংলগ্ন বসুন্ধরা ও শিলিগুড়িতে সূত্রধর ও তপন দাসের তোলা ছবি।

পারমিতা রায় ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : 'ফাগুনেরও মোহনায়, মন মাতানো মহুয়ায়' গানের সুরে শনিবার মেতে ওঠে শহরের অলিগলি, মাঠ ময়দান, ক্লাব থেকে শুরু করে আনাচকানাচ। কোথাও বসন্ত উৎসব তো কোথাও হোলি স্পেশাল পার্টি। তার সঙ্গে আবির খেলা আর পেটপুরে খাবারের আয়োজন।

ঠান্ডাইয়ে চুমুক দিয়ে হাতে আবিরের ঝোলা মাথায় রংবেরংয়ের টুপি পরে শহরে ঘুরতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। দেশবন্ধুপাড়ার রাজীব পাল, সুরজিৎ কুণ্ডু, রোশনি সাহা ও অন্তিম দে'র হোলির প্ল্যানই ছিল সকাল থেকে। প্রথমে গান্ধি ময়দানে ঠান্ডাইয়ের স্বাদ নেওয়া, এরপর ডাবগ্রামে নাচ ও শেষে বাঘা যতীন পার্কে আড্ডা। সুরজিৎ বলছিল, 'বাড়ি থেকে তো বেরিয়েছিলাম সাদা কুর্তা পরে তবে কিছুটা বেরিয়েই সাদা আর সাদা রইল কোথায়। এত নেচেছি, আনন্দ করলাম যে কী বলব।'

উত্তরবঙ্গে রোগনির্ণয়ে অগ্রগন্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
NABL Accredited Laboratory (Pathology Division)
Vide Certificate Number MC- 6976
আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি
ফোন : 9051032483 / 9474090952
www.bsdcsig.com B S Diagnostic Bsdc

আট থেকে আশি সবাই বসন্তের রঙে মেতে উঠেছে। হাতে পিচকারি নিয়ে পথচলতিদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল কয়েকটি খুদে। কেউ রেগে গিয়েছেন তাদের এই কর্মকাণ্ডে। কেউ আবার খুশি মনে তাদেরও আবির দিয়েছেন। এই দৃশ্য নয়াবাজার থেকে শুরু করে দেশবন্ধুপাড়া, গেটবাজার, হাকিমপাড়া- সব জায়গাতেই দেখা গিয়েছে।

শহরের বড় বসন্ত উৎসব আয়োজনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল শহরের অদূরে বসুন্ধরা, বাঘা যতীন পার্ক, গান্ধি ময়দান, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নে। যদিও এগুলি ছাড়াও নানা ওয়ার্ডেও ওয়ার্ড কমিটির তরফে বসন্তের রঙে মেতে ওঠার আয়োজন করা হয়েছিল। গত কয়েকবছর থেকে হোলিতে ঠান্ডাইটা যেন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় ঠান্ডাইয়ের দোকান নিয়ে বসতে দেখা গিয়েছে অনেককেই।

শুক্রবার বাঘা যতীন পার্কে নাচার পর সব বন্ধু মিলে ঠান্ডাইয়ের স্বাদ নিতে এসেছিল। নীল বিশ্বাস বলে উঠল, 'এত নাচার পর গলা শুকিয়ে আসছিল। আর আজকের দিনে একটু আনন্দ না করলে হয় নাকি।' কোথাও পার্টির আয়োজন ছিল,আবার কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

নানা রঙের দোল

- বড় বসন্ত উৎসব আয়োজন ছিল বসুন্ধরা, বাঘা যতীন পার্ক, গান্ধি ময়দান, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নে
- বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির তরফে বসন্তের রঙে মেতে উঠার আয়োজন করা হয়েছিল
- বসন্ত উৎসবে শিলিগুড়ির অদূরে বসুন্ধরা যেন হয়ে উঠেছিল এক টুকরো শান্তিনিকেতন
- গান্ধি ময়দানে আমেজটা ছিল আলাদা, ট্রেন্ডি হিন্দি গানের সুরে মেতে উঠেছিল অনেকেই

শিলিগুড়ির অদূরে বসুন্ধরা হয়ে উঠেছিল এক টুকরো শান্তি নিকেতন। একদিকে চলে নাচ, গান, সংবর্ধনা অপরদিকে নিজেদের মনের ভাবনা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন কিছু শিল্পী। বাউল সংগীতদের সুরে গা ভাসিয়ে অনেকেই এদিন আনন্দে মেতে ওঠেন। প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই সংগীতা দত্তকেও দেখা গিয়েছে বসন্তের মেজাজে মেতে উঠতে। বলছিলেন, 'বাড়ির সকলে মিলেই এসেছি। এত আয়োজন এত উল্লাস দেখেও ভালো লাগছে। আমাদের সময় আগে বাড়িতেও হোলি খেলে দিনটিকে উপভোগ করতাম তবে শিলিগুড়িতে বসেই শান্তিনিকেতনের ছোঁয়া পাচ্ছি। বেশ ভালো লাগছে।'

শিলিগুড়ির গান্ধি ময়দানে অবশ্য আমেজটা ছিল আলাদা। হোলিতে সব ট্রেন্ডি হিন্দিগানের সুরে মেতে উঠেছিল অনেকেই। এখানে হোলিকা দহনের আয়োজন তো ছিলই। পরের দিন আবির, রং মিলিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। ঠিক একইভাবে প্রধাননগরেও নেপালি সম্প্রদায়ভুক্ত অনেককেই গলায় গাঁদা ফুলের মালা ও হাতে আবির নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল। পথচলতি মানুষকে রং দিয়ে নাচে-গানে মেতে দিনটিকে উপভোগ করে অ্যালিন সুব্বা, রোহিত দোরজিরা। আড়াই মাইলের পাশাপাশি বাবুপাড়ার শ্যাম মন্দিরেও ভজনকীর্তনের সঙ্গে আবির খেলায় মেতে উঠেছিল অনেকেই।

রঙের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে ছিল আলাদা আয়োজন। অমিত চক্রবর্তীর কথায়, 'এই উৎসবের আমেজটাই আলাদা। তবে বর্তমানে সবাই রাস্তায় বেরিয়ে খেলতে পছন্দ করে, তাই একটু সাবধানতাও অবলম্বন করা উচিত।' লাল, নীল, সবুজ আবিরে ছেয়েছে শহর শিলিগুড়ির আকাশ।

দুর্ঘটনায় জখম

বাগডোগরা, ১৫ মার্চ : দুটি মোটরবাইকের সঙ্গে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন সাতজন। পাঁচজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া থানার পাঁচকেলগুড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারচাকার গাড়িটি মাটিগাড়া থেকে খাপরাইল যাচ্ছিল এবং উলটো দিক থেকে আসছিল বাইক দুটি। গাড়িটি রাস্তার ধারে উলটে যাওয়ায় এবং মোটরবাইক দুটি অনেকটা দূর ছিটকে পড়ায়, গাড়িগুলি অতিরিক্ত গতিতে ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। তবে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গাড়িগুলি আটক করেছে পুলিশ।

LEGACY OF 20 YEARS
শিলিগুড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ড
We Teach, We Care
Bright Academy
www.worldofbright.com
TODDLERS TO STD. V
ENROLL NOW
PUNJABIPARA
98320-95334 / 0353-2640467
www.worldofbright.com

চা-এর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ
জ্যোতি সরকার
শারীরিক অসুস্থতার কারণে
"চা-এর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ"
বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান
১০ মার্চ-এর পরিবর্তে
আগামীকাল ১৭ মার্চ
স্টুডেন্টস হেল্থ হোম
জলপাইগুড়িতে, বিকেল ৩টা
৩০ মিনিটে প্রকাশিত হবে।

চর্ম ও শিল্প মেলা কাম ট্রেড ফেয়ার
সগৌরবে চলিতেছে 2025
সময় : বেলা ২.৩০ টা থেকে রাত্রি ৯ টা
মেলা চলবে ২৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত
স্থান : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা ময়দান, শিলিগুড়ি

বিনামূল্যে নিউরোসার্জিকাল ক্যাম্প
১৮ই মার্চ ২০২৫ (ইং) মঙ্গলবার, সকাল ১০টা থেকে
রোগী দেখবেন বিশিষ্ট নিউরোসার্জেন
• ডাঃ মলয় চক্রবর্তী – MBBS, MS, MCh(Neurosurgery), FNS(England)
• ডাঃ শফি আহমেদ রিজভী – MBBS, MS, MCh(Neurosurgery)
• ডাঃ ময়ঙ্ক চক্রবর্তী – MBBS, MS(Gen. Surgery), MCh(Neurosurgery)
তীব্র মাথাব্যথা, ভারসাম্যের সমস্যা, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, বমি বা একপাশে পক্ষাঘাত? এগুলি মস্তিষ্কের টিউমারের লক্ষণ হতে পারে। আমাদের নিউরোসার্জিক্যাল ক্যাম্পে যোগ দিন এবং বিনামূল্যে পরামর্শ নিন!
বিশেষ ছাড় রয়েছে ডায়াগনোস্টিক্স, চিকিৎসা ও সার্জারিতে।
থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্সেস
মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, ডাঃ মলয় চক্রবর্তীর একটি প্রকল্প
ঠিকানা:- ব্যাটেলিয়ন মোড়, ফুলবাড়ী, শিলিগুড়ি
দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনার নাম নিবন্ধন করুন।
03561-354100
9046005614

বালি মাফিয়াদের দাপট চরমে

বালাসন সেতু নিয়ে আশঙ্কা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৫ মার্চ : এমনিতেই বালি মাফিয়াদের দাপটে নদীগুলির বেহাল অবস্থা। যেখান-সেখান থেকে নির্বিচারে বালি তোলার ফলে পাড় ভাঙনের আশঙ্কা লেগেই থাকে। তবে মাটিগাড়ার বালাসন নদীর ওপর থাকা দুটি সেতুর নীচ থেকে যেভাবে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে তাতে করে সেতু দুটির ভবিষ্যৎ নিয়েই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এদিকে এই রাস্তা দিয়েই নিয়মিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের গাড়ি যাতায়াত করছে। এতেই প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ-প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এভাবে সেতুর নীচ থেকে বালি-পাথর তোলা হলেও এখনও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

এবিষয়ে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমার কিছু জানা নেই। এবিষয়ে সেচ দপ্তর ভালো বলতে পারবে।' সেচ দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ সিংয়ের কথায়, 'সেতুর কত মিটারের মধ্যে থেকে বালি-পাথর তোলা যাবে না, তার গাইডলাইন দেখে বলতে পারব। এখনই বলা সম্ভব নয়।'

মাটিগাড়া বালাসন সেতুতে গিয়ে দেখা যায় সেতুর দক্ষিণ পাশে প্রায় ১০০ মিটারের মধ্যে নদীর চর খনন করে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। নদী চরের একাধিক জায়গায় গর্ত করা হয়েছে। রেল সেতুর পূর্ব পাশেরও একই অবস্থা। সেতুর পাশে থাকা লেনিন কলোনির বাসিন্দা সুরজিৎ সিংহ বললেন, 'আমাদের পাড়ার বাসিন্দারাই নদীর চরে খনন করে বালি-পাথর তোলেন। পরে ট্র্যাক্টর এসে সেগুলো নিয়ে যায়। তবে কয়েকদিন পুলিশের ধরপাকড়ের কারণে ট্র্যাক্টর আসা বন্ধ রয়েছে। তবে বস্তায় ভরে টোটো এবং ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছে।'

মাটিগাড়া থানার এক আধিকারিক বলেন, 'এখন নদীতে বালি-পাথর তোলার অনুমতি নেই। তারপরেও রাতের অন্ধকারে পাচার চলছে। একাধিকবার ডাম্পার এবং ট্র্যাক্টর আটক করা হয়েছে। তবে সেতুর একেবারে কাছে থেকে তোলার বিষয়টি জানা নেই। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শঙ্কা যেখানে

- মাটিগাড়ায় বালাসন সেতুর নীচ থেকে তোলা হচ্ছে বালি-পাথর
- এভাবে বালি-পাথর তোলার ফলে সেতুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা
- প্রশাসনিক নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে পাহাড়ে প্রবল বর্ষণের ফলে বালাসন নদীর জলস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় সেতুর মাঝের পিলার বসে গিয়ে বিপর্যয় ঘটেছিল। এরপরই পুরোনো সেতুরপাশে নতুন সেতু তৈরি করা হয়। তবে সেতু রক্ষায় প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বালাসন সেতুর নীচ থেকেই তোলা হচ্ছে বালি-পাথর।

উৎসবে রঙিন ইসলামপুর

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৫ মার্চ : দোল ও হোলিতে রঙিন হয়ে উঠল ইসলামপুর। আট থেকে আশি, সকলেই মাতলেন উৎসবের আমেজে। বৃহস্পতি, শুক্রবার বিভিন্ন সংস্থার তরফে আয়োজন করা হয় বসন্ত উৎসবের। শনিবার চলে হোলি খেলা। আবিরের রংয়ে রেঙে উঠেছিল শহরের প্রতিটি অলিগলি। উৎসবের আবহে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বিভিন্ন মোড়ে মোতায়েন ছিল পুলিশ।

বৃহস্পতিবার ক্ষুদিরামপল্লি ভবনে ছন্দ ডান্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বসন্ত উৎসব হয়। ইসলামপুর কোর্টের আইনজীবী এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরাও আবির খেলায় মাতেন। সেই রাতে নিয়ন্ত্রিত বাজারে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় হোলিকা দহন। শান্তিনগরের দক্ষিণপাড়ায় নাড়াপোড়ার আয়োজন করেছিলেন বাসিন্দারা।

ইসলামপুরে দোল খেলে জিরিয়ে নিচ্ছে শিশুরা। ছবি : রাজু দাস

শুক্রবার সকালে মিডল স্কুলে ইসলামপুর আবৃত্তি পরিষদের পক্ষ থেকে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে বহু মানুষ অংশ নেন। বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসে গান, নাচ ও কবিতার আসর। ইসলামপুর কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে বসন্ত উৎসব আয়োজিত হয়েছে। করা হয় শোভাযাত্রা। চৌরঙ্গি মোড় থেকে টাউন লাইব্রেরি পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে সেটি। পরিবেশিত হয় আদিবাসী নৃত্য-সংগীত, ডান্ডিয়া নৃত্য। এছাড়া লায়ন্স ক্লাব অফ ইসলামপুর এবং সমন্বয় সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ক্ষুদিরামপল্লি ভবনে অনুষ্ঠান হয়েছে। অন্যদিকে, তরুণ সংঘের পুজো প্রাঙ্গণে রং খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। বিকেলের দিকে ইসলামপুর কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে শহরের মুক্তমঞ্চে উৎসব হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে শহরের কচিকাঁচারা অংশগ্রহণ করে।

এদিকে, শনিবার সকাল থেকে হোলির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে শহরে। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। এদিন অবুঝ সবুজ, শ্রুতি মঞ্জুল, অন্য ভুবন ও অগ্নিশিখা নাট্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে নেতাজিপল্লি শিবশক্তিধামে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে রং খেলার হিড়িক। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বচসায় জড়িয়ে পড়ার ছবি যেমন দেখা গিয়েছে, তেমনই এক বাইকে তিন-চারজন চেপে শহর দাপাতেও দেখা গিয়েছে বহু তরুণকে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে পুলিশ সতর্ক ছিল। মদ্যপ গাড়িচালকদের আটকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায়

ইসলামপুর

পথের পাশে জমে জঞ্জাল

ইসলামপুর, ১৫ মার্চ : ইসলামপুরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে এক মাসের বেশি সময় ধরে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। যার ফলে দূষণ আর দুর্গন্ধ দুই-ই ছড়াচ্ছে এলাকায়। প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। শান্তিনগর রেলগেটের পাশে ছোট একটি বাজার বসে। সেখানকার ব্যবসায়ী রাকেশ সাহার কথায়, 'শেষ কবে জঞ্জাল সাফাই হয়েছিল, মনে করতে পারছি না। ফুটপাথে আমার লটারির দোকান। দিনের শেষে যা আয় হয়, সেই দিয়ে সংসার চলে। অথচ আবর্জনার দুর্গন্ধে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছে। ক্রেতারা এদিকে বেশি আসতেই চান না।'

শান্তিনগর রেলগেট এলাকার ওই রাস্তাটি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে যাতায়াতের অন্যতম পথ। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অসিত সেনের প্রতিক্রিয়া, 'এর আগে জেসিবি নামিয়ে আবর্জনা সরানো হয়েছে। তবে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। নয়তো সমস্যা মেটানো কঠিন। এখন যেসব আবর্জনা জমে পথের পাশে, দ্রুত সাফাই করা হবে সেসব।'

শিলিগুড়ি

ডিআই ফান্ড মার্কেটে বেহাল পথে হোঁচট

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : সংস্কারের আশ্বাস মিলেছে বহুবার, সেসবের বাস্তবায়ন অবশ্য হয়নি আজও। ডিআই ফান্ড মার্কেটের ভেতরে একাংশ রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। পিচের প্রলেপ উঠে যাওয়ায় এবড়োখেবড়ো পথ ধরে হাঁটতে গিয়েও হোঁচট খেতে হয়। মুড়িহাটে পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছিল বটে, তবে সেগুলোর একাংশও ভেঙে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সমস্যায় ক্রেতা-বিক্রেতারা। ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তীর দাবি, 'বালি-পাথর তোলা বন্ধ থাকায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই কাজ শুরু হবে।'

রাস্তা ভেঙেছে

- পিচের প্রলেপ উঠে যাওয়ায় রাস্তা এবড়োখেবড়ো হয়ে গিয়েছে
- মুড়িহাটের অংশে পেভার্স ব্লক বসানো হলেও সেগুলি ভেঙে গিয়েছে

শহরের অন্যতম পুরোনো বাজার ডিআই ফান্ড মার্কেট। মূল রাস্তা ধরে ভেতরে ঢুকলে বেহাল ছবিটা চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে কথা বলতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন মালতী দাস। ওই শহরবাসীর কথায়, 'রাস্তার যা পরিস্থিতি, তাতে হাঁটাচলা দায় হয়ে পড়েছে।' মার্কেটের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অংশটি মুড়ি-চিঁড়া হাট নামে পরিচিত। মূল রাস্তার পাশাপাশি ভেতরের অলিগলিরও খুব খারাপ দশা। অজিত দাস নামে এক ব্যবসায়ী বললেন, 'প্রায়দিন দেখছি, ক্রেতারা চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদেরও সমস্যা বাড়ছে। এরপর তো মানুষ ঢোকা বন্ধ করে দেবেন।' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন, একমত সবপক্ষ।

হরি ওঁ
উত্তরবঙ্গের ১০০% ক্রেতার পছন্দ
AHANA GOLD GHEE
ভালো খান, সুস্থ থাকুন
fssai
Manufactured by: Ajanta Food Products
NBU, Gate No. 2, Siliguri, West Bengal
Marketed by: Ahana Gold Ghee, East Netaji Road, Alipurduar
For distributors and Wholesale Counter Selling
WhatsApp : 9749827856 / Call : 9002172737

দুই দশকের ভরসা
20 YEARS OF EMPOWERING INVESTORS
PRABIN
96478 55333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri- 734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

সন্ধ্যার মধ্যেই মেরামতি

সিকিমে ফের ভাঙল বেইলি ব্রিজ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : হোলির ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে বিপত্তি, ব্রিজ ভেঙে বিপাকে শয়ে-শয়ে পর্যটক। যদিও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে ভীষণ তৎপরতায়। শনিবার সকালে ভেঙে পড়া জংগুর ফিডাং বেইলি ব্রিজ মেরামতি শেষে খুলে দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যায়। তবুও ভীতি কাটছে না পর্যটক ও স্থানীয়দের মন থেকে।

বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের (বিআরও) ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল ঘটনার পর ব্রিজটি পরিদর্শন করে। তারপর শুরু হয় মেরামতি। সন্ধ্যায় কিছু গাড়িকে চলাচলের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এদিকে, একের পর এক বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ায় নির্মাণের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পর্যটকদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে মংগন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং।

সূর্যের তেজে পুড়ছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা। গরম পোশাক আলমারিতে তুলতে শুরু করেছেন উত্তরের সমতলের মানুষ। এদিকে, বসন্তেও ধারাবাহিক তুষারপাত সিকিম পাহাড়ে। হোলির ছুটির সঙ্গে রবিবার যুক্ত করলে বাড়তি সুবিধা মিলছে এবছর। ক'টা দিন সপরিবারে বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে স্বস্তিতে কাটাতে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি অনেকে পাড়ি দিয়েছেন পড়শি পাহাড়ি রাজ্যে। কিন্তু সিকিমের পথে তাঁদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা।

ভারী তুষারপাতের জন্য পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু লেকের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে নাথু লা, সিল্ক রুটে যেতে পারেননি কেউ। শেষমুহূর্তে প্ল্যান বদলে উত্তর সিকিমে যান একাংশ। সেখানেও বিপদ। স্থানীয় সূত্রে খবর মিলেছে, এদিন সকালে একটি গাড়ি উঠতেই ব্রিজের একটি অংশ ভাঙতে শুরু করে। সেসময় উলটো দিক থেকে আরেকটি গাড়ি ব্রিজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ওই অংশটিও ভেঙে পড়ে। সবমিলিয়ে ৩০০ ফুট লম্বা ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। থমকে যায় চাকা। বাধ্য হয়ে মাঝপথ থেকে বহু গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে গ্যাংটকে ফেরে।

গাড়ি উঠতেই ভেঙে পড়েছে জংগুর ফিডাং বেইলি ব্রিজ।

পথের কাঁটা

- একটি গাড়ি উঠতেই ব্রিজের একাংশ ভাঙতে শুরু করে
- সেসময় উলটো দিক থেকে ব্রিজে ওঠে আরেকটি গাড়ি
- ওই অংশটিও ভেঙে পড়ে
- সন্ধ্যায় সতর্কতা নিয়ে কিছু গাড়িকে ছাড়পত্র
- প্রশ্নের মুখে বেইলি ব্রিজের নির্মাণ
- ওভারলোডিংয়ের ফলে বারবার ক্ষতি, দাবি বিআরও-র

লাচেন ও লাচুং থেকে যাঁরা সকালে গ্যাংটকের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন, ফিরতে হয় তাঁদেরও। সেই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ ছড়ায়। বৈঠক ডেকে ব্রিজ দ্রুত মেরামতের নির্দেশ দেয় মংগন জেলা প্রশাসন। ততক্ষণাৎ কাজ শুরু করে বিআরও। পাশাপাশি বিকল্প রুট অর্থাৎ নাগা রোড সারাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'যান চলাচলের জন্য নাগা রোড কিছুটা উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে স্বস্তির খবর, এদিন সন্ধ্যার মধ্যে ওই বেইলি ব্রিজ মেরামতিতে সক্ষম হয় বিআরও। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে কিছু গাড়িকে যাতায়াতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়।' ২০২৩ সালে সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল জংগু। একাধিক সেতু উড়ে যায় জলের তোড়ে। গতবছর ফিডাং বেইলি ব্রিজ তৈরি করা হয়। ওই সেতুটিও বিপদ ডেকে আনল। রবিবারের মধ্যে মেরামতি সম্পন্ন হবে, জানিয়েছে বিআরও। ৪ জানুয়ারি ভেঙে পড়েছিল লাচুং-কাটাও বেইলি ব্রিজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ভেঙে পড়ে টুং-সাংকালাং বেইলি ব্রিজ।

২০ ফেব্রুয়ারি ভেঙে পড়ে ডিকচু-সাংকালাং সেতুটি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিআরও-র তরফে দাবি করা হয়েছে, ওভারলোড নিয়ে গাড়ি চলাচল ব্রিজ দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন জানিয়েছেন, এখন থেকে কড়া নজরদারি চালানো হবে।

চিন সীমান্তে শৃঙ্গ অভিযানে অনুমতি

উপস্থিতি জানান দিতে কর্মসূচি ভারতের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : চিন সীমান্তের গ্রামগুলিতে এবার কর্মকাণ্ড বাড়াচ্ছে ভারত। লাদাখ থেকে অরুণাচল পর্যন্ত, দেশের ভৌগোলিক সীমানায় থাকা সমস্ত পর্বতশৃঙ্গে এখন থেকে প্রশিক্ষিত পর্বতারোহীদের অভিযানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। মে মাস থেকে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত চিন সীমান্তে একের পর এক শৃঙ্গ অভিযান শুরু হবে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে। প্রত্যেকটি ভারতীয় পর্বতারোহী দলের সঙ্গে থাকবেন ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। নীতি আয়োগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, বিদেশমন্ত্রক, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কর্তারা ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বৈঠক করে অভিযানের রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের সভাপতি কর্নেল বিজয় সিং দিল্লি থেকে জানান, যাঁরাই ভারত-চিন সীমান্তে পর্বত অভিযান করতে ইচ্ছুক তাঁদের ফাউন্ডেশন সবরকম সহযোগিতা করবে।

সূত্রের খবর, ভারতীয় সীমান্তবর্তী তাদের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরি সহ নানা ধরনের কাজকর্ম করছে চিন। তারই পালটা হিসাবে এবার সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রামগুলিকে দেশের মূলস্রোতে আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

গোরিচেন পর্বতশৃঙ্গ। সৌজন্যে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন।

সেইজন্যই এই গ্রামগুলির দরজা এবার পর্যটকদের কাছে খুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে গ্রামগুলিকে। সীমান্তে নিজেদের প্রবল উপস্থিতি চিনকে জানান দিতেই এই কর্মসূচি।

ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী জুনে হিমাচলপ্রদেশের চিন সীমান্তে গাংছা ও শিপকি এবং মে অথবা সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরাখণ্ডের গুঞ্জি ভ্যালি অভিযান হবে। কাশ্মীরের হারমুকে মে বা জুন মাসে, অরুণাচলের গোরিচেন সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে এবং সিকিমের উমাথাং কাশাং চে ও গোরালে শৃঙ্গ অভিযান করা হবে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে বা অক্টোবর মাসে। ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য ভাস্কর দাস জানান, এই নির্দিষ্ট করে দেওয়া শৃঙ্গের বাইরেও সীমান্তবর্তী অন্য শৃঙ্গে অভিযান করা হবে। বিভিন্ন প্রশিক্ষিত ক্লাব বা সংস্থা এবং প্রশিক্ষিত পর্বতারোহীরা চাইলে এই অভিযানে অংশ নিতে পারেন। বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র জোগাড়ে ফাউন্ডেশন তাঁদের সহযোগিতা করবে। সামান্য ফি দিয়ে এই অভিযানের ব্যবস্থা করে দেবে ফাউন্ডেশন। ব্যবস্থা থাকছে পর্বতারোহীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার।

> "এই নির্দিষ্ট করে দেওয়া শৃঙ্গের বাইরেও সীমান্তবর্তী অন্য শৃঙ্গে অভিযান করা হবে। বিভিন্ন প্রশিক্ষিত ক্লাব বা সংস্থা এবং প্রশিক্ষিত পর্বতারোহীরা চাইলে এই অভিযানে অংশ নিতে পারেন। সরকারি ছাড়পত্র জোগাড়ে ফাউন্ডেশন তাঁদের সহযোগিতা করবে।
>
> **ভাস্কর দাস**, গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য, ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন

ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে চিন সীমান্তে এই ধরনের পর্বত অভিযান আগে হয়নি। ডোকালাম, নাথু লা থেকে লাদাখ, তাওয়াংয়ের মতো সীমান্ত এলাকায় ভারত ও চিনের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই লেগেই থাকে। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে তর্কবিতর্ক, এমনকি বিরোধ মাঝেমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে সীমান্তের গ্রামগুলিতেই দেশের আমজনতার যাতায়াতে কড়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ভারতে। কিন্তু চিন নিজের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ভারতকে চাপে রাখে। চিনকে পালটা চাপে রাখতে মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নিজের সীমান্তবর্তী এলাকায় পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের কর্মসূচি এবারই প্রথম নিল ভারত। অভিযানের আগে থেকে ভারত-চিন সীমান্তে ভারতীয় সেনার তৎপরতা আরও বাড়বে। পর্বতারোহীদের যাতে এই ধরনের স্পর্শকাতর এলাকায় শৃঙ্গ অভিযানে কোনও সমস্যা না হয় তার সুরক্ষার জন্য ভারতীয় সেনার বাছাই করা টিম থাকছে। ফাউন্ডেশন থেকে গত ৭ তারিখ দিল্লিতে এই বিষয়ে বৈঠক হয়। চিন সীমান্তের ভারতীয় এলাকার পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতদিন ভারতীয় সীমান্তের গ্রাম ও এলাকায় কোনও কর্মসূচি গৃহীত হয়নি। এবার কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভারত-চিন সীমান্তের ভারতীয় এলাকায় ভারতীয় পর্বতশৃঙ্গগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে সংলগ্ন গ্রামগুলিতে কর্মকাণ্ড বাড়াতে।

মহিলা উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অচৈতন্য অবস্থায় এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। পাশে এক বাচ্চাও ছিল।

ঘটনাস্থলে জিআরপি কর্মীরা এসে চোখেমুখে জল দিয়ে মহিলার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। তবে জ্ঞান না ফেরায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়। এরপর রূপালি রায় নামে ওই মহিলার পরিবারকে খবর দেওয়া হয় জিআরপি-র তরফে।

ফেল কল্যাণ

প্রথম পাতার পর

দলীয় সূত্রে খবর, ২১টি মণ্ডল কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া কার্যত শেষ হলেও, মণ্ডল সভাপতি নিয়ে বিধায়ক, সাংসদ ও জেলা কমিটির মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ায়, ওই সাতটি মণ্ডলে সভাপতি নির্বাচন হয়নি। সাংগঠনিক জেলায় চারটির মধ্যে তিনটি বিধানসভা বিজেপির দখলে থাকার পরেও, কেন ২৮টি মণ্ডল কমিটিই গঠন করা সম্ভব হল না? বিজেপির ঘরে কান পাতলে গোষ্ঠীকোন্দলের কথাই শোনা যাচ্ছে। তবে দ্বিতীয়বার জেলা সভাপতি হয়ে শংকর ঘোষ-ঘনিষ্ঠ অরুণ বলছেন, 'বাকি মণ্ডলগুলি গঠনের ক্ষেত্রে বেশিদিন লাগবে না। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। রাজ্যের নির্দেশে জেলা কমিটি গঠন করে '২৬-এর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব।'

উপর্যুপরি চারবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র ধরে রেখেছে বিজেপি। প্রতিবারই কেন্দ্রটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় পাহাড়ের লিড। এমনকি '২১-এর ভোটে পাহাড়ের তিনটির মধ্যে দার্জিলিং ও কার্সিয়াংয়ে ফোটে পদ্মফুল। অল্পের জন্য বিজেপি দখল করতে পারেনি কালিম্পং। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ৪৫টির মধ্যে মাত্র সাতটি মণ্ডল কমিটি গঠন করতে পেরেছেন হিল বিজেপির সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান। যে কারণে দলের খাতায় দার্জিলিং 'ফেল' করেছে। কিন্তু এমন হতাশাজনক পারফরমেন্স কেন? কল্যাণের যুক্তি, 'বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সদস্য সংগ্রহে পাহাড়ের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সদস্য সংগ্রহ কম হওয়ার মূলে আরও একটি কারণ হল মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যা। যেহেতু সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, তাই সিংহভাগ মণ্ডল কমিটি গঠন করা যায়নি।'

তবে কল্যাণকে বিপাকে ফেলতে দলের অনেকেই মাঠে নামেননি বলে বিজেপির একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'অনেক জেলারই সভাপতি নির্বাচন হয়নি। ওই জেলাগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের জেলা সভাপতি ঘোষণা হবে।'

আদর মাখা হাতে রং

ভিনদেশির মুখে আবির খুদের। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

অনটনের বাগানে স্বপ্ন ফেরি

প্রথম পাতার পর

চিলতে বাড়িতেই কেউ মাশরুম চাষ, আবার কেউ সেলাই শুরু করেন। তাঁদের দেখে এগিয়ে আসেন শ্রমিক মহল্লার অন্য মেয়েরাও। ধীরে ধীরে সবাইকে একজোট করে নিজেদের এলাকায় তাঁরা গড়ে তোলেন সমবায়। একাজে সহযোগিতা মেলে শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে। রেজিস্ট্রেশনের কাজও সেরে ফেলেন সরকারি নিয়ম মেনে। এখন চলছে জোটবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার পালা।

মধু বাগান বহুমুখী সমবায় সংস্থার সম্পাদক কণিকা ধানোয়ার বলেন, 'যতটুকু করতে পেরেছি সেটা এখনও যথেষ্ট নয়। মূলত তহবিলের অভাবটাই বড় কিছু গড়ার মূল প্রতিবন্ধকতা।' ডিমডিমা চা বাগানের বাসিন্দা ও বান্দাপানি বহুমুখী সমবায় সংস্থার নির্দেশক সঞ্জনা লামা এখন দূরশিক্ষার মাধ্যমে কলেজের পড়াশোনা করছেন। ওই তরুণীর কথায়, 'এখানে ফিরে আসার পর দিল্লির প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা নিজেদের বাগানে প্রয়োগ করার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখব না। কালচিনি, বান্দাপানি, মধু, হান্টাপাড়া ও মুজনাই চা বাগান মিলিয়ে সেখানকার মহিলাদের নিয়ে পাঁচটি সমবায় সংস্থা কাজ করছে। কোথাও আদিবাসী সম্প্রদায়দের ট্র্যাডিশনাল পোশাক বা রেডিমেড জামাকাপড় বিক্রি, কোথাও মাশরুম চাষ, আবার কোথাও বাহারি মোমবাতি বা সিমেন্টের ইট তৈরির প্রকল্প চলছে। একাজে যুক্ত হয়েছেন বাগানগুলির অন্তত শ-পাঁচেক মহিলা। অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে চা বাগানে সমবায়ের আন্দোলনকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার কাজও তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের মতো করে।

সহযোগিতা মিলছে সমবায় দপ্তরের পক্ষ থেকে। তবে বাগানে ছোটখাটো কোনও প্রকল্প করতে গেলেও জমির সমস্যা এখন তাঁদের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সম্পাদক আশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ওই তরুণীদের কথা সবিস্তারে জানা আছে। দৃষ্টান্তমূলক কাজ করছেন ওঁরা। জমির বিষয়টি নিয়ে সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারে সঙ্গে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী।'

বেশ কিছুদিন আগে মধু চা বাগানের সমবায়টির কাজকর্ম দেখে যান রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না। হান্টাপাড়া চা বাগানের সমবায়টি সুফল বাংলা প্রকল্পে কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্য একটি আউটলেট তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে।

এএসআই খুন

কিশনগঞ্জ, ১৫ মার্চ : বিহারে আরও এক এএসআই-কে খুন করল দুষ্কৃতীরা। এবার ঘটনাস্থল মুঙ্গের। নিহত পুলিশ আধিকারিকের নাম সন্তোষ সিং। তাঁর বাড়ি কৈমুর জেলার পিপরিয়া গ্রামে। তিনি মুঙ্গেরের মুফসিল থানায় এএসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে দু'পক্ষের বিবাদ মেটাতে যান সন্তোষ। অভিযোগ, সেই সময় দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওঁর মাথা, গলায় কুপিয়ে পালিয়ে যায়। হামলায় গুরুতর জখম সন্তোষকে তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাঁকে পাটনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে শনিবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যু হয়। খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মুঙ্গেরের পুলিশ সুপার সৈয়দ ইমরান মাসুদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চলছে।

বুধবার রাতে আরারিয়া জেলার ফুলকাহা বাজারে রাজীবরঞ্জন মল্ল নামে এক এএসআই-কে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। তিনি ফুলকাহা থানায় কর্মরত ছিলেন। এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনি। সেই ঘটনার তদন্তে সিট গঠিত হয়েছে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের পুলিশের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল।

২১৪ বন্দি হত্যা

প্রথম পাতার পর

অতীতের মতো এবারও সেনাকে ব্যবহার করে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সমঝোতা করতে রাজি হয়নি। সরকারের গোঁয়ার্তুমির কারণেই ২১৪ জন বন্দিকে হত্যা করা হয়েছে।' বালুচ বিদ্রোহীদের এই বিবৃতি নিয়ে অবশ্য শনিবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি পাকিস্তান সরকার বা সেনাবাহিনী।

অন্যদিকে, বালুচিস্তানের পর পাকিস্তান সরকারের মাথাব্যথা বাড়িয়েছে সিন্ধুপ্রদেশও। বালুচ বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছে সেখানকার প্রভাবশালী সশস্ত্র সংগঠন সিন্ধুদেশ রেভলিউশনারি আর্মি (এসআরএ)। সিন্ধুর স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করছে সংগঠনটি। বালুচিস্তানেও জোট বাঁধছে বিদ্রোহীরা। জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের ঠিক আগের দিন গত মঙ্গলবার বালুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট এবং বালুচ রিপাবলিকান গার্ড নামে দুই বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে জোট গড়েছিল বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি।

ওই ৩ বালুচ গোষ্ঠীর জোটে শামিল হওয়ার ঘোষণা করল সিন্ধুদেশ রেভলিউশনারি আর্মি। এতে পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনের উদ্বেগ বাড়বে। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর প্রকল্পে বালুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়া ও সিন্ধুতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে চিন। এই অঞ্চলে অস্থিরতা বাড়লে সেই প্রকল্পে কার্যকারিতা হারাতে পারে চিনের বিনিয়োগ।

নির্বিঘ্নে হোলি

কিশনগঞ্জ, ১৫ মার্চ : একটি পথ দুর্ঘটনাকে বাদ দিলে নির্বিঘ্নেই শেষ হল কিশনগঞ্জে হোলি বা দোল উৎসব। শুক্রবার দোল এবং জুম্মার নমাজ দুই সম্প্রদায়ের মানুষই নিজেদের মতো করে পালন করেছেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ-প্রশাসনও ছিল সচেষ্ট। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল জেলার সর্বত্র। শুক্রবারের ধারা বজায় ছিল শনিবারও। তবে শনিবার দুপুরে জেলার ছটরগাছ এলাকার ফুলবাড়ি গ্রামের কাছে একটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন দার্জিলিং জেলার সোনাপুরের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাঁশবোঝাই গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা মারেন মোটরবাইক নিয়ে দ্রুতগতিতে থাকা রবীন্দ্রনাথ। পুলিশ জানতে পেরেছে, কিশনগঞ্জের ভবানীগঞ্জ বাজারে হোলি খেলে তিনি সোনাপুরের বাড়িতে ফিরছিলেন। ঘটনার পর স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে ছটরগাছ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছটরগাছ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজু কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি গাড়িই আটক করেন।

দাদার হাতে খুন

মানিকচক, ১৫ মার্চ : শনিবার দুপুরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দাদার হাতে খুন হতে হল ভাইকে। বাঁধাকপির জমিতে ছাগল ঢোকাকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত। বচসা গড়ায় সংঘর্ষে। চলে এলোপাতাড়ি হাঁসুয়ার কোপ। আর তাতেই মৃত্যু হল ভাই কমল মণ্ডলের। নিহত ব্যক্তি উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য ছিলেন। আপাতত মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন।

সংঘর্ষে গুরুতর আহত কমলের স্ত্রী ময়ূরী মণ্ডল, তার ভাইপো ভীম সেন মণ্ডল, বৌদি ইস্মতি মণ্ডল এবং ভাইজি। হাঁসুয়ার কোপে ময়ূরী মণ্ডলের বাম হাতের বেশিরভাগ অংশ কাটা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষে দুই পক্ষের মোট ছয়জন আহত। তাঁদেরকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত দাদা ফেকন মণ্ডল, ভাইপো প্রবীর মণ্ডল ও বৌদি অনিতা মণ্ডলকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে ভূতনি থানার পুলিশ। তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশের বিশাল বাহিনী। নিহত কমল ও ফেকন সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। নিহত কমল মণ্ডল ও ফেকন মণ্ডলের ভূতনি উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের গোবর্ধনটোলায় পাশাপাশি বাড়ি। ভিটেমাটি ভাগাভাগি নিয়ে দীর্ঘদিনের ঝামেলা চলছিল কমল ও ফেকনের।

আগুনে পুড়ল বারোটি ঘর

কিশনগঞ্জ, ১৫ মার্চ : আগুনে পুড়ল বারোটি ঘর। শনিবার সকালে পুঠিয়ার টিপিঝাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চনামনাকারী গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে মহম্মদ রমজানের ঘরে আগুন লাগে। সেখান থেকে মুহূর্তে অন্য ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে গ্রামবাসীরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে দমকল পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সময় বেঁধে টাস্ক

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে অভিষেক বলেন, 'এটা প্রশাসনিক পদ নয়, দলের পদ। তাঁদের কাজ ভালোভাবে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখা।' সব জেলায় পাঁচদিনের মধ্যে জেলা কমিটি এবং ২১ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে ব্লক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। তারপর ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে অঞ্চল ও ওয়ার্ড কোর কমিটি গঠন করা হবে।

১৬ এপ্রিল থেকে ঘুরে ঘুরে সমীক্ষা চলবে। অভিষেক জানান, সেই কাজ হবে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত। তাঁর কথায়, 'তিন মাস ভোটার তালিকার কাজ করে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। বছরে চারবার ভোটার লিস্টের কাজ হয়। তাই নিয়মিত সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।'

আইপ্যাককে বাদ দিয়ে তৃণমূল চলবে না, সেটা গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভায় মমতা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। অভিষেক শনিবার বুঝিয়ে দিলেন, আইপ্যাককে ব্যবহার করতে হবে সতর্কভাবে। তিনি বলেন, 'বদনাম করতে কে বা কারা আইপ্যাকের নাম ব্যবহার করছে দেখতে হবে। আমার অফিস ও আইপ্যাকের নাম করে পদ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।'

এরপর তিনি নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দেন, 'যদি কেউ বলে আইপ্যাক থেকে এসেছি, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে যাচাই করে নেবেন। নম্বরটি হল ৮১৪২৬৮১৪২৬। তবে আইপ্যাক থেকে কেউ গেলে আগাম জেলা সভাপতিকে আমার অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

অভিষেক বলেন, 'আমাদের অবস্থান নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি। কিন্তু কমিশন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেখাচ্ছে না। আমরা ভূতুড়ে ভোটার ধরে ফেলেছি বলে ওদের গায়ে জ্বালা হয়েছে। দিল্লিতে কারচুপি করে জিতেছে বিজেপি। পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট দিতে না দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমাদের তা ধরতে হবে।'

বিকাল ৪টেয় বৈঠক শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নেটওয়ার্কজনিত কারণে শুরু হয় সাড়ে ৪টেয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে তিনি, মালদা ও পূর্ব মেদিনীপুরে গত নির্বাচনে দলের হারের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে দায়ী করেন। বালুরঘাটে বিশেষ নজর দিতে বলেন। শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম আসনকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে নির্দেশ দেন।

অভিষেকের ভাষায়, 'মনে রাখতে হবে, এই রাজ্য মহারাষ্ট্র বা উত্তরপ্রদেশ নয়। ভেবেছে ওরা এখানে জাল ভোট করবে। সে গুড়ে বালি। আমরা সারা বছর ভোটার তালিকা যাচাই করব। নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।'

ডেপুটি মেয়রকে হুমকি

প্রথম পাতার পর

হুজ্জুতির আর এক ঘটনা ঘটে, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলা মোড় সংলগ্ন জামুড়িভিটা এলাকায়। স্থানীয় এক দোকানদারের অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আবির কিনতে আসে। ওই ক্রেতা দশ টাকায় আবির নিতে চায়। ওই দোকানদার সেটা মানতে না চাওয়ায় বেধড়ক মারধর করা হয়। দুই তরুণ ওই দোকানদারকে বাঁচাতে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

শুক্রবার নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় দুই সাধু। অভিযোগ, ভক্তিনগর থানা এলাকায় এক সাধুর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে এক নাবালিকা। ওই বাড়িতে সাধুর সঙ্গে বাগডোগরা থেকে আর এক সাধুও দেখা করতে এসেছিল। অভিযোগ, ওই নাবালিকাকে একা পেয়ে ওই দুই সাধু ধর্ষণের চেষ্টা করে। চিৎকার চ্যাঁচামেচির আওয়াজ পেয়ে স্থানীয়রা ওই বাড়িতে জড়ো হয়। এরপর পুলিশ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ওই দুই সাধুর নাম কাজল ঘোষ ও মতিলাল মহন্ত।

দোল ও হোলির দিন শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে ব্যারিয়ার, ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও মডিফায়েড সাইলেন্সার বাইকের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যায়নি। শহরের এক বাসিন্দা প্রশান্ত বসাক বলেন, 'দু'দিনে মদ্যপদের দৌরাত্ম্যের থেকেও বেশি আতঙ্ক হয়ে রইল মডিফাইড সাইলেন্সার বাইকের দৌরাত্ম্য।'

কামতাপুর চেয়ে আজ সভা অসমে

কোচবিহার, ১৫ মার্চ : কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে এবার অসমের সংগঠিত কামতাপুর ছাত্র সংগঠন ও উত্তরবঙ্গের সমস্ত কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল ও সংগঠনকে একত্রিত করার লক্ষ্যে আন্দোলনে নামল কোচবিহার রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী কল্যাণ ট্রাস্ট। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ১৬ মার্চ রবিবার অসমের হালাকুড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বড় জনসভার আয়োজন করেছে তারা। এই জনসভা নিয়ে ইতিমধ্যেই ফ্লেক্স ও লিফলেটও ছাপানো হয়েছে। যদিও এই জনসভার বিষয়ে উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারে তারা কোনও প্রচার করেনি। বিষয়টি তারা এখানে কার্যত গোপনেই রেখেছে।

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাদের এ ধরনের কার্যকলাপকে কোচবিহারে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তারই অঙ্গ হিসাবে তাদের রবিবারের এই কর্মসূচি। যদিও তৃণমূলের দাবি, কোচবিহার রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী কল্যাণ ট্রাস্টকে দিয়ে বিজেপিই এসব করাচ্ছে।

রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ বলেন, 'আমাদের কামতাপুর রাজ্য শুধু উত্তরবঙ্গকে নিয়ে নয়, পাশাপাশি নিম্ন অসম ও বিহারের পূর্ণিয়াও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কারণ নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁওতেও অসংখ্য কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। তাঁরাও কামতাপুর রাজ্য চান। সে কারণে উত্তরবঙ্গের সমস্ত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পাশাপাশি অসমের ইউকেএসও এবং সেখানকার সমস্ত কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষকে আমরা একত্রিত করতে চাইছি। আর সেই লক্ষ্যেই রবিবার অসমে আমাদের এই জনসভা।'

বিষয়টিকে ভোট রাজনীতির অংশ হিসাবেই দেখছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'উত্তরাধিকারী কল্যাণ ট্রাস্টে এখন যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কেউই কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের আসল বংশধর নন। এঁরা রাজপরিবারের বিভিন্ন শাখার বংশধর। তাই নিজেদের রাজপরিবার বলে দাবি করে আসা এঁদের নেতৃত্বে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গ কোনওদিনই আলাদা রাজ্য হবে না। সেগুলি তাঁদের অলীক কল্পনাই রয়ে যাবে।' গিরিনবাবু আরও বলেন, 'আসলে বিজেপি অনন্ত মহারাজকে বাদ দিয়ে রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে আরেকজন মহারাজ তৈরি করতে চাইছে। এগুলো সবই ভোটের গিমিক।' বিষয়টি নিয়ে গ্রেটার নেতা তথা সাংসদ নগেন রায় বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশ। ফলে আন্দোলন যে কেউ করতে পারে। তবে মহারাজ বানানোর ক্ষমতা বিজেপির নেই।'

রংদার রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৬ মার্চ ২০২৫ পনেরো

দোল চলে গেলে তার চিহ্ন থেকে যায় সর্বত্র। পথে, ঘাটে, হাটেবাজারে। রং হয়ে ওঠে কোনও রাজনৈতিক পার্টি বা খেলার দলের প্রতীক। সবুজ মানে এক দলের, গেরুয়া মানে এক দলের, লাল মানে অন্য দলের। রংই হয়ে ওঠে বিভাজনের উৎস। আজকের প্রচ্ছদে সেই নিয়ে চর্চা।

১৬ ট্রাভেল ব্লগ শৌভিক রায়

১৭ ছোটগল্প মাধবী দাস

১৮ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত

কবিতা : অরণি বসু, অজন্তা রায় আচার্য, সুবীর সরকার, বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস, মৌসুমী মজুমদার, আশিস চক্রবর্তী, হৃষীকেশ ঘোষ ও স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

রং বেরং

হাতভরা সবুজ চুড়ি ও হলুদ টাই

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

“চোখের জলের হয় না কোনও রং, তবু কত রঙে ছবি আছে আঁকা।” ছোটবেলায় পাড়ার পুজোতে এই গানটা বাজলেই মনটা কেমন হুহু করে উঠত। কিন্তু জীবনের ৫০টা বছর পেরিয়ে আসতে আসতে দেখলাম, সত্যিই কত রং যে আমাদের জীবনের ক্যানভাসে আঁচড় কেটে যায়! কোনওটা সুখের, কোনওটা দুঃখের, প্রেম, বিচ্ছেদ, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকারও একটা রং আছে বৈকি। রং ছাড়া কি জীবন চলে?

রং আছে রাজনীতিতে, রং আছে ফুটবলে, রং আছে খেলাধুলোয়, রং আছে জীবনে প্রেমে এবং প্যাশনে। এই যে হিন্দি সিনেমায় মানে বলিউডে লাল রং মানেই প্রেমের প্রতীক, সেটা তো সত্যি সত্যি আমাদের মগজে গেঁথে গিয়েছে। শাহরুখ কিংবা আমির খানের রোমান্টিক দৃশ্যে লাল রঙের বেলুনের ছড়াছড়ি। একথা আর কী করে অস্বীকার করতে পারি, এই লাল রং ভ্যালেন্টাইন্স ডে হয়ে কখন যেন আমাদের কাছে প্রেমের রং হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েক বছর আগে এক অধ্যাপক সহকর্মীর কাছে গল্প শুনেছিলাম, যে তিনি তাঁর কলেজের বন্ধুকে দোলের দিন সকালে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, “রং যেন মোর মর্মে লাগে/ আমার সকল কর্মে লাগে”। সেই মেসেজ পেয়ে ছোটবেলার বন্ধু কী মনে করলেন কে জানে, একেবারে চলে এলেন অধ্যাপিকা বন্ধুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে। সেই যে দুজনের প্রেম শুরু হল, তা তো আর থামল না। তাহলে সত্যিই মর্মে তো রং লেগেছিল!

দেশে-বিদেশে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি রাজনীতিতেও রংটা ভীষণ জরুরি। এই যে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন বামেদের রং ছিল লাল, আর এখন ভারতবর্ষে বিজেপি মানেই গেরুয়া। এটাও তো রঙেরই খেলা! আমি যখন মালদ্বীপে থাকতাম, তখন মালদ্বীপের শাসকদল অর্থাৎ যাদের আমরা ভারতপন্থী দল বলে চিনতাম, সেই এমডিপি’র রং ছিল উজ্জ্বল হলুদ। এমনই হলুদ, যে হলুদ রঙের টাই এমডিপি’র সব নেতারাই পরতেন। এমডিপি’র জনপ্রিয় নেতা, একসময়ের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাশিদের জন্যও ওই হলুদ রঙের টাই কিনতে গিয়ে আমি জেরবার হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু নাশিদ মানেই ওই হলুদ রং, এমনকি মালদ্বীপের লোকরা গুলঞ্চ ফুলের ভিতরে হলুদ রঙের জন্য সেই ফুলকে নাশিদের ডাকনামেই ‘আন্নি ফ্লাওয়ার’ বলেই ডাকত।

এই যে রঙের সঙ্গে ভালোবাসা, রঙের সঙ্গে আবেগকে জড়িয়ে নেওয়া, এটা কি শুধুই রাজনীতিতে রয়েছে, নাকি ফুটবলেও? আমার পরিচিত এক গোঁড়া ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক সারাজীবন লাল আর হলুদ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরেছেন, পাঞ্জাবি রং করে। আসলে সেটাও একটা ক্যামোফ্লাজ। কেউ বুঝতে পারেনি তাঁর প্রিয় দলের মাঠে পারফরমেন্স যতই খারাপ হোক, হৃদয়ে তিনি ইস্টবেঙ্গলকে জাগিয়ে রেখেছেন ওই লাল আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে। খেলায় হেরে যাওয়ার পরে দুঃখে মাঝে মাঝে তিনি সাদা রঙের পাঞ্জাবি পরতেন বটে, কিন্তু বুঝতে পারতাম ইস্টবেঙ্গলটা রয়ে গিয়েছে তাঁর প্যাশনে।

আমি এটুকু বুঝি, এই চূড়ান্ত গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর পৃথিবীতে, এই ইট-কাঠ-পাথরের মহানগরে থেকেও বুঝি, বসন্তের আনাচে-কানাচে ফুটে ওঠা শিমুল, পলাশ আর অশোকের রংকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য আমাদের আজও নেই। কোনও দিন ছিল না। ছিল না বলেই তো লখনউয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ দোলের দিন পিচকারি হাতে তাঁর ‘ব্রজনারী’-দের সঙ্গে হোলি খেলতে নেমে পড়তেন।

মালদ্বীপে সেভাবে বসন্ত আসে না। কিন্তু শরীরে-মনে রং মাখবার ইচ্ছা থাকবে না? ইদের দিন বিকেলে স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র বোড়ুবেরু নিয়ে দলে দলে নারী-পুরুষ জড়ো হয় সমুদ্রের ধারে। খাওয়াদাওয়া, গানবাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলে তুমুল রং খেলা, একটি মুসলমান দেশে, ইদের অনুষঙ্গে!

কোথাও থেকে একটা ভাবনা শুরু হয়েছে, যে মুসলমানদের রং মানেই সবুজ। পড়াশোনা করে বুঝেছি, যে ইসলাম ধর্মটি যেহেতু উষর মরুপ্রান্তরে শুরু হয়েছিল, সেহেতু সবুজ শ্যামলিমার প্রতি মুসলমানদের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। কিন্তু মুসলিম মানেই সবুজ রং, এটা বোধহয় ঠিক নয়। এই যে তুরস্ক, মুসলিমদের মধ্যে এত শক্তিশালী দেশ, সেই তুরস্কের জাতীয় পতাকা তো লালে মোড়া। তাহলে কেন সবুজ দেখলেই মুসলমানদের রং আর কোথাও সবুজ রঙের পতাকা দেখলেই ‘‘পাকিস্তানিরা এসে গিয়েছে’’, বলে মাঝে মাঝে হইচই শুরু হয়ে যায়, তা বুঝি না। আসলে এইসবই হয়তো আমাদের রং নিয়ে অবসেশনের ফল। কোন রং কীসের প্রতীক, তা আমরা অনেক সময়ই ধরতে পারি না। লালও যে মুসলিমদের হৃদয়ে রয়েছে, সে তো অনেক মুসলিম দেশের পতাকা দেখলেই বোঝা যায়। আবার উত্তর ভারতের ‘হরিয়ালি তীজ’-এর অনুষ্ঠান তো অনেকখানি দাঁড়িয়ে আছে সমৃদ্ধি ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে সবুজ রঙের উদযাপনে,

এরপর ষোলোর পাতায়

যে রঙে সেলফি ভালো ওঠে

শ্যামলী সেনগুপ্ত

বড় উলটো চলছে দিন। আকাশ ছুঁয়ে থাকবে সোনালি আলো, হাওয়ায় মৃদু রং ছড়িয়ে পলাশ কেশর উড়বে, যাওয়া-আসার পথে পথে বিছিয়ে থাকবে মাদার আর শিমুল তবেই না মন আঁকুপাঁকু করবে ‘নিসুলতানা রে, প্যায়ার কা মৌসম আয়া…।’ ফর্সা আকাশে তবেই না শশী কাপুর আর আশা পারেখ মিশিয়ে দেবেন প্রাকৃতিক গুলাল।

দোল চলে গেলেও থেকে যায় রংয়ের রেশ।

তবু বসন্ত ঢুকে পড়ে। তখন ‘বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা’ ফার্লং ফার্লং দূরে। তবু বসন্ত এলোমেলো করে দেয় ফাগুন হাওয়া ও ফাগ। বুদ্ধদেব গুহ মনের ভেতর পুটুর পুটুর করতে থাকেন। একটি দুধ সাদা চিকনকারি বেরিয়ে পড়ে দিদির ট্রাংক থেকে। ছাব্বিশে জানুয়ারির সিভিল প্যারেডে এইটাই পরেছিল শৈলবালা উইমেন্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আজ বোন পরবে সন্ধেবেলায়। সেই রং অনেক স্মৃতিকাতরতার জন্ম দেয়। যখন সান্ধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলত সকাল থেকে। বেলকুঁড়ি ভিজিয়ে রাখা হত। মোরাদাবাদী নকশা কাটা পাত্রে গোলাপি আবিরের স্তূপ বানানো হত।

সেই কৈশোর উত্তীর্ণ মলয় বাতাসে গোলাপি আবির বড় প্রিয় ছিল। অথচ তেমন কোনও আহামরি জিনিস নয়। তখনও ফুলের আবিরের চল হয়নি। ওই চকের গুঁড়োর সঙ্গে কৃত্রিম রং মিশিয়ে যে আবির, তারই তখন রমরমা।

> তখন ‘বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা’ ফার্লং ফার্লং দূরে। তবু বসন্ত এলোমেলো করে দেয় ফাগুন হাওয়া ও ফাগ। বুদ্ধদেব গুহ মনের ভেতর পুটুর পুটুর করতে থাকেন।

হাওয়ায় গুলাল উড়লেই চাঁচরের দিনগুলি ভেসে ওঠে। দোল বলুন আর হোলিই বলুন, চাঁচরের থেকেই তো শুরু আবির ওড়ানো। জন্মসূত্রে ওড়িশায় কেটে গেছে জীবনের প্রথম পর্ব, বিবাহ পূর্ববর্তী পর্ব। সেই সে দেশের সেই সে গ্রামে বড় ঠাকুর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ। সে মাঠের পাশেই দিয়ে রাস্তা। নাম বড়দাণ্ড। তো সেই মাঠে দোল চতুর্দশীর রাত ঝলমল করত আলোয়, কাগজের পতাকায় আর ফুলের মালায়। বড়ঠাকুর নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন যে! গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কৃষ্ণকিশোররা আসছেন, একা অথবা শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে নিয়ে, দোলায় চেপে। এই ভাবনাতেও কত রং মিশে থাকে।

একবার রং খেলা হল কলকাতার বাঘা যতীনে। মাসির বাড়ি বেড়াতে এসে। যাদবপুরের ফিজিক্স অনেকক্ষণ থেকে লেগপুলিং করছিল। বিজ্ঞানের স্টুডেন্ট জেনে যাদবপুর ফিজিক্স COLOR থেকে শুরু করে জাপানি ভাষার কাবোদাচোতে মুভ করতেই এক ঝাড়। পরেরদিন তার শোধ তুলল চুলে খুনি রং দিয়ে। যত ধারা স্নান, তত লাল রং। তত লাল রং। ‘ইয়ে লাল রং কব মুঝে ছোড়েগা।’

পরের দোলে গোলাপির সঙ্গে লাল আবিরের প্যাকেট এল ঘরে। হাওয়ায় উড়ল লাল দোপাট্টা।

তো, সেবার সেই গ্রামীণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে কী করে যেন লাল আবির আর মশাল প্রাধান্য পেল। এক নতুন জানার দিক খুলে গেল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রায় ভস্ম করে দিচ্ছিল এবিভিপি আর সিপির দাদাদিদিরা। তবে এখনকার মতো লাঠালাঠি ধস্তাধস্তি হয়নি। শুধু দেখতাম, বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার ধারে আম বাগানে লাঠি, লেজিম নিয়ে প্রশিক্ষণ চলছে।

রং খেলা একেক জায়গায় একেকরকম। মধ্যপ্রদেশের খারগোন জেলার একটি গ্রাম চোলি।

এরপর ষোলোর পাতায়

কৃষ্ণচূড়ায় এসো, মেঘ বিদ্যুতে এসো

সন্দীপন নন্দী

দুধসাদা চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্বেত পাথরটার বুকে কে যেন গত দোলে জলবেলুন মেরেছিল। হতাশায় নাকি উচ্ছ্বাসে, কে জানে? আবছা লাল রঙের একটা ছোপ এখনও বিরাজমান। তবু তো একটু লাল। যত ফিকেই হোক, মনে করিয়ে দেয়, দেশের জন্য আক্ষরিক অর্থেই রক্ত দিয়েছিলেন তাঁরা।

এই মুহূর্তে ঘুটঘুটে যে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরেই বেদিতলে পরপর ঝুলে আছে গৌরবের বিপ্লবীরা। তবু সে রং বিবর্ণ হতে হতে আজ ওই নামও হয়েছে পাঠযোগ্যহীন। অপলক প্রত্যক্ষ করলেই দেখা যায়, দেশে-বিদেশে, নগরে-প্রান্তরে প্রতিটি স্মৃতিফলক এ বর্ণবিপর্যয়েও দাঁড়িয়ে আছে অবিচল একা। সে ধু-ধু শ্মশান হতে থমথমে কবরে বিস্তৃত এপিটাফ, সবখান থেকে মুছে গিয়েছে প্রিয়নাম।

শোকের ভুবনে যে একচিলতে রং চিনিয়ে দিত, মাটিতে ঘুমিয়ে থাকা প্রিয়কে, যে অকাল শ্রাবণের কালো তারিখেই চলে গেল অখ্যাত কিশোর, কিচ্ছু বোঝা যায় না। ভ্রম বাড়ে। ক্রমে কবে, কখনের বিবরণ লুপ্ত হয় রংবিনায়।

রোদবৃষ্টির শাসনে ধুয়ে নিল সব রং। এটাই রঙের মন্বন্তর। সময় সমগ্রে বিস্মৃত ধূসরের যে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার আপাতত সম্ভব নয়,তা সে যতই কালো হোক। গতরাতেও যে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রক্তিম সিগন্যালের চোখে চোখ রেখে স্থির ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় অনামি ট্রেন, ফেরারি শীতের ছাই ছাই কুয়াশা চিরে ধাবমান যে দুর্দান্ত পোস্টম্যান কিংবা অন্তর্নিহিত বৈদ্যুতিক চুল্লির যে দিশেহারা আগুন, সর্বত্র বর্ণ একটি পৃথক অস্তিত্ব দাবি করেছে কালের যাত্রাপথে। ওই আছে না আছে, তবু মনে রেখোর মতো।

যে রঙের কোথাও হারিয়ে যাবার মানা নেই। যে রং যাবার আগেও রাঙিয়ে যায়। যে রং আকাশপানের মুগ্ধচোখে রঙিন স্বপ্ন মাখায়। যে রং গৃহবাসীর দ্বার খুলে দেয় আনমনে। যে রং একদা বেলা বাড়লে ধীরে ধীরে বসন্তী হয়ে ওঠে। সে পাড়ায় চিরশত্রুর গৃহসম্মুখে লালসুরকির পথ হোক বা অজাতশত্রুর অনাদরে পড়ে থাকা শ্যাওলাশ্যামল কলপাড়,বর্ণভুবনে রঙের রূপান্তর রদ করা যায়নি। বরং রাগান্বিত রমণীর গালে, সর্পদংশনের পর মানবের বিচিত্র অনামিকায়, পিতৃবিয়োগে শোকার্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখ থেকে তিনপুরুষের মধ্যবিত্ত ঠাকুরথানে, এক অলক্ষ্যের রংবদল চলছে তো চলছেই।

সে হতে পারে বৈদ্যুতিক পোলে রোদজলেও অবিকৃত লোকসভা ভোটের পার্টিফ্ল্যাগ, হতে পারে প্রবল ক্ষতি সামলেও সদ্যসমাপ্ত সার্কাসের নিশ্চল কোনও তাঁবু কিংবা কর্মহীন শ্রমিকের জানলায় উড়তে থাকা সেই আদিকালের পর্দাটি, সর্বত্র কালার ক্রমশ এক ক্যারেক্টার হয়ে যায়। বলা হয়, জ্যোৎস্না রঙে নাকি প্রকৃতমানবের এপার ওপার দেখা যায়। যার সম্পদ বলতে ওই বর্ণপাহাড়, থতমত যে হৃদয়ে ছিল রাংতার অলৌকিক বিভা, সেই অলীকমানুষের আজ খুব প্রয়োজন। দু’ধারে আকন্দফুলের ঝোপ নিয়ে হেঁটেচলা নিরীহ রেললাইনে, নিশীথের অনিদ্রায় আলোহীন বিচ্ছিন্ন তেরোতলায় অথবা শহর হাসপাতালগুলির ট্রমাকেয়ারের প্রবেশপথে, এই রংমানবের সমাবেশ জরুরি ছিল। কোনও পুত্র, পিতা, বন্ধু কিংবা ভগ্নীর চিরন্তন অন্তর্ধান প্রতিরোধের পথে রঙের ডালি নিয়ে অন্তত একবার সে বলত, এসো সুসংবাদ এসো। রং নাও রং দাও।

বেঁচে ওঠো। হে পরাণসখা রং, কৃষ্ণচূড়ায় এসো, জ্বরের রাতে এসো, ইচ্ছেতে এসো,অনিচ্ছায় এসো, মেঘবিদ্যুতে এসো, টেস্ট ক্রিকেটের শুভ্র শার্টের মতো এসো। ফিরে ফিরে এসো রংচটা ফেরিওয়ালার মানিব্যাগে ঐশ্বর্য হয়ে, মেঘের কোলে রোদহাসা বাদলের ছুটি হয়ে এসো। তবু এসো। প্রিয়রং, একবার, একবার এসে দেখে যাও তুমি ছাড়া শূন্য লাগে।

তবে শূন্য শুধু শূন্য নয়। সে লাল চা হোক আর লাল চেয়ার! লালশালু থেকে লালকার্পেট, লালপতাকা হতে লালদন্তমঞ্জন! কোনওমতে লড়াই করে টিকে আছে আমাদের প্রাত্যহিক নড়বড়ে লালগুলো। কারণ বিমর্ষ বিশ্বে মানুষের জীবনে যে বিপুল শেড আর অথই সম্ভাবনার আকর্ষণ, চাহিদার আকুতি, ঘটেচলা জাগতিক খেলায় রংবদলের মতো সহস্র বর্ণসমাবেশে মানুষও অনিবার্যভাবে রং বদলায়।

অ্যাম্বুল্যান্স থেকে মন্ত্রীর গাড়িশীর্ষে আজ তাই নীলবাতির সমারোহ। ভোটশেষে পরাজিত সৈনিকের ন্যায়ে কোথাওবা পড়ে থাকে বিধ্বস্ত লালচেয়ারের স্তূপ। সাম্রাজ্য পতনের পর নীলসাদা রংটাই নাকি আজ আধিপত্যের এক পবিত্র দাগ।

এভাবেই বদল আসে রংসমীকরণে। ফলে একান্ত রং বলে কিছু নেই আর, সব কেমন একাকার। যে অস্থির রংরাজ্যে হলুদের প্রত্যয়, খয়েরির প্রত্যাখ্যান, সবুজের অভিযান এক অনন্য দিক নির্দেশ করে। প্রথা ভাঙে আর যে কোনও অশান্তির প্রাকলগ্নেই দিগ্বিদিক শুরু হয়ে যায় রংযুদ্ধ।

তোমার রং আমার রঙে বিদ্রোহের খবর রটে যায় ভোরবেলা। একদিন বিজয় মিছিল শেষে সড়কপথে বিন্যস্ত আবিরের রং চিনিয়ে দেয় তুমি কার! তাইতো আজ সংবাদপত্র হতে সংবাদের টিভি চ্যানেলকে, নির্দিষ্ট রং দিয়ে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্র। ফলাফল? আমাদের কাগজে তাহাদের কথা লেখা হয় না আর। তাহাদের চ্যানেলে ইহাদের কৃতিকথা গোপন থেকে যায় রোজ। সবটাই রং সৌজন্য।

তাই প্রথম পরিচয়ে আজ কেউ নাম জানতে চায় না। সমকাল জানতে চায় আপনার ভাবনার রং কী? কুম্ভ থেকে ব্রিগেড, মন্দির হতে মসজিদ অথবা খাদ্যবৈভিন্নেই নির্ধারিত হয় মানবের রং। এ যেন এক চরম সিদ্ধান্তের বিচার দিবস।

এরপর ষোলোর পাতায়

বারাণসীতে লুকিয়ে কোচবিহারের ইতিহাস

শৌভিক রায়

'অলিগলির গোলকধাঁধায়' কোথায় যে লুকিয়ে মন্দিরটি, বুঝতেই পারিনি। অথচ ওই রাস্তায় বারতিনেক এদিক ওদিক করলাম একটু আগেও। যে দু'-তিনজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরাও ঠিকঠাক বলতে পারলেন না। অবশেষে খুঁজে পেলাম বারাণসীর বিখ্যাত কোচবিহার কালীবাড়ি।

সোনারপুরা বাঙালিটোলায় এই প্রাচীন মন্দিরটির দুশো বছর বয়স হতে খুব বেশি বাকি নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে কোচবিহারের পুরোনো ইতিহাস। কিন্তু ভগ্নপ্রায় এই মন্দির দেখে কে বলবে, কত ঐশ্বর্য লুকিয়ে এখানে!

বাঙালিদের দ্বিতীয় বাড়ি বলে খ্যাত বারাণসীর সঙ্গে কোচবিহারের যোগ দীর্ঘদিনের হলেও মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। কোচবিহারের মহারাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই আলাদা। সাহিত্যপ্রেমী ও কবি হরেন্দ্রনারায়ণের 'রাজত্বকাল কোচবিহারের সাহিত্য আলোচনায় এলিজাবেথানীয় যুগ' বলে পরিচিত। পণ্ডিত নিযুক্ত করে সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিও অনুবাদ করিয়েছিলেন তিনি। ১৮৩৬ সালে রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে চলে যান বারাণসীতে।

সেখানেই বাসস্থান নির্মাণের পাশাপাশি, কালী মন্দির স্থাপনার কাজেও হাত দেন হরেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু ১৮৩৯ সালে মৃত্যু হয় তাঁর। অসমাপ্ত নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে আসেন জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ। তৈরি হয় মন্দির। অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র দিনে, ১৮৪৬ সালের ৭ মে (বঙ্গাব্দ ১২৫৩, বৈশাখ ২৪), উদ্বোধন হয় মন্দিরের। প্রতিষ্ঠিত হন করুণাময়ী কালী ও দয়াময়ী কালী। অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির পাশাপাশি সত্রও নির্মাণ করা হয়েছিল। এখনও দেখেই বোঝা যায়, অতীতে অত্যন্ত সুদৃশ্য ছিল মন্দিরটি। চ্যাপ্টা লাল ইটের তৈরি মন্দিরগাত্রের অপরূপ কারুকাজ বিস্মিত করে তুলল। একদিকের প্রবেশদ্বারে মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের নামোল্লেখ বলে দিচ্ছিল মন্দিরের প্রাচীনত্ব। লাগোয়া রাধাকৃষ্ণ ও শিব মন্দির দেখে নিলাম। মুগ্ধ করল হাওয়ামহলটি। এখানে থাকাও যায়।

কিন্তু সবেতেই এখন ছন্নছাড়া অবস্থা। বারাণসীর বাসিন্দা চিত্রশিল্পী শর্মিষ্ঠা রাহা বললেন, 'বছর কুড়ি আগের সেই মন্দির আর নেই। অত্যন্ত করুণ হাল। সংরক্ষণ ও যত্নের অভাবে নষ্ট হচ্ছে সব।' অতীতে এখানে 'বড়মা' ও 'ছোটমা'-এর পুজো হত শুদ্ধ উপাচারে। নিত্যদিন রুপোর বিরাট পরতে সাজানো থাকত নৈবেদ্য। অন্নভোগ নিবেদিত হত গোটা কুড়ি রুপোর বাটিতে। 'সামনের সুদৃশ্য বাগানের ফোয়ারা দেখতেই তো কত মানুষ ভিড় জমাতেন', বললেন গবেষক-শিক্ষক প্রসাদ দাস। সেই সময় তাঁরা প্রায়ই যেতেন ওখানে। থাকতেন মন্দির চত্বরে। 'খুব ভালো ছিল থাকবার ব্যবস্থা। আর এখন? না বলাই ভালো।'

সত্যিই তাই। ভাঙা দেওয়াল, উঠে যাওয়া চুনসুরকি, রং চটে যাওয়া দেওয়াল, ইতস্তত ফেলা আবর্জনা সব মিলিয়ে নান্দনিক পরিবেশটিই আর নেই। শুকিয়ে গিয়েছে একদা সাজানো বাগান। চারদিকেই নৈরাজ্যের হাহাকার। ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হতে হতে, মন্দির হারিয়ে ফেলছে তার নিজস্ব গাম্ভীর্য ও শুদ্ধ পরিবেশ। দৈনন্দিন কাজে এখন যেন শুধুই নিয়মরক্ষা। ভালোবাসার অভাব সুস্পষ্ট। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে গঙ্গার কেদারঘাট কাছেই। আর সামান্য এগোলেই হরিশ্চন্দ্র ঘাট। মন্দির থেকে ভেতর দিয়েই একসময় ঘাটে যাওয়া যেত। দেখলাম সেই পথ এখন জবরদখলকারীদের। রয়েছেন অন্য ভাড়াটেরাও। তাঁদের শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছে, মন্দিরের ঐতিহ্য নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

অথচ, পিতার মতোই মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন বারাণসীতে। তিনিও এখানে দেহরক্ষা করেন। এই ভবনেই যাতায়াত ছিল বর্তমান কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের। কোচবিহারের মানুষের জন্য একসময় এই মন্দির ছিল বারাণসী ভ্রমণের সেরা আশ্রয়। ছিল বৃদ্ধাবাসও। ঐতিহাসিক দিক থেকেও তাই এই মন্দিরের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে মন্দির নিয়ে সেভাবে কোনও ভাবনাচিন্তা আছে বলে মনে হয় না। 'মৌখিকভাবে জেলা কর্তৃপক্ষকে কালীবাড়ির দৈন্যদশা সম্পর্কে জানিয়েছি। দেখা যাক, কতটা কাজ হয়। দরকারে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে হবে। এই প্রজন্ম তো জানতেই পারল না এই মন্দিরের কথা।', বললেন কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অন্যতম কর্তা কুমার মৃদুলনারায়ণ।

কিছুদিন আগে এই মন্দির চত্বরে বঙ্গ ভবন তৈরির একটি প্রস্তাব এসেছিল। বেশ বিতর্ক হয়েছিল সেটি নিয়ে। সেটি হলে, ভালো না মন্দ হত, সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। কিন্তু চোখের সামনে হেরিটেজ একটি ভবন ও মন্দিরের এই অবস্থা দেখে, পর্যটক হিসেবে কষ্ট হল। ভাবতে অবাক লাগছিল, এখানে কত ধুমধামের সঙ্গে একসময় দুর্গাপুজো হত। প্রসাদ গ্রহণ করত পুরো মহল্লা। রাজকর্মচারী ও আধিকারিকদের দৃপ্ত পদচারণায় ফুটে উঠত কোচবিহার রাজ্যের গৌরব। শুধু স্থানীয়রা নন, বাইরে থেকেও মন্দির দর্শনে আসতেন বহু পুণ্যার্থী। সেটি হয় এখনও। কিন্তু সেই গৌরব আর নেই।

সবই যেন হারিয়ে গিয়েছে আজ। মনে হল প্রবাহিত গঙ্গার মতোই, সময়ের স্রোতে, এক উজ্জ্বল অতীত খণ্ডহর হওয়ার অপেক্ষায় বোধহয় দিন গুনছে।

আয় মন বেড়াতে যাবি

হাতভরা সবুজ চুড়ি ও হলুদ টাই

পনেরোর পাতার পর

সবুজ শাড়িতে, শ্রাবণ মাসজুড়ে প্রিয় নারীর হাত ভরা সবুজ চুড়িতে।

রং কি শুধু ক্রিকেটে বা ফুটবলে বা প্রেমে অথবা প্যাশনে? রং তো আছে রাজনীতির সমস্ত জায়গাতেই। শুধু কি আমাদের দেশের রাজনীতি বা মালদ্বীপের রাজনীতি? আমেরিকায় গিয়ে দেখেছি ডেমোক্র্যাট মানেই নীল আর রিপাবলিকান মানেই লাল। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প নামক নতুন ভদ্রলোক এসে রঙের সমস্ত হিসেবকে একদম লন্ডভন্ড করে দিচ্ছেন, তবু ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যে নীল রঙের সাযুজ্য ছিল, আর রিপাবলিকানদের সঙ্গে লাল রঙের আগ্রাসন, সেটা তো অনেক দিন ধরেই আমেরিকার সকলের কাছে শুনতাম।

দোল বা হোলি মানেই আজও যে দুটো 'আইকনিক' গানের কথা মনে পড়ে, তার মধ্যে একটা অবশ্যই অমিতাভ বচ্চনের 'সিলসিলা'র সেই বিখ্যাত গানটা। আর বাংলায় কেন জানি না অপর্ণা সেনের ওই গানটা এখনও আমাদের সকলের মাথায় গেঁথে আছে, "খেলব হোলি, রং দেব না, তাই কখনও হয়?" এই যে হোলি মানেই রং, একটু তরলে ভেসে যাওয়া, অনেক খাবার, অনেক উচ্ছ্বাস— এই সবকিছুই কিন্তু আসলে আমাদের মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া একটা ধারণা। যা হোলি বা দোলকে কেন্দ্র করে উৎসবের চেহারা নিয়েছে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করেছে। হোলির আবিরের রং কি ঠিক করে দেয় যারা রং খেলছে তাদের চরিত্র? জানি না। কিন্তু এই আবিরই যখন আবার নির্বাচনে ফলাফল বেরোনোর সময় কোন দল জিতছে তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, তখন অবশ্যই আবিরের রং রাজনীতির রং নির্ধারণ করেছে। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন হল নাকি আর লাল আবির বিক্রি হচ্ছে না।

রং দেখে কিন্তু আমরা খাবারদাবারও চিনি। মাংসটা কতটা কষেছে কিংবা সর্ষে বাটার ঝালটা কতটা উপাদেয় হল, তা তো রং দিয়েই চিনি। মিষ্টির দোকানে গিয়েও কালোজাম আর গোলাপজামুনের তফাতটা বুঝি রং দিয়েই। রং আমাদের খাবার পাতে, রং আমাদের হৃদয়ে, রং আমাদের প্যাশনে, রং রাজনীতিতে, রং ক্রিকেট মাঠে অথবা ফুটবলে। রং দিয়েই তো আসলে জীবনের সমস্ত কিছুকে চেনা।

যে রঙে সেলফি ভালো ওঠে

পনেরোর পাতার পর

সেখানে হোলির দিন শান্তি বিরাজ করে ঘরে, পথে, ঘাটে। কেউ রং খেলেন না সেদিন প্রাচীন কোনও ঐতিহ্য মেনে। তবে পরের দিন তাঁরা রঙের উৎসব পালন করেন। যে বাড়িটি মৃত্যুর জন্য শোকপালন করছে, সেখানেই গ্রামের মানুষ প্রথমে যান রং দিতে। তাদের শোকপালনে কিছুটা দুঃখ কম করতে। আমাদের বাংলায় কোনও কোনও জায়গায়ও এমন প্রথা আছে।

এই বসন্তে দোল, হোলি, আবির এবং আবিরের রং বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। লাল রং তো শুভ। গোলাপি চিরকাল প্রেমের রং। সবুজ তো প্রকৃতির কথাই বলে। নীল শান্তির প্রতীক। হলুদ রং শুদ্ধতার বর্ণ। আর এখন বেগুনি, গেরুয়া এমনকি শ্বেতশুভ্র আবিরও মিলছে দোকানবাজারে।

তবে কি না ইদানীং রং নিয়ে বড্ড বেশি চিন্তা করতে হয়। গেরুয়া কিনলে এক রাজনৈতিক রঙে, লাল কিনলে আরেক রাজনীতির রঙে, এমনকি সবুজ, গোলাপি সব আবিরই রাঙিয়ে দেয় ভিন্ন ভিন্ন মতের রাজনীতির তকমায়। তাই তো তরুণ প্রজন্মের পছন্দের তালিকায় নিওন-রং। তাদের কেউ বলে রঙের খেলায় রাজনীতি ঢোকানো পছন্দ নয়। তাই পছন্দের আবির গোলাপি, বেগুনি, হলুদ। আবার কেউ বলে, লাল খুব পুরোনো। তাই নিওন-রং। তাই নীল আবির। তাতে সেলফি ভালো ওঠে। সেটা নিয়ে এখন অধিকাংশের বেশি মাথাব্যথা। পোস্ট করতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

দিন এগোবে, আরও নতুন রঙের আবির আসবে বাজারে। যত রং, তত রঙিন হোলি। যেন পুরুলিয়ার গ্রাম! যেখানে লাল, কমলা, হলুদ পলাশের রঙে দেবী-প্রকৃতি ফাগুয়া খেলছেন।

প্রাচীন এক মানব অথবা রীতিনিয়ম মেনে আসা কোনও শুভ্রকেশী বৃদ্ধা কিন্তু এখনও তাঁর রঘুবীরের চরণে লাল আবির ছড়িয়ে দিয়ে জগতের মঙ্গলকামনা করেন। তাঁকে তো ফেলতে পারি না। বাদ দিতেও নয়।

কৃষ্ণচূড়ায় এসো, মেঘ বিদ্যুতে এসো

পনেরোর পাতার পর

বসন্তের দারুণ দিনে গেরুয়ারঙের পাঞ্জাবি পরে হেঁটে গেলে আপনি বিজেপি। দোলের দিন সব রং মুছে শুধু লাল আপনার মুখে জেগে থাকলে আপনি সিপিএম। আর দার্জিলিং ম্যালে গত বৈশাখের সবুজ জ্যাকেটে আপনার সেলফি দেখে মেম্বারশিপ রিনিউ করেনি ওরা।

এই তো রঙের চোখরাঙানি। তবু একেকটা ঋতুকালে বিশেষ রং জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে বন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বিপথগামী রাস্তায় মাথানত পরিচয়হীন গাছেদের চিনিয়ে দেয় একগুচ্ছ সাদাফুল।

এ কি রঙের বিস্ময় নয়? যুগে যুগে সুদূর অন্ধকার ফুঁড়ে ঝুলে থাকে অকিঞ্চিত কিছু সজনেফুল। নগণ্য, নম্র কিন্তু পাপহীন এক রঙিন ফুল। কিন্তু এই সাদার স্বীকৃতি কোথায়? পূর্ণিমা সন্ধ্যায়, রজনীগন্ধায় অথবা বিবাহের একযুগ অতিক্রান্ত উৎসবে উপস্থিত দম্পতির পলিতকেশের মাধুর্যে। অসংযমী লাল কি? প্রেয়সীর ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নামা কোন এক অসমাপ্ত বিপ্লবের রং সে। যে রঙের অন্য নাম ভিয়েতনাম। দৃঢ় সবুজ কি? ফার্স্টবয়ের মতো ধীরস্থির যে রং ছড়ানো ছিল ফাল্গুনের বিঘায় বিঘায়। এত অবিকল এক ঈশ্বরীমায়ার বর্ণনা। যে মায়াজগতের স্বর হোক, রংদ্বন্দ্ব ভুলে আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে। রং দাও রং নাও।

রংয়ের উৎসব যখন দুনিয়াজুড়ে

১

২

৩

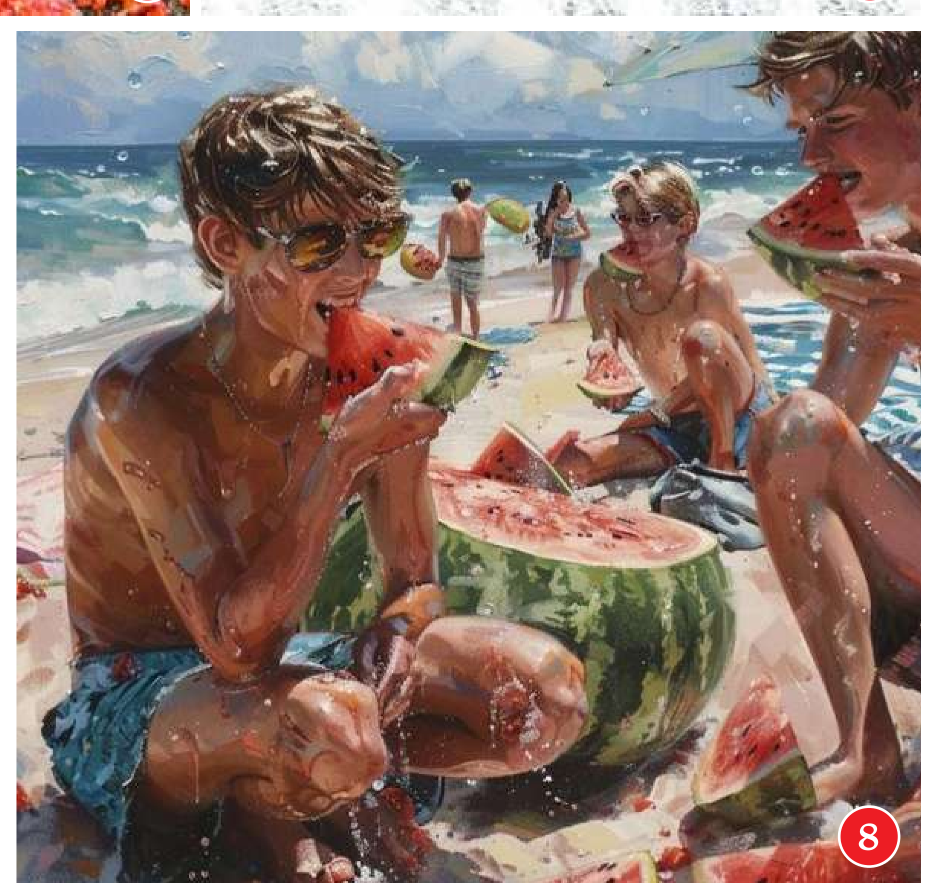

৪

রঙিন।। ১) স্পেনে 'লা টোমাটিনা' উৎসব। ২) থাইল্যান্ডে 'সঙ্গক্রান' উৎসব। ৩) ইতালিতে 'ব্যাটল অফ অরেঞ্জেস'। ৪) অস্ট্রেলিয়ায় তরমুজকে কেন্দ্র করে বাহারি উৎসব।

ছোটগল্প

পালক

মাধবী দাস

কোচবিহারের এই বাগানবাড়ির কথা ওরা আগে জানত না। ওরা মানে সাঁঝবাতি, রূপাঞ্জন আর রূপাঞ্জনের সহকর্মীরা। সকলেই শিলিগুড়ির এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পদস্থ কর্মচারী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সাঁঝবাতির বাবার বাড়ি শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া। রূপাঞ্জন দক্ষিণ কলকাতার ছেলে। চাকরি পেয়ে কলকাতার পাট চুকিয়ে বাবা-মাকে নিয়ে শিলিগুড়িতেই ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছে। ঋষিকল্প রায়, যার আমন্ত্রণে ওরা পুজোর ছুটি কাটাতে সবাই এখানে এসেছে। ঋষি কখনও গল্পের ছলেও নিজেদের বিত্তের কথা সহকর্মীদের জানায়নি সংকোচবশত। ঋষি ব্যাচেলর। বিয়ের বয়স পেরিয়েও যায়নি। মধ্যগগনে যৌবন। এককথায় সুদর্শন। চেহারাটা নামের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে যায়। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় ঋষিবালকের মতো অদ্ভুত এক স্নিগ্ধতা। যে কেউ মুহূর্তে মোহিত হয়ে যেতে পারে। তাই বন্ধুভাগ্য ওর সবথেকে বড় সম্পদ। উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়ি তার। সাঁঝবাতি এমন বাড়ির ছবি আগে কখনও দেখেছে কি না মনে করতে চায়। বড় বড় থাম। জানলার শার্সিতে রঙিন কাচের ঢেউ। বিশাল বারান্দা ঘিরে মানিপ্ল্যান্টের বড় বড় পাতা আসর জমিয়েছে। কার্নিশজুড়ে দূর্বাঘাস। ঘাসে ফুল ফুটেছে। ভালো করে দেখলে সবুজ মখমলি শ্যাওলা; যেন কার্নিশের প্রাচীন পলেস্তারাকে রোদ জল থেকে আগলে রাখতে ব্যস্ত। স্তব্ধ ছাদ। মানুষের পদচারণার অভাবে ব্যাকুল। তেল-পালিশ চকচকে সিঁড়ি। চিলেকোঠা। সবাই খুব একা। নীচে বাগানের ছায়া। আগাছা জমেছে। বহুদিনের পুরোনো পামগাছ। সাঁঝবাতির বুক কাঁপে। ধু-ধু মনে হয়। অস্ফুট স্বরে বলে – 'সম্ভবত এ বাড়িতে আমি ছিলাম!' তবে কি এমন বাড়ির গল্প পড়েছে কোথাও? মনে নেই। এ বাড়ির সঙ্গে নিজের আশ্চর্য মিল খুঁজে পায়। ভেতরে কাঠের সিঁড়ি। রেলিং-এর সীমানায় বাঘের মুখ। হাঁ করে তাকিয়ে আছে বাঘ। মুখে হাত আটকে যায় সাঁঝবাতির। দাঁতের তীক্ষ্ণতা নেই। বাইরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। কেমন প্যাঁচানো। যেমন হওয়ার কথা এতক্ষণ মনে মনে ভেবেছে সাঁঝবাতি, ঠিক তেমনই বাকিসব। ভয় ও কৌতূহল হয়- এবার কোন দিকে তাকাবে, আবার কি মিলে যাবে! কেন মিলে যাচ্ছে...

বাগানের দিকে পা বাড়াতেই দেখে, একটি পাখির পালক পড়ে আছে। আলতো করে তুলে নেয় সে। পালক দেখে সবসময় পাখি চেনা যায় না, কিন্তু এ পালকে নীলচে আভা দেখামাত্র রামায়ণের কাহিনী মনে পড়ে যায় সাঁঝবাতির। রাবণবধের আগে শ্রীরামচন্দ্র নীলকণ্ঠ পাখির দর্শন পেয়েছিল। আবার ঠাকুমার মুখে শুনেছিল- এই পাখি উড়ে গিয়ে কৈলাসে মহাদেবকে জানান দিয়েছিল, মা দুর্গা ফিরছেন। ঠাকুমার আদুরে সাজু কোথায় ফিরতে চায়? কার কাছে ফিরতে চায়? কোথায় ছিল? এখন কেমন আছে রূপাঞ্জনের সংসারে? বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোয় দশমীর দিন নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর যে রেওয়াজ ছিল। খাঁচায় বন্দি একরত্তি পাখিকে হঠাৎ করে উড়তে দিলে, সে যে উড়তে ভুলে যায়! সে যে প্রতিরক্ষা ভুলে যায়! সাজু কি আর নিজের ইচ্ছে মতন কোথাও যেতে পারবে? - এসব নানা প্রশ্নের চক্রব্যূহে আটকে গিয়ে দু'-হাতে নিজের মাথাটা চিপে ধরে সাঁঝবাতি। গল্প-উপন্যাসের নানা চরিত্র, নানা ঘটনা, নানা স্থান ভিড় করে আসে তাঁর স্মৃতির চারদিকে। কখন যে কোন চরিত্রের মধ্যে নিজেকে গুলিয়ে ফেলে, বুঝে উঠতে পারে না।

২

ঋষিকল্প চিরকাল বান্ধববিলাসী। শরৎকাল।

-এআই

তাল পাকা রোদের তাপে ক্লান্ত মানুষ- পশু- গাছগাছালি। সকালে নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, মন ভালো করে দিলেও; সারাদিন আর আকাশের দিকে তাকানোর উপায় নেই এমন রোদ। ঘাস-ওঠা লনেও কড়া রোদ। অগত্যা পোর্টিকোর সামনে বারান্দায় আড্ডার ব্যবস্থা করেছে বন্ধুদের জন্য। গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে এই পোর্টিকো তৈরি করিয়েছিলেন ঋষির ঠাকুরদার বাবা। এক সময়ে এখানে বিলাতি ঢঙে আসর বসত। আমন্ত্রিত থাকত বিভিন্ন গ্রামের জমিদাররাও। নকশামণ্ডিত কারুকার্য করা দীর্ঘ পাইপ লাগানো হুঁকায় টান দিতে দিতে ইউরোপীয়রা বলত 'হাবল-বাবল' বুদবুদ শব্দে ধোঁয়া নির্গত হত। তামাকের গন্ধকে ম্লান করে দিত চিটে গুড় ও অন্যান্য সুগন্ধি মশলাপাতির গন্ধ। গন্ধে যেন বৈভব ছড়িয়ে পড়ত! ছিলিম প্রস্তুত-এর জন্য থাকত সুদক্ষ অনুচর। তাদের বলা হত হুঁকাবরদার। ঋষিকল্প বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে এমনভাবে এইসব পরিবারের ঐতিহ্যের কথা শুনেছিল যে; আজও চোখ বন্ধ করলে সব যেন দেখতে পায়। সেইসব বিলাসিতার ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে এখনও বাগানবাড়ির বসার ঘরের টি-টেবিলের পাশে সুসজ্জিত হুঁকাটির নলকে কুণ্ডলী পাকিয়ে হুঁকার গায়ে জড়িয়ে রাখা আছে। ছোটবেলায় দু'-একবার এই পাইপে মুখ রেখে জমিদার জমিদার খেলেছিল ঋষি। বড় হলে বাবা একবার একটি চিঠি দেখিয়ে বলেছিল- বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি এক ভোজসভায় তার ঠাকুরদার বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যেখানে লেখা ছিল- 'আমন্ত্রিত অতিথিরা যেন ভোজসভায় হুঁকাবরদার ছাড়া অন্য কোনও ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে না আসে।' বাপ-কাকাদের আড্ডায় সেই বনেদিয়ানার কিছুটা আভাস পেয়েছিল ঋষি, তার শরীরেও বইছে জমিদারের রক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদবি আর এই প্রাসাদোপম বাড়িটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবে অন্দরমহলে এমন কিছু তৈলচিত্র এখনও রয়েছে, যেগুলো দেখলে জমিদারি মেজাজ ফিরে ফিরে আসতে চায়। একা মানুষ ঋষি। উচ্চশিক্ষিত হয়ে ব্যাংকের পদস্থ কর্মচারী বর্তমানে। পৈতৃক সম্পত্তি এতটাই সঞ্চিত আছে যে, প্রতিদিন এমন আড্ডার আয়োজনেও ঋষিকল্পের জীবদ্দশায় সম্পত্তি ফুরোবে না। সুযোগ পেলেই দানধ্যানও করে কম না। বসে থাকলে হয়তো বা রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

৩

আড্ডার পেছনের দিকে ব্যবস্থা করা হয়েছে রান্নার। খাদ্য আছে। নানারকম সুস্বাদু পানীয়ও আছে। সবাই ছড়িয়ে বসেছে। দিব্যা আর সোহিনী ছেলেদের সঙ্গে মিশে গেছে। সাঁঝবাতি স্মৃতি-স্বপ্ন-বাস্তবের দোলাচলে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে বাড়িটার প্রতিটি খাঁজ। পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে সূর্য তখন বিশ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে সাঁঝবাতির। সবার মধ্যে ও কেবল চাকরি করে না। মদ, সিগারেটও খায় না। রান্না, খাওয়ার দিকেও আজ মন নেই ওর। ভদ্রতাবশত আড্ডায় এসে বসে আছে। মন চলে গেছে সেই পাম গাছের তলায়, যেখানে পালকটি পড়ে ছিল। ওর কাছে এ বাগান, এ বাড়ি রহস্য ও কৌতূহল। শৈশব ফিরে পাওয়ার সুখ। হঠাৎ তার চোখ গেল দেওয়ালের বাঁধানো একটি ছবিতে। দুটো কচি হাতের ছাপ সাদা কাগজে। বোঝার উপায় নেই ছেলে না মেয়ের। সাঁঝবাতির ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে

ঋষির সমস্ত নেশা ছুটে যায়। সুদক্ষ সাঁতারু ঋষি। ডুবন্ত রূপাঞ্জনকে টানে। চড় মারতে মারতে তাকে ঠেলে দেয় ঝিলের পাড়ে। টেনেহিঁচড়ে তুলে আনে ঘাটে। নিজের জামা খুলে ছুড়ে দেয় রূপাঞ্জনের নিম্নাঙ্গে। নারকেল গাছের শিকড়ে পিঠ ছিঁড়ে যায় রূপাঞ্জনের। রক্ত পড়ে।

ছবিটি নামিয়ে এনে; সেই হাতের উপর নিজের হাত রাখে। পরমুহূর্তে মনে হয় তার হাত এই হাতের ছাপে রাখলে ছাপটি ঢেকে যাবে, যেমন করে তার কচি হাতের উপর বাবা হাত রাখলে তার হাত ঢেকে যেত। হেসে লুটিয়ে পড়ত বাপবেটিতে।

বিয়ের পর খিলখিলিয়ে হাসতে ভুলে গেছে সাঁঝবাতি। আড্ডায় নিজেকে বেমানান ভেবে বাগানে নেমে আসে। অজস্র শিউলি ফুটে আছে। কামিনী, স্থলপদ্মের কুঁড়ি... একটা পাখির আওয়াজ। সন্ধ্যা নেমে আসার পরে, বাগানে মানুষের পদশব্দে আতঙ্কিত পাখির ঘুমভাঙা আর্তনাদ যেন। ডানদিকে প্রকাণ্ড ঝিল। পাড়ে নারকেল- সুপারির সারি। কে দেখে এত গাছ? ঋষি? মানুষের আড্ডাতে যে এত মনোযোগী, গাছ তার এত ভালো লাগে?

অবাক করা শব্দে ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসে সাঁঝবাতি। দূরে রূপাঞ্জন। হাতে এয়ার গান। 'মেরো না! মেরো না পাখি। ওরা ঘুমিয়ে আছে।' সাজু চিৎকার করে ওঠে। মিসফায়ার! নেশার সময় কথা কম বলে রূপাঞ্জন। কখন কী করে নেশা কেটে গেলে কিছুই মনে থাকে না। ফিরে যায় রূপাঞ্জন। সে প্রকৃতিকে ভালোবাসে না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; সাঁঝবাতি না মদ? গলা বুজে আসে সাজুর। গোলাপি রুমালে চোখ মুছে নেয়।

৪

প্রত্যেক কথায় ঋষির বন্ধুরা হাসাহাসি করছে। গাছ-বাগান-রাতের আকাশের জ্যোৎস্নার মোহ- দূরে রাজবাড়ির চূড়া- এসব থেকে ভালো লাগে পানীয়। ছুটিতে ঘুরতে এলেও ওরা মূলত পানীয়র আড্ডায় ডুবে থাকতেই, সব জায়গায় যায়। রূপাঞ্জনও তাই। আসলে ব্যাংকে একবার ঢুকে গেলে পাশের টেবিলের সঙ্গেও কথা বলার সময় থাকে না। তবে জমিদার বাড়িতে ঘুরতে এসে কয়েক পেগ পেটে পড়তেই, শিকারের নেশা চেপে ধরে রূপাঞ্জনকে। বিকাশ, জয় হাসতে হাসতে ড্রিংক ঢালে। সসেজ ভাজিয়ে আনে। খায়। আড্ডা জমজমাট। ওরা পাগলের মতো হাসে। কারণ ছাড়াই হাসে। একই কথা বারবার বলে। জয় গান ধরে- 'চিত্ত পিপাসিত রে' সাজু ভাবে- মদ খেলে কারও কান্না পায় না কেন? বিকাশ, জয়, সোহিনীকে মদ না খেলে তো এত হাসতে দেখা যায় না। তবে কি কান্না ঢাকতে ...

রায়গঞ্জ থেকে আনা তুলাইপাঞ্জি চাল আর দেশি মুরগির সুঘ্রাণ। তাতে চিকেন-মশলা আর কাসুরি মেথি মিশে গিয়ে খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে সবার। রূপাঞ্জন এয়ার গানটা রেখে হাতে গেলাস নিয়ে টলোমলো হাঁটে। ঋষি সঙ্গে এগিয়ে যায়। নেশার ঘোরে একই কথা বারবার বলে, খুব হাসলেও; ঋষির পা টলোমলো নয়। চাঁদের আলোতে ঝিলটা দেখতে পায় রূপাঞ্জন। হঠাৎ গরম লাগে তাঁর। ঘাটের খুব কাছে পৌঁছে যায়। শিউলি ফুলের গন্ধ বাতাসে। ঠান্ডা জলে পা রাখে রূপাঞ্জন। 'ঠান্ডা হতে চাই। জলে নামব।' শরীরের সব বস্ত্র একে একে খুলে ফেলে সে। ঋষির নিষেধ মানে না। হেঁটে জলে নেমে যায়। মাথায় ভর্তি নেশা। সাঁতার কাটতে ভুলে যায়। 'ওকি! রূপাঞ্জন ডুবে যাবে যে।' ঋষির সমস্ত নেশা ছুটে যায়। সুদক্ষ সাঁতারু ঋষি। ডুবন্ত রূপাঞ্জনকে টানে। চড় মারতে মারতে তাকে ঠেলে দেয় ঝিলের পাড়ে। টেনেহিঁচড়ে তুলে আনে ঘাটে। নিজের জামা খুলে ছুড়ে দেয় রূপাঞ্জনের নিম্নাঙ্গে। নারকেল গাছের শিকড়ে পিঠ ছিঁড়ে যায় রূপাঞ্জনের। রক্ত পড়ে। সে অচেতন পড়ে থাকে শিউলি গাছের তলে। শিউলি ফুলগুলো তখন নিজ অস্তিত্ব রক্ষার অক্ষম প্রচেষ্টা করছে। রাত শেষে ঝরে পড়বে মাটিতে। পিষে চলে যাবে সবাই। মিশিয়ে দেবে মাটিতে।

পানীয় ছেড়ে, খাবার ছেড়ে, দৌড়ে আসে সবাই। চ্যাঁচামেচি- রূপাঞ্জন, রূপ, রূপাঞ্জনবাবু কী হল? একসময় থেমে যায় সব চ্যাঁচামেচি। সাঁঝবাতি এসে দাঁড়ায় পাথরের মতো। 'ভয় নেই বেঁচে গেছে' - হাঁপাতে থাকে ঋষি। তাঁকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ওঠে আকুল সাজু। যে বুক পাওয়ার কথা ছিল, এ বুকে তেমন স্পন্দন? তেমন ডুবে যাওয়া? ঋষি চুপ। সবাই চুপ। ধীরে ধীরে বাহুমুক্ত করে, মুখ তুলে তাকাল সাঁঝবাতি। ঋষিও তাকিয়ে থাকে। চোখের ভেতরে চোখ। চারদিকে সবাই তখনও চুপ। জ্যোৎস্নার আলোয় শিউলি ফুলের আগুনরঙা ডাঁটগুলো জ্বলজ্বল করে।

৫

সাঁঝবাতি রূপাঞ্জনকে নিয়ে ঋষির গাড়ি ছুটতে থাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে। চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে থাকে রূপাঞ্জন। সুস্থ না অসুস্থ বোঝা যায় না। কোলের ওপর শুকনো জামাকাপড়, যেগুলো খুলে; ঝিলে নেমে গিয়েছিল। গাড়ির জানলা দিয়ে হুহু করে শেষরাতের বাতাস ঢুকছে। ঠান্ডা হতে চেয়েছিল কেন রূপাঞ্জন? জলের পথ বেছে নিয়েছিল কেন? জল কি প্রেমের থেকেও শীতল করে? জলের কাছে সমর্পিত হতে গিয়ে দেখেনি তৃষ্ণা? -- এইসব কটু প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারত শিউলি ঝরার আগেই। সাঁঝবাতি তা করেনি। হাতে সেই পালকটি নিয়ে চোখ বুজে দেখতে চেয়েছে সকালের প্রথম আলোর শিউলিবৃষ্টি।

শিলিগুড়ির ফ্ল্যাটের সামনে যখন গাড়ি থেমেছে তখনও আকাশ অন্ধকার। রাত শেষ হয়নি। চাঁদ ডোবার অপেক্ষা। গাড়ির ডোম-লাইটটা জ্বালিয়ে দিতেই সাজুর হাতের ওপর ঋষির হাত। যেমন করে শৈশবে বাবার হাত দিয়ে ঢেকে যেত সাঁঝবাতির হাত। আসলে দুজনেই তো আলোই জ্বালাতে চেয়েছিল।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

জ্যোতির্ময় রায়, অষ্টম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

অমৃতা অধিকারী, ষষ্ঠ শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

সুদেষ্ণা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণি,
জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

কৃতি সাহা, অষ্টম শ্রেণি,
বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার।

সাম্য কুণ্ডু, সপ্তম শ্রেণি,
গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা।

সপ্তাহের সেরা ছবি

অন্ধকার জীবনে রংয়ের ছোঁয়া।।

হায়দরাবাদে হোলি খেলতে ব্যস্ত দৃষ্টিহীন এক কিশোর। -এএফপি

কবিতা

এখন বসন্ত
অরণি বসু

এখন বসন্ত। এখন গাছে গাছে রংবেরঙের ফুল, আর
সারাদিন সারারাত ঝরাপাতার বৃষ্টি।
হাওয়ায় হাওয়ায় ঝরাপাতারা লুটোপুটি খায়,
তার সরসর শব্দে ওলটপালট খায় মন।

মন নিজেকে এনে দাঁড় করায় নদীর মুখোমুখি।
এখন বসন্ত। এখন নদী নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছে।
তোমার শোকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আকুল হাওয়া
তোমাকে ক্রমশ নীরব করে দেয়।

এখন বসন্ত। এখন কেউ কেউ সবার রঙে রং মেলাতে বেরিয়ে পড়ে,
কারও কারও যাত্রা ভিতরপানে।

বিমল মালীর ঢোল
সুবীর সরকার

এক বৃষ্টির দিনে আপনার সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল।
আপনি হেঁটে যাচ্ছিলেন মাটিয়াবাগের দিকে
কাঁধে ঢোল, দু'চোখে লাল টিয়ার ছায়া।
রাজকুমারীর গানের সুর আপনাকে উড্ডীন এক
দুপুরের ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল
এরপর কত কত দৃশ্যের মধ্যে আপনি রূপকথা রচনা
করে গেলেন!
আপনার কাঠিঢোল জাদুকরের রুমালের মতো
কিংবদন্তি হয়ে গেল
আপনি থাকবেন।
গদাধরের পারে পারে দেখব গান আর ঢোল নিয়ে
হেঁটে যাচ্ছেন আমাদের বিমল মালী

কথাটুকু
অজন্তা রায় আচার্য

কিছু একটা বলবে বলে এই মৃদুভাষ ভোর ঝরনা খুলেছে
কথাটুকু কি হারিয়ে গেল কোলাহলে!
তোমার অসহ্য যন্ত্রণার কথা জানি
এক অশরীরী মায়াকন্যা তোমার দেহাতের চারপাশে নিভৃতে
নিরীক্ষণে---

শরীর খোঁজো -- কেবলমাত্র শরীর খোঁজো--
ঠোক্কর খাও
অপূর্ণতার তীব্র হাহাকারের মধ্যে যে জল, সৃজন সাধনে নিষিক্ত হয়।

অপূর্ণ থেকো -- অপূর্ণ থেকো
বীজপত্রের মাঝখানের জীবন টুকু
আগলে রেখো তাকে
মমত্ব তোমাকে নিয়ে যাবে অনন্ত পর্যন্ত।

আত্মিক
বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস

বাবার জানলার বাইরে
একটা খুব ফরসা সোনালি রঙের বিড়াল
দেয়ালের উপর হাঁটছে
আমি আজকাল বাবার খাটটায় বসে লিখি
বিড়ালটা হাঁটছে,
এদিক থেকে ওদিক
ওদিক থেকে এদিক
বেশ রোগা, ছোট হয়ে যাওয়া একটা বিড়াল
হাঁটছে, পাঁচিল বরাবর
আমার চোখে পড়েছে ওর আসা
খাতা থেকে চোখ তুললেই
চোখে পড়ছে ওর যাওয়া
শান্ত করুণ মুখের বিড়ালটা
একবারও আমার চোখে চোখ রাখেনি...

আমি আজকাল মাথা নামিয়ে বাবার খাটে বসে লিখি।

দু'মুঠো আবির
মৌসুমী মজুমদার

আগুন জ্বালানো রং ছড়িয়ে ঝরা পাতার দল,
মাটির বুকে আলগোছে আঁচল বিছিয়ে;
রূপ বদলের মায়াবী গল্প শোনায়।
ভালোবাসার আবেশে গাঁথা কাব্যে,
রাগে অনুরাগের সংগীত লহরিতে মন উচাটন -
দখিনা বাতাসের সহসা আলিঙ্গনে প্রকৃতিতে প্রেমের গুঞ্জন;
প্রজাপতি- মৌমাছিদের আনাগোনা কীসের টানে?
বাহারি ফুলের মধু না প্রেমের আবেশ?
শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার হাতছানিতে,
শাল মহুয়ার বনে রঙের বান–
বসন্তের মিষ্টি সুবাসে এ কোন মাদকতা?
অভিমান ভাঙাতে ভ্রমরের আলাপ,
অন্তরার শেষে সঞ্চারীর মূর্ছনায়–
রংধনুর ভেলায় ভেসে, স্বপ্নের জাল বোনা শুরু -
ভুল বোঝাবুঝির বরফ সরিয়ে, মনের জানলা খুলে,
দু'মুঠো আবিরে রাঙা হয়ে উঠুক ভালোবাসার আকাশ।

ফাগুন এলে
আশিস চক্রবর্তী

সামনে বয়ে চলা শীর্ণতোয়া নদীটির নাম যাই হোক না কেন
কানুপ্রিয়া বোষ্টুমি তাকে যমুনা বলে ডাকে
ফাগুন এলে কৃষ্ণচূড়া গাছটি লাল আবির ছড়িয়ে দেয়
রাধাচূড়া গাছটির গায়ে আর রাধাচূড়া গাছটি হলুদ রং ছড়ায়

বোষ্টুমির গোবর লেপা উঠোনের চারপাশে কত রংবাহারি ফুল
পলাশ শিমুল রঙ্গনের লাল আভায় রক্তিম হয় আখড়া
ফাগুন এলে বোষ্টুমি দেখে খোলকরতাল আর কত রঙের আবিরে
রাঙানো তার ছোট্ট উঠোনজুড়ে এক নতুন বৃন্দাবন উঠে এসেছে।

আতশকাচ
হৃষীকেশ ঘোষ

জলছবি আর সাতখুন মাফ
আমি আয়নায় দেখি– তুমি কাচ ভাঙার ভয় পাও।

রোজ রাতে ঝড় আসে,
তাই বুঝি তুমি জানলা বন্ধ রাখো।

মোম গলে মোম হয়।
আর চোখের জল?

কতজনের এপিটাফে কবিতা লেখা থাকে?
হিসেব ছেড়ে আঁকতে বসি–
কতরাত ঘুম ভেঙে তুমি চুল বাঁধো।

রাত ফুরানোর অপেক্ষায়
আমি কখনও বাড়ি ফিরিনি।

চা বলয়ের ইতিবৃত্ত
স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

ডিমডিমা নদীতীরে ওলাউলি গ্রাম
সে গাঁয়েই বসতভিটে ফুলকি সোরেনের,
ঘরে চাল বাড়ন্ত, মাথায় নেই খড়বিচালি
ফুটো চাল, ফুটো হাঁড়ি মাটি লেপে
ভাত ফোটে, পাতা নেভে পেটে জ্বলে আগুন --
পাতা তোলা বন্ধ,
হাড় জিরজিরে শরীর
কোটরে চক্ষু জিভ-তালু শুকনো,
বাঁচনের তাগিদের চেয়ে
মরণের হাতছানি প্রবল। তবু ক্ষুধা পায়,
পেট জিরোতে দেয় না। এই নিয়েই জীবন।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

বিচিত্র ইতিহাসের দেবী হংসেশ্বরী

পূর্বা সেনগুপ্ত

দারুমূর্তির প্রসঙ্গে যে সব বিখ্যাত দেবালয় ও তার আরাধ্য মূর্তির কথা নিয়ে সাধারণত আলোচনা করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম বাঁশবেড়িয়ার দেবী হংসেশ্বরী। যদি আমরা এমন কোনও গৃহদেবতা বা দেবালয়ের কথা জানতে চাই, যে দেবালয়কে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন, কিংবা বিখ্যাত শিল্পী সেই মন্দির খুঁজে পেয়েছেন তার শিল্পকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ তবে আমাদের কাছে দেবী হংসেশ্বরী মন্দিরই একমাত্র উদাহরণ।

সত্যিই এই দেবালয় গঠনের কাহিনী এক উপন্যাসের মতোই ঘটনাবহুল। তার ওপর একই মন্দির চত্বরে দুটি ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন যুগের মন্দির বিরাজিত। ভাব কর্মকে প্রভাবিত করে, নাকি কর্ম গঠন করে একটি ভাবের– এ নিয়ে পণ্ডিতদের তর্ক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আমরা দেবালয়ের দেবাঙ্গনে আলোচনায় আশ্চর্যভাবে লক্ষ করি একটি ভাবনা অনুযায়ী গড়ে উঠছে একটি দেবালয়, কিন্তু সেই দেবালয় গঠনের আঙ্গিকে রয়ে যাচ্ছে সেই যুগের প্রবণতা। জগতের দুঃখকষ্ট অলৌকিক উত্তরণ খোঁজে আর তার থেকে যে জিজ্ঞাসা তৈরি হয় তাই আমাদের দেবালয় গঠনের মূল ভিত্তি।

আজ আমরা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ডুব দেব। এক দেবদত্ত পরিবারের সদস্য দ্বারিকানাথ তাঁদের দত্তবাটী থেকে বর্ধমান জেলার পাটুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শোনা যায় রাজা আদিসুরের সময় কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থ দত্তদের আগমন হয়েছিল এই বঙ্গে। কেন তাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এসেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

আমরা এমন একটি পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করব যাঁরা বাংলায় অদ্ভুত এক মন্দির গঠন করেছিলেন যে মন্দিরের গঠন ও দেবীরূপ আজও বাঙালির মননে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে। দ্বারিকানাথের বেশ কয়েক উত্তরপুরুষের পর আসেন জয়ানন্দ। তিনি সম্রাট আকবরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সম্রাট আকবর জয়ানন্দকে 'রায়' উপাধি প্রদান করেন। তখন থেকে এই পরিবার দত্ত ছেড়ে 'রায়' পদবিতে পরিচিত হতে থাকেন। জয়ানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন রাঘব রায়। তিনি কোনওমতে জাহাঙ্গিরের আমলে, ভিন্ন মতে শাজাহানের আমলে মোগলদের কাছ থেকে 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন।

এই সময় একুশ পরগনা থেকে মোগলরা সঠিক কর লাভ করতে পারতেন না। এই তথ্য সম্রাট শাজাহানের কাছে গেলে তিনি রাঘব রায়কে জমিদার নিযুক্ত করে একুশ পরগনার শাসনক্ষমতা দান করেন। এর সঙ্গে রাঘব রায় পান 'মজুমদার' উপাধি। এই পরিবার– দত্ত, রায়, চৌধুরী ও মজুমদার এই উপাধি লাভ করেন। যদিও রায় উপাধি লাভের পর এই পরিবার কখনোই দত্ত পদবি ব্যবহার করতেন না। কাহিনী শুরু রাঘব রায়ের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে।

রাঘব রায়চৌধুরী মজুমদারের দুই পুত্র। রামেশ্বর রায়চৌধুরী ও বাসুদেব রায়চৌধুরী। এর মধ্যে বাসুদেব প্রথম সম্পত্তির বিভাগ চাইলেন বা নিজের অধিকারে কতটুকু সম্পদ আছে তা বুঝে নিতে চাইলেন। রামেশ্বর যেহেতু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সেহেতু তিনি সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পেলেন আর বাসুদেব পেলেন এক-তৃতীয়াংশ। রামেশ্বর শুধু সম্পত্তির অধিকার সহোদরকে দিলেন না, তিনি বর্ধমানের পাটুলি ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে একটি স্থানকে বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করলেন। চলে এলেন বর্তমানের হুগলি জেলায়।

আমরা আগেই দেখেছি, রামেশ্বরের পূর্বপুরুষরা মোগল সম্রাটদের খুবই অনুগত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এই কারণে এই পরিবার তিন-তিনটি উপাধি লাভ করে, তার সঙ্গে জমিদারি। কিন্তু রামেশ্বরের জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন সমস্যা দেখা দিল। রামেশ্বর দেখলেন, একুশটি পরগনার লোকেরা মোগল সম্রাটকে এখনও কর দান করায় আগ্রহী নয়। তাঁরা জমিদারকে এত কম কর দান করেন, যার ফলে জমিদার মোগল সম্রাটদের সঠিক কর প্রদান করতে অক্ষম হয়। তিনি এই কথা সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে জানালেন। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য ঔরঙ্গজেব তখন রামেশ্বরকে রাজামশাই উপাধি প্রদান করেন। রামেশ্বর রায়চৌধুরী মজুমদারের আগে তখন থেকে রাজা লেখা হতে শুরু করে।

এই পরিবার একুশটি পরগনার শাসনভার লাভ তো আগেই করেছিলেন ঔরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে তখন থেকে আরও বারোটি পরগনা শাসনের অধিকার লাভ করেন। তার সঙ্গে চারশত এক বিঘা বা ১৬০ একর জমি নিঃশুল্ক বাস্তুজমি লাভ করেন। রাজা উপাধি লাভের পরই রামেশ্বর জমিদারবাটী নির্মাণের সূচনা করেন। আজ যার মূল ফটক থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। রাজা রামেশ্বর রায় বংশবাটী বা আজকের বাঁশবেড়িয়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

কেন এই স্থানের নাম বংশবাটী হল সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তখন ছিল মারাঠা বর্গীদের দস্যু রূপে লুঠতরাজের সময়। বাংলার জমিদার ও রাজারা বর্গী আক্রমণ নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। রামেশ্বর রায়ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি পাটুলি ছেড়ে রাজা রূপে নতুন রাজত্ব পত্তন করতে বাস্তু নির্মাণের জন্য যে চারশত এক বিঘা জমি পেয়েছিলেন সেই জমির চারধারে পরিখা তৈরি করেছিলেন। আর পরিখা আবৃত্ত ছিল বাঁশের কাঠামো দিয়ে, ঠিক যেন বাঁশে আচ্ছাদিত একটি বাটী বা বাড়ি। আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের এরকম ব্যবহার করা হয়েছিল বলে স্থানটিকে বংশবাটী বলা হত। কালক্রমে তা বাঁশবেড়িয়া রূপ লাভ করে। আবার ভিন্ন মতে, এই স্থানটির প্রাচীন নাম ছিল বংশবতী। অনেক বাঁশের ঝাড় এখানে দেখা যেত। রামেশ্বর এই বাঁশঝাড় কেটে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে নাম হয় বাঁশবেড়িয়া।

যাই হোক রামেশ্বর অত্যন্ত সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ছিলেন। তিনি সেই গঙ্গার পাড়ে বেনারস থেকে পণ্ডিত নিয়ে এসে বেশ কিছু নতুন সংস্কৃত টোল খুললেন। এই পরিবারের সঙ্গে কোনও উপলক্ষ্যে কাশী বা বেনারসের সু-সংযোগ তৈরি হয়েছিল। এখনও বাঁশবেড়িয়ার গঙ্গার পাড় দেখলে কাশীর কথা মনে আসবেই। আমরা পরবর্তীকালে মন্দির প্রসঙ্গে প্রবেশ করে এই সংযোগের প্রমাণ দেখতে পাব।

যদিও বিধর্মী মোগল সম্রাটের সুনজর লাভ করেছিলেন তবু রাজামশাই রামেশ্বর হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে বিষ্ণু সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বাংলায় তখন শ্রীচৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণববধর্ম প্রসার লাভ করছে। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নতুনভাবে বৈষ্ণব ভাবনা ও উপাসনার ধারা। ঠিক এই সময় বিষ্ণুপুর যে শিল্পরীতিতে মন্দির গঠন করে গুপ্ত বৃন্দাবন হয়ে উঠছিল, ঠিক সেই ধারাকে অনুসরণ করে রাজা রামানন্দ বিরাট রাজবাড়ির পাশে, গঙ্গার তীরে গড়ে তুললেন চারচালা কাঠামোর একরত্ন অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। এই মন্দির স্থাপিত হল ১৬৭৯ সালে। মন্দির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ হল উৎসর্গ ফলক –

'মহীব্যোমাঙ্গ শীতাংসু গণিতে শক বৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং'।। ১৬০১ শকাব্দ

শিলালেখে কিন্তু রাজা রামেশ্বর রায় নিজেদের পুরাতন ও আদি পদবি 'দত্ত' ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসের এ এক অদ্ভুত গতি।

মন্দিরটির তিন দিকে তিনটি খিলান শোভিত অলিন্দ রয়েছে। একরত্ন মন্দিরের শিখরের চূড়াটি অষ্টকোণাকৃতি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৫ ফুট ৪ ইঞ্চি আর প্রস্থে ৩২ ফুট ৪ ইঞ্চি। গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের যে বিষ্ণুমূর্তিটি রামেশ্বর রায় প্রতিষ্ঠা করেন তা কোনওসময় চুরি হয়ে যায়। তারপর নতুন মূর্তি বসানো হয়নি। অনন্ত বাসুদেবের পটে পূজিত হন। মন্দিরটির গাত্রে যে টেরাকোটার কাজ উৎকীর্ণ করা হয়েছে সেই কাজগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। এই টেরাকোটার কাজের মধ্যে পুরাণের বিভিন্ন কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী, দশমহাবিদ্যা, হরধনুভঙ্গ, জনকনন্দিনীর সঙ্গে রামের বিবাহ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতার, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ন্যাসীর কাছে রাজার দীক্ষা গ্রহণ, নৌযুগে সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থানলাভ করেছে।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও তার টেরাকোটার কাজ দেখে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি নন্দলাল বসুকে এক মাস ধরে এই মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটার কাজগুলি কপি করে রাখার কাজে নিযুক্ত করেন। বর্তমানে এই মন্দির আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীন।

অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ছাড়াও অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পাশে যে মন্দিরটি ভুবনবিখ্যাত সেটি হল হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির। মন্দিরটি আসলে দেবী কালিকার। অবশ্যই এর বিগ্রহ চিরাচরিত কালীমূর্তির থেকে একেবারেই ভিন্ন আঙ্গিকে গঠিত।

এই মন্দিরটি গঠন করেন রামেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র রাজা নৃসিংহদেব রায়। তাঁর মায়ের নাম ছিল হংসেশ্বরী। নিজের মায়ের নাম অনুসারে এই মন্দিরের নাম হয় দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির। রাজা নৃসিংহদেব ১৭৯৯ খ্রিঃ এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু মন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৮০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। নৃসিংহদেবের দুই স্ত্রীর মধ্যে জ্যেষ্ঠজন স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হন। ছোটজন রানি শংকরী স্বামীর এই অতি প্রিয় ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্য আবার মন্দিরের কাজ শুরু করেন। অবশেষে ১৮১৪ সালে মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয়। মন্দিরের গঠন, প্রকৃতি, আরাধ্যা দেবীর বিচারে অন্য মন্দির থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

পর্ব - ৩৮

হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির তেরোটি চূড়াবিশিষ্ট, প্রতিটি চূড়া পদ্মের কুড়ির আকারে সজ্জিত করা হয়েছে। তার প্রস্ফুটিত দলগুলি দূর থেকে স্পষ্ট হয় না অনেকের কাছে, তাই অনেকেই সেই মন্দির স্থাপত্যকে ইউরোপের ডিজনিল্যান্ডের চূড়া বা ইউরোপীয় বা ইতালির প্রাসাদ বা রাশিয়ার সেন্ট বাসিল ক্যাথিড্রালের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে মনে করেন। প্রধান চূড়াতে ধাতুমূর্তি ধ্বজার মতো রয়েছে, যা সূর্য দেবতার আরাধনাকে চিহ্নিত করে। কিন্তু এই মন্দিরের গঠনশৈলীতে ছিল রাজা নৃসিংহদেবের তন্ত্রশাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞান ও মানুষের দেহতত্ত্বের সুনিবিড় প্রকাশ। শোনা যায় রাজা নৃসিংহদেব ১৭৯২ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বারাণসীতে থেকে তন্ত্রের 'কুণ্ডলিনী' চক্রের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তন্ত্রসাহিত্য স্বীকার করে মানবদেহের মধ্যে ছয়টি চক্র আছে। এই ছয়টি চক্র ভেদ করে সর্বশেষ চক্র সহস্রারে শিব বাস করেন এবং সেখানেই শিব ও শক্তির মিলন হয়। সেই হল চরম প্রাপ্তি। আমাদের দেহের মধ্যেই আছে ছয়টি চক্র তার উত্তরণই হল সাধনা। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, অনাহত, মণিপুর, সহস্রার- এই ছয়টি চক্র। আর তার সঙ্গে রয়েছে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুটি নাড়ি। যা সাপের গতিতে পরস্পর পরস্পরকে ভেদ করে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে নীচ থেকে ওপরের দিকে উঠেছে। কিন্তু এখানে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গে বজ্রিনী ও চিত্রিনী নামে আরও দুটি নাড়িকে কল্পনা করা হয়েছে। এটি শক্তিতন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের মিশ্রিত রূপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নৃসিংহদেব যে মন্দির পরিকল্পনা করেছিলেন তা ছিল একেবারেই ব্যতিক্রমী। রাজা নৃসিংহদেব তন্ত্রসাধনা করতেন। নিজের মায়ের নামে দেবীর নামকরণ করেছিলেন, তাই আশা করা যায় তিনি দিব্যভাবে তন্ত্রাচার পালন করতেন। তখন বাংলায় তন্ত্রের প্রাধান্য মানবদেহের কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বকে এই মন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার ভাবনা তৎকালের অন্য রাজাদের থেকে নৃসিংহদেবকে পৃথক করেছিল। তেরোটি চূড়াবিশিষ্ট সত্তর ফুট উঁচু এই মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির বিভিন্ন আঙ্গিক, বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশায় তন্ত্রসাধনার অপরিহার্য 'যন্ত্র'-গুলিও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই মন্দির তৈরির জন্য পাথর আনা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের চুনার থেকে। তার সঙ্গে মন্দির নির্মাণের জন্য দক্ষ কারিগর নিয়ে আসা হয়েছিল রাজস্থান থেকে। তাই মন্দিরটির অবয়বে রাজস্থানের শেখওয়াতি হাভেলির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এত বড় মন্দিরটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল তখনকার দিনের ৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তা পাঁচ কোটির বেশি হবে বই কম নয়। মন্দিরে প্রবেশপথে, ঠিক দেবীর সম্মুখে একটি ঝরনার আকারে কুণ্ড, ঠিক তার মুখোমুখি দেবীমুখ। মন্দিরের গর্ভগৃহে পঞ্চমুণ্ডি আসনের ওপর সহস্রটি নীলপদ্মের আসন দেখে অবাক হতে হয়। এ যেন মিনে করা নিখুঁত কাজ! সেই নীলপদ্মের বেদির ওপর আবার অষ্টদল পদ্ম। সে পদ্মের বেদি একটি ত্রিকোণ যন্ত্র আকারে বিন্যস্ত! কালীযন্ত্র অষ্টদল পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকার রেখা দিয়ে অঙ্কিত হয়।

এখানে সবটাই পাথর দিয়ে তৈরি। সেই যন্ত্রের ওপর শায়িত শিব বা মহাকাল। আর সেই শিবের হৃদয়পদ্ম থেকে একটি পদ্মের নাল উঠে শেষে ষোড়শদল প্রস্ফুটিত পদ্ম। আর ষোড়শ দল পদ্মের ওপর দেবী হংসেশ্বরী। দেবী একটি পায়ের ওপর অপর পা রেখে বসে আছেন। দেবীমূর্তি নিমকাঠের তৈরি, গায়ের রং নীল। কিন্তু তাঁর রূপ নীলসরস্বতীর মতো নয়। এ একেবারে নতুন এক রূপে বিন্যস্ত। আমরা দেখেছি যেখানেই তন্ত্রের আচার পালিত হত সেখানেই দেবীমূর্তি বসা মুদ্রায়। একটি মূর্তিতে দেখেছিলাম, শিবের হৃদয়পদ্ম থেকে পদ্মের নাল নির্গত হয়ে শেষে প্রস্ফুটিত পদ্মে দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু শিব শায়িত অবস্থায় তার হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে দেবীর একটি হাত স্পর্শ করে আছেন।

মনে হয় আমাদের প্রতিটি দেহের মধ্যে একত্রে শিব ও শক্তির যুগ্ম অধিষ্ঠান বোঝাবার জন্যই দেবীমূর্তির রূপ এমনটি করা হয়েছে। এই মন্দিরে দেবীমূর্তি যেমন নিমকাঠের তৈরি, শিবের মূর্তি কিন্তু পাথরের। শোনা যায় দেবীরূপ নির্মিত হয়েছে যে কাঠে সেই কাঠটি বারাণসী থেকে নাকি ভেসে এসেছিল। দেবীমূর্তি চতুর্ভুজা, ওপরের ডান হাতে অভয় মুদ্রা ও অপর হাতে তরবারি। নীচে বর মুদ্রা ও অন্য হাতে মুণ্ড। মাথার পিছন দিকে একটি লোহার কাঠামো লাঠির মতো। তার গায়ে লতানো ঝাড়বাতির মতো অলংকরণ। দেবীরূপ ঊর্ধ্বগামী করে তোলে মনকে। ষটচক্রের প্রতিটি চক্রকে এক-একটি তলায় রূপায়িত করা হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণবর্ণের লিঙ্গ রূপে শিব বিরাজিত। সর্বশেষে রয়েছেন সাদা রঙের সদাশিব। যেখানে শিব ও শক্তির মিলন হলে মানব আত্মাতত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়।

দেবীমূর্তির পূজা হয় দক্ষিণকালিকা রূপেই। কেবল কালীপুজোর দিন দেবী আলুলায়িত কেশে উগ্রারূপে পূজিতা হন। সেদিন তাঁর অঙ্গে থাকে কেবল ফুলের গহনা। এই একটি দিন তিনি ভিন্ন রূপে আরাধিতা। হংসেশ্বরী দেবী ও তাঁর পটভূমিকে আশ্রয় করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ স্যানাল 'হংসেশ্বরী' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস।

শোনা যায়, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ এই মন্দিরে এসে তপস্যা করেন এবং পরবর্তীকালে দেবীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা সকলকে চমকিত করত। তিনি হংসেশ্বরী মাতার একটি ফোটো সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন এবং অনেক সময় রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সেই পটমূর্তি মাথায় স্পর্শ করাতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদরা এক-একজন আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের সাধনজীবনও বিচিত্র। কিন্তু স্বামী শিবানন্দের পূর্বাশ্রমের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে আমরা দেখব তাঁর পিতা ছিলেন তন্ত্রসাধক। যাঁর সাধনার কথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি একটি সূর্য কবচ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর সাধিত পঞ্চমুণ্ডির আসন এখনও তাঁর বাস্তু বা বর্তমানের রামকৃষ্ণ মঠ বারাসতের ঠাকুর মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ১৮১৪। এই সময়ে কিন্তু স্বামী শিবানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল নামকরা তান্ত্রিক। তাই এই মন্দিরের সঙ্গে তাঁর কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রটি অস্বীকার করা যায় না। যদিও তন্ত্রসাধনার প্রকৃষ্ট স্থান এই মন্দির তবু আজ তা জাতীয় সম্পত্তি রূপে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীন। রাজস্থানের হাভেলির খিলান মিনে করা উজ্জ্বল রঙের কারুকাজ, তন্ত্রের বাস্তব রূপ নিয়ে এই মন্দির আজ নিশ্চয় এক বিস্ময় রূপে প্রতিভাত।

রং বরসে...

১) বিশালাকৃতির পিচকারি হাতে শচীন তেন্ডুলকার।
২) রংয়ের উৎসবে মাতলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।
৩) রিঙ্কু সিংকে রং মাখাচ্ছেন কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।
৪) হোলিতে নিজেকে সাজালেন সাইনা নেহওয়াল।
৫) রং খেলার পর নিকোলাস পুরানের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

গুজরাট টাইটান্স

গিল ও বাটলারের যুগলবন্দি

মাঝে আর সপ্তাহ খানেক। অষ্টাদশতম আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু উদ্বোধনী দ্বৈরথ। তার আগে দশ দলীয় লিগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, খতিয়ে দেখতে আজ গুজরাট টাইটান্স শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

আত্মপ্রকাশেই চ্যাম্পিয়ন (২০২২)। প্রথম দুইবারের ফাইনালিস্ট। হার্দিক পান্ডিয়া দল ছাড়ার পর অবশ্য সেই ছন্দে টান। তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে ২০২৪ সালে অষ্টম। এবার বদলে যাওয়া ব্রিগেড নিয়ে ফের চমকের আশায় টিম গুজরাট।

২০২৪-এ অষ্টম স্থান

অধিনায়ক : শুভমান গিল

হেড কোচ : আশিস নেহেরা। **ব্যাটিং কোচ :** পার্থিব প্যাটেল
স্পিন বোলিং কোচ : আশিস কাপুর
ঘরের মাঠ : নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : ২৫ মার্চ, পাঞ্জাব কিংস
দামি ক্রিকেটার : রশিদ খান (১৮ কোটি)
সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০২২)

স্কোয়াড

রিটেইন
শুভমান গিল (১৬.৫), রশিদ খান (১৮), বি সাই সুদর্শন (৮.৫), রাহুল তেওয়াটিয়া (৪), শাহরুখ খান (৪)।

নিলাম থেকে
জস বাটলার (১৫.৭৫), মহম্মদ সিরাজ (১২.২৫), কাগিসো রাবাদা (১০.৭৫), প্রসিধ কৃষ্ণা (৯.৫), ওয়াশিংটন সুন্দর (৩.২), জেরাল্ড কোয়েৎজে (২.৪), গ্লেন ফিলিপস (২)।

শক্তি

স্পিন ব্রিগেড : রশিদের সঙ্গী এবার ওয়াশিংটন সুন্দর, গ্লেন ফিলিপসের মতো আন্তর্জাতিক মানের তারকা। আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ছাপ রাখা তামিলনাড়ুর বাঁহাতি স্পিনার রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরও।

ব্যাটিং : শুভমান গিল-জস বাটলারের যুগলবন্দির অপেক্ষা। আছেন গত মরশুমের ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করা বি সাই সুদর্শন। লোয়ার অর্ডারে শেষ দিকে ঝড় তোলার দায়িত্বে রাহুল তেওয়াটিয়া, শাহরুখ খান, ফিলিপসরা।

দুর্বলতা

পেস ব্রিগেড : কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, জেরাল্ড কোয়েৎজে। খাতায় কলমে শক্তিশালী পেস ব্রিগেড। কিন্তু সিরাজ-প্রসিধ-কোয়েৎজেদের ফর্ম ও ফিটনেস নিয়ে অস্বস্তির কাঁটাও থাকছে।

এক্স ফ্যাক্টর

রশিদ খান : অস্ত্রোপচারের পর প্রত্যাবর্তনে ২০২৪ সালের আইপিএল ভালো কাটেনি আফগান তারকার। এবার আক্ষেপ সুদেআসলে মেটাতে চাইবেন। গুজরাটকে সাফল্য পেতে রশিদের তুরুপের তাস হয়ে ওঠা জরুরি।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৩৩/৩, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২৩
সর্বনিম্ন স্কোর : ১২৫/৬, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৩
বড় জয় : ৬২, লখনউ সুপার জায়েন্টস (২০২২) ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (২০২৩)

বর্তমান দলের
সর্বাধিক উইকেট : রশিদ খান (৫৬)
সেরা বোলিং : ২৪/৪, রশিদ খান। **সর্বাধিক রান :** শুভমান গিল, ১৭৯৯। **সর্বোচ্চ স্কোর :** ১২৯, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২৩

সম্ভাব্য একাদশ : শুভমান গিল, জস বাটলার, বি সাই সুদর্শন, গ্লেন ফিলিপস, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়া, রশিদ খান, ওয়াশিংটন সুন্দর, কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণা।

থিম সং : আভা দে।

অবসর নিয়ে বড় ইঙ্গিত বিরাটের

ইংল্যান্ড সফরেও আস্থা রোহিতে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : ভারতীয় দলের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর এবার লক্ষ্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে প্রথম আইপিএল ট্রফি এনে দেওয়া। এদিন যে লক্ষ্যে গার্ডেন সিটিতে দলের সঙ্গে যোগও দিয়েছেন। তার মাঝেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে বড় ইঙ্গিত বিরাট কোহলির।

জানিয়ে দিলেন, আর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন না। গত সফরই জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে ওঠা। বিরাটের যে বক্তব্য তাঁর অবসর জল্পনা নতুন করে উসকে দিয়েছে।

গত অজি টেস্ট সফরে নিজের পারফরমেন্স সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে কোহলি বলেছেন, 'হয়তো আর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাব না। তাই অতীতে কী হয়েছে, তা নিয়ে মাথা খারাপ করতে রাজি নই।' স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি দ্রুত টেস্ট ফর্ম্যাট থেকে সরে দাঁড়াতে চলেছেন বিরাট?

চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ৩টি ওডিআই এবং ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে ভারতীয় দল। টি২০ থেকে ইতিমধ্যেই বিরাট অবসর নিলেও ওডিআই খেলছেন। সেক্ষেত্রে টেস্ট না হলেও ওডিআই দলের সঙ্গে অজি সফরে পা রাখবেন। তবে আজকের বক্তব্যের পর তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ঘনিষ্ঠ মহলে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে খেলার কথা জানিয়েছেন। তারপরই হয়তো বিদায় জানাবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে। তবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ধোঁয়াশা বহাল রাখলেন। বিরাট জানান, ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কিছু ভাবেননি। ভাবেননি অবসরের পরই বা কী করবেন। সতীর্থদের অনেকেই এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে তাঁকে। সবাইকে একই কথা বলেছেন।

তবে ২০২৮ অলিম্পিক ক্রিকেটের ফাইনালে যদি ভারত ওঠে, তাহলে টি২০ অবসর ভেঙে ওই ম্যাচ খেলতে চান বিরাট। মজার সুরে বলেছেন, 'অলিম্পিকে ক্রিকেট। বিশ্বাস, আমাদের সামনে পদকের হাতছানি থাকবে। ভারত যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলে ওই একটা ম্যাচ খেলার জন্য অবসর ভাঙব। অলিম্পিক পদক জয় দুর্দান্ত হবে।'

এদিকে, জুনের ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট দলের নেতৃত্বে সম্ভবত থাকছেন রোহিত শর্মা। লাল বলের ফর্ম্যাটে রোহিতের ফর্ম, দলের ব্যর্থতার পর নানান প্রশ্ন উঠছিল। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে পায়ের নীচের নড়বড়ে জমি কিছুটা হলেও শক্ত রোহিতের। খবর, ৫ ম্যাচের টেস্ট সফরে অধিনায়ক রোহিতের প্রতি সমর্থন রয়েছে বোর্ডেরও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিত যেভাবে দলকে পরিচালনা করেছে, তাতে উচ্ছ্বসিত নির্বাচক কমিটি এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। পুরস্কারস্বরূপ ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক রোহিতেই আস্থা। ২০২৫-২০২৭, পরবর্তী টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে ভারত অভিযান শুরু করবে কঠিন ইংল্যান্ড সফর দিয়ে। যে চ্যালেঞ্জিং সফরে রোহিতের অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পাচ্ছে।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে ওর ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিয়েছে রোহিত। ইংল্যান্ড সফরে দলের নেতৃত্বে ও যে সঠিক ব্যক্তি, সেটা বুঝতে পারছে প্রত্যেকে। রোহিত নিজেও লাল বলের ফর্ম্যাটে খেলা চালিয়ে যেতে আগ্রহী।' রোহিতও কিছুদিন আগে জানান, ক্রিকেট উপভোগ করছেন। আগামীতে কী হবে, সেটা নিয়ে এখনই ভাবছেন না।

মালদ্বীপে মেয়ে সামাইরার সঙ্গে ছুটির মেজাজে রোহিত শর্মা। শনিবার।

শেষ চারে আলকারাজ

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেন জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ছুটছেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শুক্রবার প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হারিয়েছেন আর্জেন্টিনার ফ্রান্সিসকো সেরুন্ডুলোকে। ম্যাচের ফলাফল ৬-৩, ৭-৬ (৭/৪)।

এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন ইগা সোয়াতেক। তিনি মিরা আন্দ্রেভার কাছে পরাজিত হন ৭-৬ (৭/১), ১-৬, ৬-৩ গেমে। অপর সেমিফাইনালে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ৬-০, ৬-১ গেমে পরাজিত করেছেন ম্যাডিসন কিসকে।

হার লক্ষ্যর

লন্ডন, ১৫ মার্চ : অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিলেন পিভি সিন্ধু, মালবিকা বানসোদরা। প্রতিযোগিতায় ভারতের ভরসা ছিলেন পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন এবং মহিলাদের ডাবলসে তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। কিন্তু তাঁরাও হতাশ করলেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে দুই বিভাগেই হারলেন ভারতীয় শাটলাররা। কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য ২১-১০, ২১-১৬ পয়েন্টে পরাজিত হন চিনের লি শেইফাংয়ের কাছে। প্রথম গেমে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয়তে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দেন লক্ষ্য। কিন্তু দ্বিতীয় গেম চলাকালীন তাঁর আঙুলে চোট লাগে। চিকিৎসা করিয়ে কোর্টে ফেরত এলেও ম্যাচে কিন্তু ফিরতে পারেননি ভারতীয় তারকা। মহিলাদের ডাবলসে তৃষারা পরাজিত হন লিউ শেংশু-তান নিয়াং জুটির কাছে।

কোহলি পা রাখতেই চনমনে আরসিবি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : জল্পনা ছিল। ব্যতিক্রম কিছু হল না।

দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন অক্ষর প্যাটেলই। কয়েক মাস আগে ভারতীয় টি২০ দলের সহ অধিনায়ক হয়েছিলেন। এবার অক্ষরের মুকুটে নতুন পালক। ঋষভ পন্থ দল ছাড়ার পর তাঁর শূন্য জুতোয় পা রাখছেন ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার অক্ষর। ভাসছেন অক্ষর। অভিনন্দন জানিয়ে লোকেশ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'কনগ্র্যাটস বাপু (অক্ষরের ডাকনাম)। নতুন সফরের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সর্বদা তোমার পাশে থাকব।'

লোকেশ ছাড়াও দিল্লি দলে কুলদীপ যাদব, ফাফ ডুপ্লেসি, মিচেল স্টার্কের মতো অভিজ্ঞ একঝাঁক তারকা রয়েছে। অক্ষরও জোর দিচ্ছেন লিডারশিপ গ্রুপ, টিমগেমে। বলেছেন,

পাশে আছি, অধিনায়ক অক্ষরকে শুভেচ্ছা লোকেশের

দিল্লির অধিনায়কের দৌড়ে একাধিক নাম ছিল। দলের নতুন মুখ লোকেশ রাহুলের কথাও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু লোকেশ নিজেই নেতৃত্বে আগ্রহী নন বলে জানিয়ে দেওয়ার পর অক্ষরের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ২০১৯ থেকে দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার পুরস্কার নেতৃত্বের সম্মান।

প্রতিক্রিয়ায় অক্ষর বলেছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক হওয়া আমার কাছে বিশাল সম্মান। ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার, সাপোর্ট স্টাফদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমার ওপর ভরসা রাখায়।'

অধিনায়ক ঘোষণার পর শুভেচ্ছায় 'দিল্লিতে যোগ দেওয়ার পর ক্রিকেটার ও মানুষ হিসেবে পরিণত হয়েছি। আমি আত্মবিশ্বাসী নতুন দায়িত্ব সামলাতে। দলে একঝাঁক লিডারের উপস্থিতি আমাকে সাহায্য করবে। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'

সাপোর্ট স্টাফ গ্রুপে রদবদল ঘটেছে এবার। হেমাঙ্গ বাদানি (হেডকোচ), বেণুগোপাল রাও (ডিরেক্টর), ম্যাথু মট (সহকারী), মুনাফ প্যাটেলদের (বোলিং কোচ) সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কেভিন পিটারসেন। অক্ষরের বিশ্বাস, মিলিত প্রয়াসে দিল্লির আইপিএল খরা এবার কাটাতে সক্ষম হবেন।

নতুন হেয়ারস্টাইলে আরসিবি শিবিরে যোগ দিলেন বিরাট কোহলি।

প্রথম ট্রফির জন্য এবার মরিয়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে টিম আরসিবি। অপেক্ষা ছিল বিরাট কোহলির। গার্ডেন সিটিতে শনিবার কিং কোহলি পা রাখতেই চনমনে আরসিবি, সতীর্থরা। যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আরসিবি পোস্ট করা মাত্র ভাইরাল।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নামেন কোহলি। যে ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাট-ম্যানিয়া। ডুপ্লেসিকে ছেড়ে দেওয়ার পর নতুন অধিনায়ক রজত পাতিদার। যদিও মূল মুখ বিরাটই। যাকে সামনে রেখে ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে আরসিবি।

এদিকে, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য বড় খবর। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি টুর্নামেন্ট চলাকালীনও দলে রদবদল করা যাবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে লিখিতভাবে এই ব্যাপারে নাকি জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। যেমন কোনও ম্যাচের আগে উইকেটকিপারদের চোট থাকলে বা অন্য কোনও কারণে তাঁদের না পাওয়া গেলে রাতারাতি পরিবর্তর সুবিধা মিলবে। সেক্ষেত্রে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নথিভুক্ত তালিকা থেকে বিকল্প বেছে নিতে হবে।

দুবাই বিতর্কে রোহিতদের পাশে এবার ম্যাকগ্রাথও

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : একই দিনে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আলাদা তিনটি দল নামানোর ক্ষমতা রাখে ভারত। এমনই দাবি মিচেল স্টার্কের! ভারতীয় ক্রিকেটে গভীরতার কথা উল্লেখ করে স্টার্কের যুক্তি, একমাত্র ভারতই পারে টি২০, ওডিআই এবং টেস্ট, তিন ফর্ম্যাটে একইসঙ্গে তিনটি দল খেলাতে।

শক্তিশালী রিজার্ভ বেঞ্চ, একঝাঁক ক্রিকেটারের উত্থানে আইপিএলের হাত দেখছেন স্টার্ক। অজি স্পিডস্টারের মতে, আইপিএল সমৃদ্ধ করেছে ভারতীয় ক্রিকেটকে। একইসঙ্গে একাধিক দল নামানোর মতো অস্ত্র, রসদ মজুত ওদের হাতে।

এক ইউটিউব চ্যানেলে স্টার্ক দাবি করেছেন, 'ভারত বোধহয় একমাত্র দল যারা একই দিনে টেস্ট টিম, ওডিআই টিম, টি২০ দল মাঠে নামাতে পারে। ক্ষমতা রাখে টেস্টে অস্ট্রেলিয়া, ওডিআইয়ে ইংল্যান্ড, টি২০-তে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পৃথক তিন ফর্ম্যাটে একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানাতে। আর কোনও দল এটা অর্জন করতে পারেনি।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সাফল্য নিয়ে যাঁরা আঙুল তুলছেন, তাঁদের যুক্তিকেও খণ্ডন করলেন স্টার্ক। সতীর্থ তথা অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের উলটো পথে হেঁটে পালটা যুক্তি, 'ভারত সুবিধা পেয়েছে কিনা, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। আমরা অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়রা বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে থাকি। ৫-৬টা লিগে খেলার ফলে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সুবিধাও মেলে। সেখানে মনে রাখা উচিত ভারতীয়রা কিন্তু শুধু আইপিএলে খেলে।'

স্টার্কের কথায়, ভারতের সাফল্যে তিনি মোটেই অবাক নন। ব্যক্তিগত কারণে ব্যস্ত থাকার ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দেখার সময়-সুযোগ পাননি। তবে ভারতের শক্তি নিয়ে বরাবরই নিশ্চিত ছিলেন। প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন বরুণ চক্রবর্তীকেও। অজি পেসারের মতে, গতবার কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলার সময় বরুণকে দেখেছেন। দুর্দান্ত প্রতিভা।

গ্লেন ম্যাকগ্রাথের কথাতেও স্টার্কের সুর। কিংবদন্তির কথায়, রোহিত শর্মাদের সাফল্যকে সম্মান জানানো উচিত। প্রতিটি ম্যাচ দুবাইয়ে খেলা নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে ম্যাকগ্রাথের যুক্তি, ভারত আগেই পরিষ্কার বলে দিয়েছিল পাকিস্তানে খেলবে না। এখন এনিয়ে সমালোচনা অহেতুক। বরং দুবাইয়ের ওরকম পরিস্থিতিতে যেভাবে নিজেদের মেলে ধরেছে, তারজন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ভারতের। রোহিতরা জানে, কীভাবে স্পিনিং ট্র্যাকে খেলতে হয়। বাড়তি সুবিধা পাওয়ার যুক্তি তাঁর বোধগম্য নয়। সব ম্যাচ ভারতে খেললে না হয় বলা যেত। বাস্তব হল ভারত দক্ষ এবং শক্তিশালী দল। তারই প্রতিফলন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পড়েছে।

তিনটি পৃথক দল নামাতে পারে ভারত : স্টার্ক

নাইটদের নয়া ওপেনিং জুটি প্রায় নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : করব, লড়ব, জিতব!

অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে যাবে অষ্টাদশ আইপিএলের আসর। যেখানে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে আইপিএলের পথ চলা।

তার আগে দোলের ছুটি কাটিয়ে, চূড়ান্ত রংবাজি সেরে আজ সন্ধ্যায় ফের মাঠে নেমে পড়ল কেকেআর। সন্ধ্যার ইডেনে অনুশীলনে যোগ দিলেন

আরাম সে, বলছেন নর্তজে

রহমনুল্লাহ গুরবাজ। অনুশীলন ম্যাচে রান পাননি তিনি। পরশু কলকাতায় হাজির হয়ে যাচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানারাও। বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের আরসিবি-র বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরুর আগে আজ সন্ধ্যার ইডেনে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ম্যাচ খেলল কেকেআর। সেই অনুশীলন ম্যাচে ব্যাট হাতে বিধ্বংসী মেজাজে হাজির হলেন দলের সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ২৯ বলে ৬৯ রানের তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত সহ নাইট শিবিরের সবারই হাসি চওড়া হয়েছে।

শুধু ভেঙ্কটেশ রান পেয়েছেন, এমনই নয়। লভনীত সিসোদিয়াও ব্যাট হাতে আগ্রাসন দেখিয়েছেন রাতের ইডেনে। ২৪ বলে ৪৬ রান করে নজর কেড়েছেন তিনি। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে অবশ্য এদিন রান পাননি।

প্র্যাকটিস ম্যাচে বিধ্বংসী মেজাজে পাওয়া গেল আন্দ্রে রাসেলকে। - ডি মণ্ডল

১০ বলে ১৩ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন তিনি। তবে এদিন রাতের ইডেন মাতিয়ে রাখলেন আন্দ্রে রাসেল। ২৩ বলে ৫৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি। ফলে আসন্ন আইপিএলেও দ্রে রাস যে নাইটদের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরমধ্যেই আসন্ন আইপিএল মরশুমে কেকেআরের নয়া ওপেনিং জুটিও প্রায় চূড়ান্ত গেল। সুনীল নারায়ণ আজকের ম্যাচ খেলেননি। নেটে শুধু স্পট বোলিং করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি যে কেকেআরের হয়ে ওপেন করবেন, সেটা সবারই জানা। নারায়ণের সঙ্গে ওপেনিং জুটি হিসেবে আজ নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন কুইন্টন ডি কক। অনুশীলন ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ২১ বলে ৫২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, বড় অঘটন না হলে ২২ মার্চ আরসিবি ম্যাচে নারায়ণের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ডি ককই ওপেন করবেন।

আর তার মধ্যেই কেকেআরের নয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার আনরিচ নর্তজে দলকে ভরসা দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। মিচেল স্টার্ক হাতছাড়া হওয়ার পর দলের জোরে বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে স্পেনসার জনসনের সঙ্গে নর্তজেকেও নেওয়া হয়েছে। অতীতে বছর কয়েক আগে নর্তজে কেকেআর শিবিরে ছিলেন। কিন্তু কোনও ম্যাচ খেলা হয়নি। এবার ছবিটা আলাদা। নর্তজের উপর আস্থা রয়েছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের। আর সেই আস্থার মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার তৈরিও। যদিও আজ রাতের ইডেনে অনুশীলন ম্যাচে নর্তজে বল হাতে নজর কাড়তে ব্যর্থ। প্রথম ওভারেই ১৭ রান দিয়েছেন তিনি। তারপরও দলকে ভরসা দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। কেকেআরের সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নর্তজে আজ বলেছেন, 'ইডেন গার্ডেন্সে অতীতে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। দুর্দান্ত মাঠ। শুনেছি আইপিএলের সময় এই মাঠের ৬৫ হাজারের গ্যালারির গর্জনও। এবার সেই গর্জনটা আমাদের শিবিরে এগিয়ে চলার পথে এক্স ফ্যাক্টর করে দিতে চাই।'

নর্তজে দীর্ঘসময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে কাগিসো রাবাদার সঙ্গে জুড়ি বেঁধে দুর্দান্ত সব ম্যাচও জিতিয়েছিলেন রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে। এবার নাইট পেস আক্রমণের মূল মুখ তিনিই। নিজের দায়িত্ব ও দলের আগামীর সাফল্য প্রসঙ্গে নর্তজে বলছেন, 'আরাম সে, একটু ভরসা রাখুন।' আপাতত নারায়ণ-ডিককের নয়া ওপেনিং জুটিতেই ভরসা খুঁজছে কেকেআর।

'হয়তো কখনও টেস্ট খেলা হবে না'

হুমকি ফোন পেয়েছিলেন বরুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : জীবনটা আচমকা বদলে গিয়েছে। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে সফল তিনি। তিন ম্যাচে নিয়েছেন নয় উইকেট। মরু শহরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে টিম ইন্ডিয়ার খেতাব জয়ের পিছনে রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর অবদানের কথা সবারই জানা। পরশু চেন্নাই থেকে কলকাতায় আসছেন তিনি। লক্ষ্য ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএল। আসন্ন আইপিএলে বরুণকে নিয়ে সাফল্যের বিশাল স্বপ্ন দেখছে কলকাতা নাইট রাইডার্সও।

এহেন বরুণের যাত্রাপথটা সহজ ছিল না একেবারেই। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করেই ২০২১ সালে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। দুবাইয়ের মাঠে খেলতে নেমে চরম ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তিন ম্যাচ খেলে কোনও উইকেট পাননি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার হারের পর দেশে না ফেরার হুমকি ফোনও পেয়েছিলেন বরুণ। আজ সাফল্যের আবহেও চার বছর আগের সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি টাটকা তাঁর মনে। আজ এক ইউটিউব চ্যানেলে সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বরুণ বলেছেন, '২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপের পর হুমকি ফোন পেয়েছিলাম। বলা হয়েছিল, দেশে ফির না। চেষ্টা করলেও ফিরতে পারবে না। কোনওরকমে ফিরেছিলাম দেশে। বিমানবন্দর থেকেই কয়েকজন বাইকে করে আমায় অনুসরণ করেছিল। আজ সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনও খারাপ লাগে।'

২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বরুণ। ভেবেছিলেন, জাতীয় দলের হয়ে আর খেলার সুযোগ পাবেন না। জীবনের সেই কঠিন অধ্যায়কে আজ পিছনে ফেলে ফের জাতীয় দলে ফেরার পাশে সাদা বলের ক্রিকেটে এখন বরুণ অটোমেটিক চয়েজ। তাঁর কথায়, 'একটা সময় মানসিক অবসাদে চলে গিয়েছিলাম। নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে না পারায় যন্ত্রণাটা তাড়া করেছিল আমায়। কঠিন সেই সময়ে নিজের পরিশ্রমের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিই। আগে অনুশীলনের সময় নেটে ৫০টি ডেলিভারি করতাম। ব্যর্থতার পর সংখ্যাটা ১০০ করে দিই। পরে তার ফলও পেয়েছি।' সাদা বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ায় নিজেকে নিয়মিত করে তুললেও বরুণের জীবনে আক্ষেপও রয়েছে। তিনি টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, ভারতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ কখনও হবে না তাঁর। বরুণের কথায়, 'আমার টেস্ট খেলার ইচ্ছা রয়েছে। স্বপ্নও দেখি। কিন্তু মনে হয় না সেই স্বপ্নপূরণ হবে। কারণ, আমার বোলিং অনেকটা মিডিয়াম পেসারের মতো। তাছাড়া টেস্টের আঙিনায় দিনে ২৫-৩০ ওভার বল করার ক্ষমতা আমার নেই।'

বরুণের কখনও টেস্ট খেলা হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। আপাতত কেকেআর বরুণের রহস্য স্পিনের ভরসায় আগামীর সাফল্য দেখতে শুরু করেছে।

সেমিতে বাগানের সামনে নর্থইস্ট-জামশেদপুরের বিজয়ী

প্লে-অফের সূচি

তারিখ	ম্যাচ	দল
২৯ মার্চ	প্রথম নকআউট	বেঙ্গালুরু এফসি বনাম মুম্বই সিটি এফসি
৩০ মার্চ	দ্বিতীয় নকআউট	নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম জামশেদপুর এফসি
২ এপ্রিল	প্রথম সেমিফাইনাল (প্রথম লেগ)	প্রথম নকআউটের জয়ী বনাম এফসি গোয়া
৩ এপ্রিল	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল (প্রথম লেগ)	দ্বিতীয় নকআউটের জয়ী বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
৬ এপ্রিল	প্রথম সেমিফাইনাল (দ্বিতীয় লেগ)	এফসি গোয়া বনাম প্রথম নকআউটের জয়ী
৭ এপ্রিল	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল (দ্বিতীয় লেগ)	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম দ্বিতীয় নকআউটের জয়ী
১২ এপ্রিল	ফাইনাল	প্রথম সেমিফাইনালের জয়ী বনাম দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি এবং জামশেদপুর এফসি ম্যাচের বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

গ্রুপ পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে গত ১২ মার্চ। আপাতত আন্তর্জাতিক বিরতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগের। এদিন নকআউট পর্যায়ের খেলার সূচি জানানো হল এফএসডিএলের পক্ষ থেকে। প্রত্যাশামতোই ২৯ ও ৩০ মার্চ নকআউট পর্যায়ের ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ লিগের প্রথম ও দ্বিতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান ও এফসি গোয়া সরাসরি সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। সুপার সিক্সের বাকি চার দল বেঙ্গালুরু এফসি, নর্থইস্ট, জামশেদপুর ও মুম্বই সিটি এফসি। এই চার দলের মধ্যে তিন নম্বরে থাকা বেঙ্গালুরু ২৯ মার্চ প্রথম নকআউটে খেলবে মুম্বইয়ের বিপক্ষে। লিগ পর্যায়ে আগে থাকার জন্য বেঙ্গালুরু ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পাবে। পরদিন নর্থইস্ট

আইএসএল ফাইনাল ১২ এপ্রিল

শিলংয়ে খেলবে জামশেদপুরের বিপক্ষে। দুই ম্যাচের বিজয়ী দল সেমিফাইনালে যাবে। প্রথম দফার সেমিফাইনালের তারিখ দেওয়া হয়েছে ২ ও ৩ এপ্রিল। নকআউট এক অর্থাৎ বেঙ্গালুরু-মুম্বই ম্যাচের বিজয়ী ২ তারিখের ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠে খেলবে গোয়ার বিপক্ষে। আর ৩ তারিখ নর্থইস্ট ও জামশেদপুর এফসি-র বিজয়ীর খেলা তাদেরই ঘরের মাঠে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় দফার দুটি সেমিফাইনাল ৬ ও ৭ এপ্রিল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকার সুবাদে পরে হোম ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে মোহনবাগান ও গোয়া। এখানেও প্রথমদিন গোয়া এবং দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ ৭ তারিখ রাখা হয়েছে মোহনবাগানের ম্যাচ।

১২ এপ্রিল শনিবার ফাইনাল। এই ম্যাচ গ্রুপ পর্যায়ে যে দল আগে থেকে শেষ করেছে সেই দলের ঘরের মাঠে হওয়ার কথা। অর্থাৎ মোহনবাগান উঠলে গতবারের মতো এবারও ফাইনাল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই হবে।

দলে গোল করার ফুটবলার প্রয়োজন : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : চোটের জন্য জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দিলেন না লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

শুক্রবার সারা দেশ যখন রঙের উৎসবে মাতোয়ারা তখনই শিলংয়ে শুরু হয়ে গেল ভারতীয় দলের শিবির। আগামী ২৫ মার্চ এখানেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতার্জন অভিযান শুরু করবে মানোলো মার্কুয়েজের ব্লু টাইগার্সরা। তার আগে ১৯ তারিখ মালদ্বীপের বিপক্ষে এই একই মাঠে একটি প্রীতি ম্যাচও খেলবে ভারত। তবে শিবির শুরু হওয়ার আগেই চোট-আঘাত সমস্যায় দল। অনেক আগেই আনোয়ার আলি চোট পেয়ে ছিটকে যান। এরপর আর এক ডিফেন্ডার আশিস রাইয়ের পরে ছাঙ্গতেও শিবিরে যোগ দিতে পারলেন না চোটের কারণে। আইএসএল গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে চোট পান দলের এই গুরুত্বপূর্ণ উইঙ্গার। এই মরশুমে তাঁর ক্লাবের হয়ে ৬ গোল করা ছাঙ্গতেকে না পাওয়া অবশ্যই ভারতীয় দলের পক্ষে বড় ধাক্কা। তবে সুনীল ছেত্রী ফেরায় যেন অনেকটাই স্বস্তিতে মানোলো। তিনি আগেও বলেছেন এবং এদিনও জানান, 'ভারতীয় দলের গোল করার লোক চাই। তাই আমি আগে পুরো বিষয়টা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং বেঙ্গালুরু এফসি-কে ব্যাখ্যা করি। তারপর সুনীলকেও জানাই যে কেন ওকে দরকার। একজন যদি লিগে তাঁর দেশের ফুটবলারদের মধ্যে সর্বাধিক

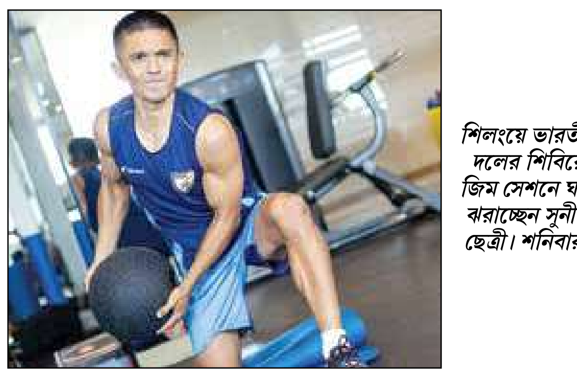

শিলংয়ে ভারতীয় দলের শিবিরে জিম সেশনে ঘাম ঝরাচ্ছেন সুনীল ছেত্রী। শনিবার।

গোলদাতা হয় তাহলে ৪০ বছর বয়স হলেই বা কী এসে যায়? জাতীয় দলে ফর্মে থাকা এবং গোল করার ফুটবলার দরকার।' প্রসঙ্গত, এই মরশুমে সুনীল ১২ গোল করে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক গোলদাতা। গত দুই মরশুম মিলিয়ে তিনি যা গোল করেছিলেন এবং তার থেকে একবারেই বেশি

চোটের জন্য শিবিরে নেই ছাঙ্গতে

করেছেন। সুনীল সম্পর্কে মানোলো আরও বলেছেন, 'সুনীল শুধু গত দুইবারের মিলিত গোলের থেকে এবার বেশি করেনি, ব্রাইসনের (ফার্নান্ডেজ) দ্বিগুণ গোল আছে ওর। শুভাশিস (বসু), ইরফান (ইয়াদওয়াদ) ও মনবীররাও (সিং) গোলের মধ্যে আছে কিন্তু সুনীলকে কেউ ছুঁতে পারেনি। আমার এখন গোল করার ছেলে চাই। আমার কোচিংয়ের চার ম্যাচে আমরা মাত্র দুই গোল করেছি। যার মধ্যে একটা সেট পিস থেকে। এখন কীভাবে এবং কে করবে সেটা বড় কথা নয়। এই যোগ্যতার্জন পর্বে গোল করতে এবং ম্যাচ জিততে হবে যেভাবেই হোক।'

এদিন সকালে জিম সেশন ছাড়াও বিকেলে প্রথমবার শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেন সুনীলরা। দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সন্দেশ ঝিংগান বলেছেন, 'এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল, বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় দিয়ে এই যোগ্যতার্জন পর্ব শুরু করা। একইসঙ্গে ক্লিনশিটও রাখতে চাই।' ২০২৩ সালের পর থেকে জয়হীন ভারতীয় দল শেষপর্যন্ত নতুন মাঠে জয়ে ফিরতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

ডব্লিউপিএল ট্রফি নিয়ে উল্লাস মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। শনিবার মুম্বইয়ে।

দ্বিতীয়বার ডব্লিউপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

মুম্বই, ১৫ মার্চ : ২০২৩ সালের পর ২০২৫। দ্বিতীয়বার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে (ডব্লিউপিএল) চ্যাম্পিয়ন হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বছর দুয়েক আগে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়েই হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড খেতাব জিতেছিল। শনিবার আবারও ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাল মুম্বই শিবির। এদিন ফাইনালে তারা ৮ রানে দিল্লিকে হারাল। টানা তিনবার ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হল মেগ ল্যানিংয়ের দিল্লি ব্রিগেডকে।

টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিল্লি অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। অধিনায়কের সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করে পাওয়ার প্লে-তে মুম্বইয়ের দুই উইকেট ফেলে দেন মারিজানে ক্যাপ (১১/২)। এলিমিনেটরে বিধ্বংসী ব্যাট করা হেইলি ম্যাথিউজকে (৩) তৃতীয় ওভারে ফেরান ক্যাপ। নিজের পরের ওভারে ক্যাপ সাজঘরের রাস্তা দেখান ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে (৮)। এখান থেকে খেলা ধরেন মুম্বই অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (৬৬)। ৯ চার ও জোড়া ছক্কায় সাজানো ইনিংসে মাত্র ৩৩ বলে তিনি অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করেন। অ্যাঙ্করের ভূমিকায় হরমনকে সংগত দিয়েছেন নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৩০)। তৃতীয় উইকেটে হরমন-নাতালি ৬২ বলে ৮৯ রান জোড়েন। নাতালিকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন নাল্লাপুরেড্ডি চারানি (৪৩/২)। নাতালি ফেরার পর মাত্র ৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪৯/৭ স্কোরে থামে মুম্বই।

রানতাড়ায় নেমে একটা সময় ৬৬/৫ হয়ে গিয়েছিল দিল্লি। ব্যর্থ হন ল্যানিং (১৩) ও শেফালি ভার্মা (৪)। ক্যাপ চেষ্টা করলেও তাঁকে তুলে নেন নাতালি (৩০/৩)। কাজে আসেনি জেমিমা রডরিগেজের (৩০) ব্যাটিংও। তাঁকে তুলে নেন অ্যামিলিয়া কের (২৫/২)। শেষদিকে নিকি প্রসাদের (অপরাজিত ২৫) লড়াইও বিফলে যায়। দিল্লি আটকায় ১৪১/৯ স্কোরে।

ফের ছিটকে গেলেন নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ১৫ মার্চ : প্রায় দেড় বছর পর চোট সারিয়ে ব্রাজিল জাতীয় দলে ফিরেছিলেন। কিন্তু হলুদ জার্সিতে নামার আগেই ফের চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন নেইমার। মার্চের শুরুতেই স্যান্টোসের হয়ে খেলতে নেমে পেশিতে চোট পান। চোট তেমন গুরুতর না হলেও নেইমার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনও খবরটি নিশ্চিত করেছে। দুঃখপ্রকাশ করেছেন নেইমার নিজেও। বলেছেন, 'জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের খুব কাছাকাছি ছিলাম। কিন্তু ব্রাজিলের জার্সিটা এখনই গায়ে চাপাতে পারছি না।' এই পরিস্থিতিতে নেইমারের বদলি হিসাবে এন্ড্রিককে ডাকা হয়েছে।

বার্সাকে টপকে শীর্ষে রিয়াল

ভিয়ারিয়াল, ১৫ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করে ফেলেছে তারা। এবার বার্সেলোনাকে টপকে লা লিগার শীর্ষে উঠে এল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ২-১ গোলে ভিয়ারিয়ালকে হারিয়েছে। ৭ মিনিটে হুয়ান ফোথের গোলে অবশ্য পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। কিন্তু ১৭ মিনিটে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে সমতা ফেরান। ৪ মিনিট বাদে এমবাপের দ্বিতীয় গোলে জয় নিশ্চিত করে রিয়াল। ২৮ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৬০। যদিও তারা বার্সার থেকে দুইটি ম্যাচ বেশি খেলেছে।

লিগ কাপের ফাইনালের আগে অনুশীলনে লিভারপুলের মহম্মদ সালাহ।

আজ কাপ যুদ্ধে লিভারপুল-নিউক্যাসল

লন্ডন, ১৫ মার্চ : দুর্ঘটনা না ঘটলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাবটা আসছে। তবে এই মরশুমের মতো লিভারপুলের ত্রিমুকুটের আশা শেষ। এফএ কাপে দৌড় থেমেছিল আগেই। এরপর দুর্দান্ত শুরু সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছন্দপতন। রবিবার তাই ইংলিশ ফুটবলে মরশুমের প্রথম ট্রফি কারাবাও কাপ জিতে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইছে আর্নে স্লটের দল।

শেষ পাঁচ বছরে দুইবার এই শিরোপা ঘরে তুলেছে লিভারপুল। শেষটা গত মরশুমেই। কাজেই এবার খেতাব ধরে রাখার বাড়তি চ্যালেঞ্জও রয়েছে রেডদের সামনে। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। প্রতিপক্ষ নিউক্যাসল ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগে ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে ঠিকই। তবে নকআউট সবসময়ই অন্যরকম। শুধু তাই নয়, দুই শিবিরেই চোটের তালিকাটা বেশ লম্বা। তিন তারকা ফুটবলার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, কোনর ব্র্যাডলে ও জো গোমেজকে পাবে না লিভারপুল। পাশাপাশি ক্লান্তিও তাদের চিন্তার আরও একটা কারণ হতে পারে। যদিও দলের হেডকোচ স্লট সেভাবেই ছক কষছেন। দলে পাঁচটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। স্লট বলেছেন, 'মরশুমের এই সময়টায় দাঁড়িয়ে, বিশেষত ইংল্যান্ডের ফুটবলে দলের সব ফুটবলারকে পাওয়া সম্ভব নয়।' উলটোদিকে নিউক্যাসলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা হতে পারে অ্যান্টনি গর্ডনকে না পাওয়া। তবে ১৯৫৫ সালের পর ইংলিশ ফুটবলে কোনও শিরোপা জিততে পারেনি নিউক্যাসল। কাজেই ৭০ বছরের খরা কাটাতে সবটা উজাড় করে দিতে চাইবে তারাও।

ইস্টবেঙ্গলে নতুন দায়িত্বে থংবই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের কোচিং টিমে যুক্ত হচ্ছেন থংবই সিংটো। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ফুটবলে প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। আই লিগের পাশাপাশি আইএসএলেও হায়দরাবাদ এফসি-র দায়িত্ব সামলেছেন থংবই। চলতি মরশুমের মাঝেই নিজাম শহরের দলটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এবার কলকাতায় আসছেন নতুন দায়িত্ব নিয়ে। উত্তর-পূর্ব ভারত

থংবই সিংটো।

থেকে বহু ফুটবলার উঠে এসেছে থংবইয়ের কোচিংয়ে। চিংলেসানা সিং, নিম দোরজি থেকে পূর্বা লাচেনপা, বিশাল কেইথদের শুরুটাও সিংটোর হাত ধরেই। মণিপুরি কোচের এই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চাইছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। অস্কার ব্রুজোঁ আগামী মরশুমেও যে ইস্টবেঙ্গলে থাকবেন তা একপ্রকার চূড়ান্ত। শোনা যাচ্ছে স্প্যানিশ কোচের ইচ্ছাতেই সিংটোকে নিয়ে আসা হচ্ছে। যদিও লাল-হলুদে ঠিক কোন ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ট্রফি নিয়ে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন ডুয়ার্স অ্যাকাডেমি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ মার্চ : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১৫ ডুয়ার্স কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বিজয় টসে জিতে ২০.৫ ওভারে ৯২ রানে সব উইকেট হারায়। কুনাল সরকার ৩৯ রান করে। ম্যাচের সেরা দীপ শীল ১২ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। জবাবে ডুয়ার্স ১৭.২ ওভারে ২ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। দীপায়ন বর্মন ৩৯ রান করে।

বাংলা দলে শিলিগুড়ির ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : জাতীয় সিনিয়ার ক্যারম ১৭-২১ মার্চ নয়াদিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য বাংলা পুরুষ দলে শিলিগুড়ির দুর্জয় ঘোষ সুযোগ পেয়েছেন। মহিলা দলে রয়েছেন শিলিগুড়ি পাপিয়া বিশ্বাস ও মাম্পি কোদালিয়া। শিলিগুড়ির নিত্যগোপাল কুণ্ডু ও সুপ্রিয়া সেন মজুমদার যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলা দলের ম্যানেজার হয়েছেন। শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ জানিয়েছেন, দুর্জয়রা শনিবার রাতে দলের সঙ্গে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছেন।

এগিয়েও পয়েন্ট নষ্ট ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ মার্চ : খারাপ সময় কাটতেই চাইছে না ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে ১-০ গোলে হারের পর শনিবার ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিরুদ্ধে ২-২ ব্যবধানে ড্র করে ফের পয়েন্ট নষ্ট করল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড। ১১ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড পেনাল্টি থেকে সিটিকে এগিয়ে দেন। ২১ মিনিটে ১-১ করেন পেরভিস এস্টুপিয়ান। ৩৯ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়েছিলেন সিটির ওমর মারমৌশ। কিন্তু ৪৮ মিনিটে আব্দুকোদির খুশানভের আত্মঘাতী গোলে পুরো পয়েন্ট তুলতে পারেনি সিটি। এরফলে ২৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে থাকল সিটি। এদিকে ছুটছে নটিংহাম। এদিন তারা ৪-২ গোলে ইপসউইচ টাউনকে হারিয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা ভবেশ সেন - কে 20.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91G 12997 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি শুনলাম আমার আশেপাশে অনেক মানুষ কোটিপতি হচ্ছে, তখন আমার মনে কৌতূহল জেগেছিল। আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম, প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ অর্থ জিতেছি। এটা আমাকে এক চূড়ান্ত স্বস্তি দিচ্ছে কারণ আমার জীবন এখন সর্বোত্তম পথে চলে গেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।